وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ইতিছাম

الاعتصام

●৯ম বর্ষ ●১২তম সংখ্যা ●অক্টোবর ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

দেশের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে এনজিওদের একক দৌরাত্ম্য

ভয়াবহ কিছুর ইঙ্গিত

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**

Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**

Printed By : Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ٩ ، ربيع الثاني و جمادى الأولى ١٤٤٧هـ/ أكتوبر ٢٠٢٥م العدد:١٢، الجزء : ١٠٨

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ ‖ ঈসায়ী ২০২৫ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- অক্টোবর	০৮ - রবী: আখের	বুধবার	৪.৩৬	৫.৫০	১১.৪৯	৩.১০	৫.৪৬	৭.০১
০৫- অক্টোবর	১২ - রবী: আখের	রবিবার	৪.৩৭	৫.৫১	১১.৪৭	৩.১০	৫.৪২	৬.৫৭
১০- অক্টোবর	১৭ - রবী: আখের	শুক্রবার	৪.৩৯	৫.৫৩	১১.৪৬	৩.০৭	৫.৩৭	৬.৫২
১৫- অক্টোবর	২২ - রবী: আখের	বুধবার	৪.৪১	৫.৫৫	১১.৪৫	৩.০৪	৫.৩৩	৬.৪৮
২০- অক্টোবর	২৭ - রবী: আখের	সোমবার	৪.৪৩	৫.৫৭	১১.৪৪	৩.০২	৫.২৯	৬.৪৪
২৫- অক্টোবর	০২ - জুমাদাল উলা	শনিবার	৪.৪৫	৬.০০	১১.৪৩	২.৫৯	৫.২৫	৬.৪১
৩০- অক্টোবর	০৭ - জুমাদাল উলা	বৃহস্পতিবার	৪.৪৭	৬.০৩	১১.৪৩	২.৫৭	৫.২১	৬.৩৮

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-১	-২	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	+৫	+৬	+৫
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৫	+৫	+৫
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৪
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	০	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	০	০
শেরপুর	+১	+২	+১
জামালপুর	-২	-৩	-২
নেত্রকোনা	-২	-১	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৫
খাগড়াছড়ি	-৮	-৮	-৭
রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৭
বান্দরবান	-৭	-৮	-৭
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-২
লক্ষ্মীপুর	-১	-২	-১
চাঁদপুর	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৫	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৪	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৫
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৪	+৫	+৪
দিনাজপুর	+৬	+৭	+৭
গাইবান্ধা	+৩	+৪	+৩
কুড়িগ্রাম	+৩	+৩	+৩
লালমনিরহাট	+৩	+৪	+৩
নীলফামারী	+৫	+৬	+৫
পঞ্চগড়	+৬	+৮	+৭
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৮	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৩	+৪
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৫	+৪	+৫
যশোর	+৫	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৪	+৩	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৬	+৫	+৬
নড়াইল	+৩	+৩	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	০	০	+১
পটুয়াখালী	+১	০	+১
পিরোজপুর	+২	+১	+২
ঝালকাঠি	+১	০	+১
ভোলা	০	০	০
বরগুনা	+২	০	+২

■ **সূত্র :** ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক

আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

৯ম বর্ষ
১২তম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৫
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২
রবীউল আখের-জুমাদাল উলা ১৪৪৭

উপদেষ্টা

- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক

হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক

মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার: মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা

আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ**

» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৭) ০৩
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৮ম পর্ব) ০৭
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» শরীআতের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ০৯
-আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক

» সূরা আল-মুনাফিকূন থেকে পাঁচটি শিক্ষা ১১
-রাকিব আলী

» যৌবনকাল ১২
মূল : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর
-অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার

» আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে... (পর্ব-৪) ১৫
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» সতীত্বের সুরক্ষা ও অপবাদ রটানোর প্রতিকূলতা ১৯
-হাফেয শাকিরুল ইসলাম

◈ **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

» তীব্র গরম: শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ ২২
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ **উসওয়াতুন হাসানাহ**

» বিবাদ-বিদ্বেষ ২৫
-হাসান আল-বান্না মাদানী

◈ **তরুণ প্রতিভা**

» দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা ২৭
-আব্দুল্লাহ আল-নুমান

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**

» নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ায় জর্জরিত বাংলাদেশ ২৯
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

◈ **হেলথ কর্নার**

» ডেঙ্গুর ছোবল ফের তীব্র: বাঁচতে চাই সচেতনতা ৩২
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

◈ **জামি'আহ পাতা**

» নববী দু'আ পেয়েছেন যারা ৩৩
-মাজহারুল ইসলাম আবির

◈ **কবিতা** ৩৬

◈ **সংবাদ** ৩৭

◈ **জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ** ৩৯

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪০

◈ **বর্ষসূচি** ৫২

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০

সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮ | ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

দেশের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে এনজিওদের একক দৌরাত্ম্য: ভয়াবহ কিছুর ইঙ্গিত

প্রতিটি দেশের মূল মেরুদণ্ড শিক্ষা ও অর্থ। কোনো দেশের যদি শুধু শিক্ষাব্যবস্থা দখল করা যায় তাহলে সেই দেশ আর বাস্তবে দখল করার প্রয়োজন হয় না। কেননা পরবর্তী প্রজন্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে গড়ে ওঠে। অনুরূপই অর্থনৈতিক অবস্থা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসার রাস্তা দিয়েই এই অঞ্চলে ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিমদের সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম রাস্তাই ছিল মুসলিমরা জ্ঞানে ও ব্যবসায় সবার চেয়ে সেরা ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের মুসলিম উম্মাহ জ্ঞানে ও ব্যবসায় দুই জায়গাতেই পিছিয়ে আছে।

জুলাই বিপ্লবের পর আমরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বাংলাদেশ দীর্ঘ ভারতীয় উপনিবেশ থেকে মুক্ত পেয়ে স্বাধীনভাবে নিজের স্বকীয়তা ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই আমাদের আশা গুড়ে বালি। একদিকে সমগ্র দেশের জনগণ নিজের মতো যখন যেখানে সম্ভব হচ্ছে আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। মূর্তি ভাঙা, মাযার ভাঙা, বিভিন্ন দলের কার্যালয় ভাঙা, বিভিন্ন জনের বাড়ি ভাঙা ইত্যাদি কাজগুলোকেই তারা বিরাট সফলতা মনে করে এক প্রকার তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। অথচ দেশের নীতি নির্ধারণে তাদের ন্যূনতম ভূমিকা নেই। অন্যদিকে ইন্টেরিম সরকার মোটামুটি যে কয়টা ইতিবাচক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল সেগুলো প্রত্যেকটাতে বাংলাদেশের তথাকথিত সবচেয়ে বৃহৎ দল ভেটো দিয়ে যাচ্ছে। তারা পূর্বের বিতাড়িত দলের জায়গা পূরণ করে দিচ্ছে তাদের কার্যক্রম দিয়ে। গত ১৬ বছর যে বয়ান দিয়ে বহু অপরাধকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে—'মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার'—সেই বিভেদ-রাজনীতি আবারও জিইয়ে রাখা হচ্ছে, যা আসলে ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার। ফলে হুজুগে জনতা ব্যস্ত অকাজে, আর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ব্যস্ত নির্বাচন ও ক্ষমতার ধান্ধায়।

এদিকে এই সুযোগে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের শিক্ষা ও অর্থব্যবস্থা—উভয় খাতে এনজিও-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করছে। অথচ এ বিষয়ে বিপ্লবী জনতা, ইসলামী দলগুলো বা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো—কারোই দৃশ্যমান মনোযোগ নেই; সবাই নিজ নিজ স্বার্থে ব্যস্ত।

সরকার নতুন বিধিমালা জারি করেছে (২০২৫) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Assistant Teacher (Music) এবং Assistant Teacher (Physical Education) নামে দুইটি নতুন পদ যুক্ত করা হয়েছে। তথা মিউজিক বা গানের জন্য এবং শারীরিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করবে। অথচ মুসলিম সমাজের দীর্ঘ দিনের দাবি অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আলাদা 'ধর্ম/ইসলাম শিক্ষা' শিক্ষক-পদ রাখা হয়নি। ধর্মীয় বিষয়টি আগের মতোই সাধারণ (ক্লাস) শিক্ষক দিয়েই পড়ানো হয়। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের সন্তানরা কুরআন সঠিকভাবে শিখার কোনো সুযোগ পচ্ছে না। অথচ তাদেরকে নাচ-গান শিখানো হবে। এমনিতেই প্রাথমিক স্কুলগুলোর বেহাল দশার কারণে অভিভাবকদের আস্থা নেই। দিন দিন ইবতেদায়ী মাদরাসা ও নূরানী মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে। তার উপর যদি নাচ-গান শিখানো হয় আর কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার কোনো গুরুত্ব না থাকে তাহলে মুসলিম অভিভাবকদের আস্থা আরও হারিয়ে যাবে।

অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা শারমিন মুর্শিদ কিছুদিন পূর্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থ থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা পতিতাদের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন। যেখানে রাষ্ট্রের উচিত ছিল পতিতাদের পুনর্বাসনে খরচ করা সেখানে তারা পতিতাদের প্রণোদনা দিচ্ছেন। গর্ভপাত আইন বাতিল, সম্পত্তির সমান অধিকার ইত্যাদি অত্যন্ত ধর্মীয় সেন্সিটিভ ইস্যু নিয়ে কাজ করার বিষয়ে কিছু বামপন্থি ধর্মবিদ্বেষী ঢাবির ছাত্রীদেরকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডারের নামে সমকামিতা প্রমোশনে তিনি নানামুখী উদ্যোগ নিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক খাতও একচেটিয়ে এনজিওদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বিকাশ শীঘ্রই ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতে এটি তেমন কিছু মনে না হলেও বাস্তবে এর পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর ঝুঁকি। বিকাশ ইতোমধ্যেই দেশের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ৭০ শতাংশের বেশি দখল করে রেখেছে। এর ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক ব্র্যাক ব্যাংক, আর ব্র্যাক ব্যাংক নিজেই একটি

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫১ নং পৃষ্ঠায়

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৭)

সমকামিতার ব্যাপারে হাদীছ কী বলে?

[১] জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ 'আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা ভয় করি, তা হলো লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ক্বওমের কাজ'।[১] এখানে লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ক্বওমের কাজ দ্বারা সমকামিতা উদ্দেশ্য, যা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

[২] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. 'যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল মনে করবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস আপতিত হবে— যখন পরস্পরকে অভিশাপ করার বিষয় প্রকাশ পাবে, মদপান করবে, রেশমি বস্ত্র পরিধান করবে, গায়িকাদের গ্রহণ করবে এবং **পুরুষ পুরুষকে ও নারী নারীকে (জৈবিক চাহিদা পূরণে) যথেষ্ট করে নেবে**'।[২]

[৩] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই পুরুষের দিকে দৃষ্টি দিবেন না, যে অন্য পুরুষের কাছে (জৈবিক চাহিদা পূরণে) গমন করে কিংবা স্ত্রীর পায়ুপথে গমন করে'।[৩]

[৪] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 'আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির কাজ করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির কাজ করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, যে লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির কাজ করে'।[৪]

[৫] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা যদি কাউকে লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির কাজ করতে দেখো, তাহলে কর্তা ও ভুক্তভোগী উভয়কেই হত্যা করো'।[৫]

ইসলামে সমকামিতার ক্ষতি:

সমকামিতা অনৈতিক, অপমানজনক, ন্যক্কারজনক, জঘন্য, নিকৃষ্ট, অধঃপতিত, লাঞ্ছনাদায়ক, সর্বোচ্চ পর্যায়ের নোংরা ও নীচু কাজ। এটি বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক, বরং পশুত্বকেও হার মানানো অপরাধ। এটি মানবতা বিধ্বংসী অপরাধ।

এর মাধ্যমে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যের সাথে ঠাট্টা করা হয়, আল্লাহর শাস্তি ও অভিশাপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দম্ভ করা হয়।

এতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সম্মান, মর্যাদা সবই হারিয়ে দেয়। হায়া-শরম, লাজলজ্জার মাথা খায়। এটি মানুষের মনুষ্যত্ব ও ঈর্ষা নষ্ট করে দেয়, পুরুষত্ব ও নারীত্বের ধ্বংস সাধন করে। চোখ ও অন্তর্দৃষ্টি মেরে ফেলে, অন্তরের অপমৃত্যু ঘটায়। অপমানের পচা কাদায় মানুষকে নিমজ্জিত করে। এতে পরিবার ও পারিবারিক পবিত্র বন্ধন নষ্ট হয়। মানুষের বংশধারার বারোটা বাজে।

এতে সার্বক্ষণিক আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখে আর এটাই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট।

এটি সমাজ বিধ্বংসী এবং নানা ধরনের নতুন রোগের জন্মদাতা।

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সব পাপের মধ্যে এ পাপটির (সমকামিতা) ক্ষতি ও বিপর্যয় সবচেয়ে ভয়াবহ। এটি কুফরীর পর সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়। বরং অনেক সময় এটি হত্যা করার পাপ থেকেও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। ...আল্লাহ তাআলা লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির আগে জগতের আর কাউকে এই মহাপাপ দ্বারা পরীক্ষা করেননি। আর

---

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৫৬৩, 'হাসান'।

২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৫০৮৬, 'হাসান লি-গয়রিহী'।

৩. সুনানে তিরমিযী, হা/১১৬৫, 'হাসান'।

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৮১৬, 'ছহীহ'।

৫. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৪৬২; সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৫৬১, 'হাসান-ছহীহ'।

তাদেরকে তিনি এমন ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছেন, যা তারা ছাড়া অন্য কাউকে দেননি। তিনি তাদেরকে একত্রে অনেক ধরনের শাস্তি দিয়েছেন: সম্পূর্ণ ধ্বংস, তাদের উপর তাদের শহর উল্টে ফেলা, ভূমিধসে মাটির নিচে ডুবিয়ে দেওয়া এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করা। আল্লাহ তাদের এমনভাবে শাস্তি দিয়েছেন, যা তারা ছাড়া অন্য কোনো জাতিকে তিনি দেননি। এমন ভয়াবহ শাস্তির কারণ হলো, এই গর্হিত অপরাধের ভয়াবহতা এতটাই নিকৃষ্ট যে, যখন এই পাপ কোথাও সংঘটিত হয়, তখন যেন পৃথিবী নিজেই চারিদিক থেকে কেঁপে ওঠে, ফেরেশতাগণ যখন তা প্রত্যক্ষ করেন, তখন আল্লাহর আযাব সেই অধিবাসীদের উপর আপতিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা আসমানসমূহ ও জমিনের বিভিন্ন প্রান্তে পালিয়ে চলে যান, যাতে অধিবাসীদের সাথে তাদেরকেও সেই আযান পাকড়াও না করে। পৃথিবী তখন আল্লাহর কাছে আর্তনাদ করে, এমনকি পাহাড়সমূহ পর্যন্ত তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়।[৬]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘লিওয়াত্ব হলো পুরুষে-পুরুষে যৌনাচার। এটি মহা অশ্লীলতা ও অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এটি দুনিয়া ও দ্বীনের ভয়ানক ধ্বংস ডেকে আনে। এটি নৈতিকতার বিনাশ ঘটায় এবং পুরুষত্ব ধ্বংস করে। এটি সমাজকে নষ্ট করে এবং মনোবল ভেঙে দেয়। এটি যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত ধ্বংস করে দেয় এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও বিপদ ডেকে আনে। এটি ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাতিয়ার। এটি লাঞ্ছনা, অপমান ও কলঙ্কের কারণ। সুস্থ বিবেক একে ঘৃণা করে, সুস্থ স্বভাব একে প্রত্যাখ্যান করে এবং আসমানী শরী‘আতগুলো এ থেকে শুধু কঠোর নিষেধই করে না; বরং একে জঘন্য অপরাধ হিসেবেও গণ্য করে।

এতকিছু একারণে যে, সমকামিতা এক ভয়াবহ ক্ষতি এবং চরম যুলম। এটি সমকামীর প্রতি যুলম একারণে যে, তা তার নিজের প্রতি লাঞ্ছনা ও কলঙ্ক ডেকে আনে এবং নিজের জীবনকে ধ্বংস ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আর এটি ভুক্তভোগীর প্রতি যুলম একারণে যে, সে নিজেই নিজের সম্মানহানি করে, নিজেকে অপমান করে এবং নিজের জন্য নীচুতা, অধঃপতন ও পুরুষত্বহীনতা মেনে নেয়। এ কারণে দেখা যায়, যে এই পাপে লিপ্ত, সে পুরুষদের মাঝেও নারীর মতো হয়ে যায়; তার মুখ থেকে লাঞ্ছনার অন্ধকার কখনো দূর হয় না— এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্তও নয়। এটি পুরো সমাজের প্রতিও এক চরম যুলম, কারণ এর ফলে সমাজে বিপদ ও দুর্যোগ নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি তাদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি বর্ষণ করেছিলেন, অর্থাৎ তাদের উপর উপরিভাগ থেকে কঠিন শাস্তি বর্ষণ করেছিলেন। তিনি তাদের উপর পোড়ামাটির প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এমনভাবে তাদের গ্রামকে উল্টিয়ে দেন যে, গ্রামের উপরিভাগ নিচে আর নিচের অংশ উপরে করে দেন’।[৭]

সমকামিতা করা মানে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন ও তার প্রাকৃতিক নিয়মকে ভেঙে চুরমার করার অপচেষ্টা করা। আর কুরআন-হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা হারাম। এটা শয়তানের এমন আদেশ, যার দ্বারা সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (শয়তান বলে) ‘আমি অবশ্যই তাদের (মানুষদের) পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশা দেখাব, তাদেরকে আদেশ করব, তারা অবশ্যই গবাদি পশুর কান কাটবে, **আমি তাদেরকে বলব, তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বদলে দেবে।** আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে স্পষ্ট ধ্বংসে পতিত হয়’ *(আন-নিসা, ৪/১১৭-১১৯)*।

আল্লাহর ইচ্ছা পরিবর্তনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করা গর্হিত অপরাধ ও নিকৃষ্ট কাজ, যার ফলাফল হলো আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

ইসলামে সমকামিতার দণ্ডবিধি:

সমকামিতা নৈতিক অপরাধ ও অবক্ষয়গুলোর একটি, যা মানবজাতির জন্য মোটেও শোভনীয় নয় এবং আল্লাহ মানুষকে যে স্বাভাবিক ফিতরাত দিয়েছেন, তার পরিপন্থি। সমকামিতা মানবতার প্রতি প্রকাশ্য আক্রমণ এবং এটি আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা। এজন্য আল্লাহ এটিকে ‘অশ্লীল কাজ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

৬. আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফী, পৃ. ১৬৯।

৭. মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছাইমীন, আয-যিয়াউল লামে‘ মিনাল খুত্বাবিল জাওয়ামে‘, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

সমকামিতা পাপটা যেহেতু অত্যন্ত কঠিন, সেহেতু এর দণ্ডও অত্যন্ত কঠিন। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'সমকামিতার বিষয়ে কিছু আলেম বলেন, এর শাস্তি যেনার শাস্তির মতোই। আবার কেউ বলেন, এর শাস্তি যেনার শাস্তি থেকে হালকা।

কিন্তু সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো, যে এটি করে এবং যার সাথে করা হয়, উভয়কেই হত্যা করতে হবে— তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, এতে কোনো পার্থক্য নেই। আর এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ সুনানে আরবা'আর সংকলকগণ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যদি কাউকে লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর জাতির কাজ করতে দেখো, তাহলে কর্তা ও ভুক্তভোগী উভয়কেই হত্যা করো'। আবূ দাঊদের হাদীছে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কোনো অবিবাহিত ব্যক্তি যদি সমকামিতায় ধরা পড়ে, তবে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হবে। আলী ইবনু আবি ত্বলিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এমনই ফতওয়া পাওয়া যায়।

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না যে, তাকে (সমকামীকে) হত্যা করতে হবে। তবে হত্যার পদ্ধতি নিয়ে কিছু মতপার্থক্য ছিল। যেমন:

(১) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

(২) কেউ কেউ তলোয়ার দিয়ে হত্যার কথা বলেছেন।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, তাদের ওপর একটি দেয়াল চাপিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা দেয়ালের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যায়।

(৪) কেউ কেউ বলেন, তাদের উভয়কে সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় আটকে রাখতে হবে, যতক্ষণ না তারা সেখানে মরে যায়।

(৫) আবার কেউ বলেছেন, তাদেরকে একটি উঁচু প্রাচীরের চূড়ায় উঠিয়ে নিচে ফেলে দিতে হবে, এরপর ক্রমাগত পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে হবে, যেমনটি আল্লাহ লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের সাথে করেছিলেন। এটি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর একটি বর্ণনা।

তাঁর আরেকটি বর্ণনা হচ্ছে, তাদেরকে শুধু রজম করাই যথেষ্ট। অধিকাংশ সালাফ এই মতের উপরেই রয়েছেন। তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমকে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিলেন এবং যেহেতু ইসলামে ব্যভিচারীর শাস্তিও রজম, তাই সমকামিতার শাস্তিও রজম হবে। তাই কর্তা ও ভুক্তভোগী উভয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে, তারা মুক্ত হোক বা দাস হোক অথবা একজন দাস হোক আরেকজন মুক্ত হোক— যদি উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হয়। তবে যদি যেকোনো একজন প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না, বরং কম শাস্তি দেওয়া হবে। রজম (পাথর নিক্ষেপে শাস্তি) শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য'।[৮]

এ ব্যাপারে সারসংক্ষেপ বক্তব্য হচ্ছে, 'ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন যে, সমকামীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তাঁরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন—

- তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন, আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। এটি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মত এবং আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও এ মত গ্রহণ করেছিলেন।
- কারো মতে, অপরাধীকে উঁচু পাহাড় বা স্থানের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া হবে, তারপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। এটি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মত।
- আবার কেউ বলেছেন, অপরাধীকে রজম করতে হবে অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। এটিও আলী ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ছাহাবাগণের পরবর্তী যুগে ফক্বীহগণ বা ইসলামী আইনবিদগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন—

- কারো মতে, অপরাধীকে যেকোনো অবস্থায় হত্যা করতে হবে, বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।
- কারো মতে, অপরাধীর শাস্তি ব্যভিচারীর শাস্তির মতো হবে; যদি বিবাহিত হয়, তবে রজম করা হবে আর যদি অবিবাহিত হয়, তবে বেত্রাঘাত করা হবে।
- আবার কেউ বলেছেন, বিষয়টি শাসকের উপর নির্ভর করবে; তিনি যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন, সেই অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দেবেন'।[৯]

প্রশ্ন হতে পারে, ভুক্তভোগীকে কেন উক্ত শাস্তি দেওয়া হবে?

এর উত্তর হচ্ছে, ভুক্তভোগী (اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ) সমকামীর (اَلْفَاعِلُ) মতোই অপরাধে অংশীদার। কারণ তারা উভয়েই এই অশ্লীলতায় জড়িত। তাই তাদের শাস্তি হত্যাই— যেমনটি হাদীছে এসেছে।

---

৮. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, ২৮/৩৩৪-৩৩৫।

৯. দ্রষ্টব্য: https://islamqa.info/ar/answers/38622

তবে এর দু'টি ব্যতিক্রম আছে:

(১) যদি ভুক্তভোগীকে মারধর বা হত্যার হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক এ কাজে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার ওপর কোনো দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে না। বুহূতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَلَا حَدَّ إِنْ أُكْرِهَ مَلُوطٌ بِهِ عَلَى اَللِّوَاطِ بِإِلْجَاءٍ بِأَنْ غَلَبَهُ اَلْوَاطِئُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بِتَهْدِيدٍ بِنَحْوِ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ 'যদি ভুক্তভোগীকে হত্যা বা মারের হুমকির মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে জোর করে তার সাথে সমকামিতা করা হয়, তাহলে তার ওপর কোনো দণ্ড নেই'।[১০]

(২) যদি ভুক্তভোগী অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। তবে তাকে শাস্তিমূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে ও শাসন করা হবে, যাতে সে ভবিষ্যতে এই অপরাধ থেকে বিরত থাকে— যেমনটি ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ-এর উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়। কুয়েতী ফিক্বহ বিষয়ক বিশ্বকোষ 'আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ'-তে বলা হয়েছে, فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا 'পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর ওপর কোনো হাদ্ বা শরী'আতনির্ধারিত কোনো দণ্ড না থাকার ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, হাদ্ হলো নিখাদ শাস্তি। আর তা প্রয়োগের জন্য নিখাদ অপরাধ থাকা জরুরী। কিন্তু শিশু ও পাগলের কাজকে অপরাধ বলা যায় না; তাই তাদের ওপর কোনো হাদ্ নেই, যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে প্রকৃত অপরাধ সংঘটিত হয় না'।[১১]

সমকামিতা প্রমাণিত হওয়ার শর্ত: অনেক ফক্বীহ সমকামিতাকে যেনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এটিও যৌনাঙ্গ ভোগ। তাঁরা সামনের দিক ও পেছনের দিকের মধ্যে পার্থক্য করেননি এবং যেনার জন্য যেসব শর্ত বর্ণনা করেছেন, সমকামিতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য করেছেন। সেই হিসেবে, যেভাবে যেনা প্রমাণিত হয় স্বীকারোক্তি অথবা চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে, সমকামিতাও ঠিক একইভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

১০. বুহূতী, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (আলামুল কুতুব, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.), ৩/৩৪৮।

১১. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ২৫/৯৭।

'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ'-তে এসেছে, يَثْبُتُ اللِّوَاطُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الشَّهَادَةِ. وَأَمَّا عَدَدُ الشُّهُودِ، فَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ بِعَدَدِ شُهُودِ الزِّنَا أَيْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ. 'সমকামিতা প্রমাণ হয় স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যের মাধ্যমে। আর অধিকাংশ ফক্বীহ-এর মতে, সাক্ষীর সংখ্যা হতে হবে যেনার সাক্ষীর সংখ্যার মতোই— অর্থাৎ চারজন পুরুষ'।[১২]

সমকামিতার দণ্ডবিধি প্রয়োগের শর্ত: ইসলামী শরী'আতে দণ্ডবিধি কার্যকর করার জন্য কতিপয় শর্ত প্রযোজ্য। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

(১) অপরাধী মুকাল্লাফ বা শরী'আতের ভারার্পণের যোগ্য হওয়া: অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা পাগলের উপর হাদ্ কার্যকর হবে না।

(২) অপরাধে জোরজবরদস্তি না থাকা: যদি কেউ হত্যা বা অন্য ভয় দেখিয়ে সমকামিতায় বাধ্য করে, তবে তার উপর দণ্ডবিধি কার্যকর হবে না।

(৩) সমকামিতা প্রমাণিত হওয়া: স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমকামিতা প্রমাণিত হতে পারে।[১৩]

সমকামিতার দণ্ড কার্যকর করবেন কে?

ইসলামের দণ্ডবিধিগুলো কার্যকর করা কেবল মুসলিম শাসকের দায়িত্ব। সুতরাং কোনো ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, দল বা সংগঠন কেউই এসব দণ্ডবিধি কার্যকর করতে পারবে না। সঊদী আরবের ফতওয়ার বোর্ডের স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ বলেন,

وَلا يُقِيمُ الحُدُودَ إِلَّا الحَاكِمُ المُسْلِمُ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الحَاكِمِ، وَلا يَجُوزُ لِأَفْرَادِ المُسْلِمِينَ أَنْ يُقِيمُوا الحُدُودَ؛ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الفَوْضَى وَالفِتْنَةِ.

'হাদ্ বা দণ্ডবিধি (শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি) মুসলিম শাসক বা শাসকের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউই কার্যকর করতে পারবে না। সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে দণ্ডবিধি কার্যকর করা জায়েয নেই। কারণ এর ফলে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হবে'।[১৪]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

১২. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ৩৫/৩৪১।

১৩. মুস্তফা খিন, মুস্তফা বুগা প্রমুখ, আল-ফিক্বহুল মানহাজি আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেঈ, ৮/৬৩।

১৪. ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ২২/৭, ফতওয়া নং- ১৭৭৪৩।

সূচিপত্র

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী-৮ম পর্ব)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

৬১. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোনো গাছের খবর তারা জানে কি-না, যে গাছের পাতা ঝরে না? এটি জিজ্ঞেস করার পিছনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য সাধারণ জ্ঞান চর্চা ছিল না, বরং ছাহাবীদেরকে মুসলিমের গুণাবলি ও উপকারিতার বাস্তব উদাহরণ দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি সাথে সাথে এটিও বলে দিলেন, এই গাছটি মুসলিমের বাস্তব উদাহরণ। অতএব, সেই গাছ সম্পর্কে আমাকে জানাও। তখন উপস্থিত ছাহাবীরা পরস্পরে মরুভূমির বিভিন্ন গাছের নাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং চিন্তা করে খুঁজতে লাগলেন সেটি কোন গাছ হতে পারে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমার মনে হলো এটা নিশ্চয়ই খেজুরগাছ, কিন্তু আমি এত বড় বড় ছাহাবীদের উপস্থিতিতে এত ছোট মানুষ হয়ে লজ্জায় এই প্রশ্নের উত্তর দেইনি। এরপর ছাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন না, সেটি কোন গাছ? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেটি হলো খেজুরগাছ'।

তাখরীজ: ইমাম বুখারী[১] ও ইমাম মুসলিম[২] উভয়ই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন কুতায়বা রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে জা'ফর রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম বুখারী[৩] রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি আরও বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে আবী উয়াইস রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি মালেক ইবনে আনাস থেকে। তারা উভয়ে (ইমাম মালেক ও ইসমাঈল ইবনে জা'ফর রহিমাহুমাল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে।

হাদীছটি ইমাম বুখারী[৪] রহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম মুসলিম[৫] রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইবনু আবী শায়বা রহিমাহুল্লাহ থেকে। তারা উভয়ে (আলী ও ইবনু আবী শায়বা রহিমাহুমাল্লাহ) ও ইমাম আহমাদ[৬] রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবীন-নাজিহ থেকে।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বিভিন্ন সনদে আবূ মুআবিয়া আয-যরীর ও জারীর ইবনু আব্দিল হামীদ আয-যব্বি রহিমাহুমাল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তারা দুইজন ইমাম আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ থেকে। তারা দুইজন (ইবনু আবীন-নাজিহ ও ইমাম আ'মাশ রহিমাহুমাল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেন ইমাম মুজাহিদ থেকে।

আমরা দেখলাম, উপরের সকল সূত্রের মিলনস্থল দুজন তথা ইমাম মুজাহিদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। তারা দুজন এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার

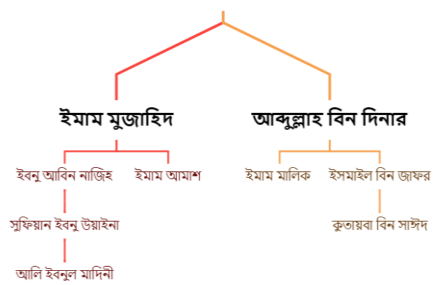

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

এই হাদীছের সকল রাবীর পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

হাদীছ থেকে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর ইসতিদলাল:

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর মূল উদ্দেশ্য এটি দেখানো যে, 'হাদ্দাছানা' ও 'আখবারানা' সমার্থক শব্দ। হাদীছ বর্ণনার গ্রহণযোগ্য সকল ধরনে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যায়। এটি প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এমন একটি

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬১, ৬২, ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, ৫৪৪৪, ৬১২২।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬১, ৬২, ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, ৫৪৪৪, ৬১২২।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১১।

৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৬৮৯।

www.al-itisam.com

উদাহরণ গ্রহণ করেছেন, যেখানে হাদীছ বর্ণনার ধরন হিসেবে বর্তমান যুগের পরিভাষা অনুযায়ী 'আখবারানা' শব্দ ব্যবহার করার কথা, কিন্তু হাদীছে ব্যবহৃত হয়েছে 'হাদ্দাছানা' শব্দ।

উক্ত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে বলেছেন 'হাদ্দিছূনী' তথা তোমরা আমাকে হাদীছ শুনাও বা জানাও এই রকম কোনো গাছের কথা, যার পাতা ঝরে পড়ে না। এখানে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'হাদ্দাছানা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি ছাহাবীরা প্রশ্নটির উত্তর দিতেন, তাহলে এটি হতো ছাত্রের পড়া এবং উস্তাযের শ্রবণ। আর পূর্বে আমরা দেখেছি সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে 'আখবারানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এখানে 'হাদ্দাছানা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ছাহাবীরা উত্তর দিলে সেটি 'হাদ্দাছানা' শব্দেই বর্ণিত হতো। অতএব, প্রমাণিত হলো 'হাদ্দাছানা' ও 'আখবারানা' একই অর্থবোধক।

মুমিনের সাথে খেজুরগাছের সাদৃশ্য:

খেজুর পৃথিবীর একটি ব্যতিক্রমধর্মী গাছ। খেজুরগাছের মধ্যে একসাথে যতগুলো বিষয় একত্রিত হয়েছে, তা পৃথিবীর আর কোনো গাছে একত্রিত হয়নি। বৃষ্টিস্নাত নদীর অববাহিকায় কোনো গাছের বেড়ে ওঠা অনেক সহজ। অন্যদিকে ধু-ধু মরুভূমির মধ্যে নদী ও বৃষ্টিবিহীন এলাকায় খেজুরগাছের বেড়ে উঠা অবশ্যই বিস্ময়কর। খেজুরগাছের মূল (Taproot) ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধানে ৬–১২ মিটার গভীর পর্যন্ত চলে যায়। খেজুরগাছ আকাশের দিকে যতটা বাড়তে থাকে, তার গোড়া ততটাই শক্ত হতে থাকে। মরুভূমির বালির উপর অবস্থান করেও মরুঝড়ে উপড়ে যায় না। আর খেজুরগাছের কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ তন্তু কাঠের মতো শক্ত নয়, বরং তন্তুযুক্ত নমনীয় (Fibrous flexible) কাণ্ড দিয়ে গঠিত। ফলত প্রচণ্ড ঝড়েও তা ভেঙেও যায় না; বরং বাতাসের সাথে দুলতে থাকে। খেজুরগাছের পাতাও সেভাবে ঝরে পড়ে না। অন্যান্য গাছের যেমন নির্দিষ্ট মওসুমে সব পাতা ঝরে পড়ে এবং প্রতি বছর নতুন পাতা গজায়, খেজুরের ক্ষেত্রে তা হয় না। এই জন্য খেজুরগাছ সবসময় সবুজ থাকে। এটি একটি চিরসবুজ (Evergreen) উদ্ভিদ ।

এই রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি গাছের ফলের উপকারিতাও সীমাহীন ও ব্যতিক্রম। প্রথমত, খেজুরের ফলন প্রক্রিয়াটাই পৃথিবীর অন্যান্য ফল থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পৃথিবীতে সাধারণত এক গাছেই পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল থাকে। আর খেজুরের সম্পূর্ণ গাছটাই হয় পুরুষ গাছ হয়, নাহলে স্ত্রী গাছ। আর পুরুষ গাছের অস্তিত্ব ছাড়া পরাগায়ন হয় না এবং স্ত্রী গাছে ফলন আসে না। সাধারণত পৃথিবীর অন্যান্য ফলে বাতাসের মাধ্যমেই পরাগায়ন হয় আর খেজুরগাছে বাতাসের মাধ্যমে পরাগায়ন অনেক সীমিত হয়, বরং মালিককে প্রত্যেকটা থোকায় থোকায় গিয়ে ম্যানুয়ালি পরাগায়ন করতে হয়। একমাত্র খেজুরের মধ্যেই ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি প্রায় ৩০-৩৫টি উপাদান একসাথে পাওয়া যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ফলে বিরল। এমন কোনো ফল নেই যেটি একই সাথে শক্তি, হরমোন, স্নায়ু, কোষ, রক্ত, ঘুম ও হজম সবক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে; কিন্তু একমাত্র খেজুরই এই অলৌকিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

এটি প্রকৃতির এমন এক *সুষম খাদ্য,* যা নিজেই *মেডিসিন ফুড* হিসেবে কাজ করে। খেজুরই পৃথিবীর একটি অনন্য উপাদানসমৃদ্ধ ফল, যা শুধু খাদ্য হিসেবে দীর্ঘদিন মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করতে সক্ষম।

খেজুরগাছের বৈশিষ্ট্য	মুমিনের বৈশিষ্ট্য
চিরসবুজ, পাতা ঝরে না।	মুমিনের আমল ও দু'আ কখনো বিফলে যায় না।
গোড়া মাটিতে দৃঢ় আর ডাল আকাশমুখী ও উঁচু।	মুমিনের দুনিয়াতে ঈমান অনেক মজবুত আর তার হৃদয় সবসময় আকাশমুখী তথা পরকালমুখী।
কষ্ট সহ্য করে মরুতে টিকে থাকে।	মুমিন বিপদে ধৈর্যশীল। ছবর ও ভরসা করে আল্লাহর উপর।
খেজুর চাষ অনেক কষ্টের, তবে ফল অত্যন্ত উপকারী।	দুনিয়াতে মুমিনের জীবন অনেক কষ্টের, তবে পরকালের ফল সুমিষ্ট।
খেজুরের পরাগায়ন পদ্ধতি ব্যতিক্রম।	মুমিনেরা সমাজ সৃষ্টি, সন্তান উৎপাদন ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিষয়ে সবসময় পবিত্র ও সচেতন।

সারমর্ম: সারমর্ম হিসেবে বলা যায়, খেজুরগাছ কঠিন মরুভূমিতে বহু গভীরে শিকড় নিয়ে গিয়ে পানি খুঁজে, তারপর মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, হাজারো ঝড়ে টিকে থাকে, মানুষকে ফল দেয়; মুমিনের অবস্থাও অনুরূপ, পরিবেশ যত কঠিনই হোক মুমিন ব্যক্তি তার ঈমান খুঁজে নেয়। ঈমান আঁকড়ে মুমিন মাথা উঁচু করে থাকে পরকালমুখী চিন্তায়। দুনিয়ার কোনো বাধা ও বিপদে সে টলে না বা ভেঙে পড়ে না, বরং ধৈর্যধারণ করে। ফলত, তার কোনো দু'আ ও আমল বিফলে যায় না। দীর্ঘ কষ্টের প্রতিদান হিসেবে সে পরকালে সুমিষ্ট প্রতিদান ও সুখ লাভ করে।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

শরীআতের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

*-আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক**

ভূমিকা:

মানবজীবনে জ্ঞানার্জন একটি অপরিহার্য বিষয়। আত্মিক পরিশুদ্ধি, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যম হলো প্রকৃত জ্ঞান। তবে বস্তুগত উপকারী জ্ঞানকেও ইসলাম গুরুত্ব দেয়। কুরআন মাজীদ ও হাদীছে জ্ঞানচর্চার গুরুত্বের ব্যাপারে বহুবার আলোকপাত করা হয়েছে এবং জ্ঞানচর্চাকে 'ইবাদত' ও ফরয হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন কারীমের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব:

আল-কুরআনুল কারীমে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তন্মধ্যে কিছু আয়াত হলো—

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ 'পড়ুন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১)*।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ 'আর বলুন, হে আমার রব! আপনি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন' *(ত্ব-হা, ২০/১১৪)*।

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'অতঃপর তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো' *(আন-নাহল, ১৬/৪৩)*।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহুগুণ উন্নীত করবেন' *(আল-মুজাদালা, ৫৮/১১)*।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ 'আপনি বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?' *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*।

৬. তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 'আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৬)*।

৭. আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ 'আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এমন বিষয়, যা তোমরা জানতে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৯)*।

৮. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) দান করেন। আর যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, অবশ্যই তাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৯)*।

৯. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ 'যেমনিভাবে আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং এমন বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫১)*।

হাদীছের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদীছে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। কিছু হাদীছ নিচে তুলে ধরা হলো—

১. ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।[১]

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا 'মানুষ সোনা-রূপার খনির মতো। যারা জাহেলী যুগে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) উত্তম, তারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম বিবেচিত হবে- যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে'।[২]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ 'কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ইনছাফ না করতে প্ররোচিত না করে' *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*।

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫২৬।

৩. জ্ঞানের মর্যাদা ইবাদতের চাইতেও বেশি। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুজন লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আলোচনা করা হলো। তাদের একজন আবেদ (অধিক পরিমাণ ইবাদতকারী) এবং অন্যজন আলেম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবিদের উপর'। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত করেন, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে, যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়'।[৩]

৪. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ﴿طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ﴾ 'জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয'।[৪]

৫. উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং (অন্যকে) তা শেখায়'।[৫]

৭. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৬]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবন থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:

১. মসজিদে নববীর দুই দল (যিকির ও জ্ঞানচর্চা): রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে এসে দেখলেন, একদল লোক যিকির করছেন, আরেক দল জ্ঞান অর্জন করছেন এবং শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বললেন,

كِلا الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وَهَؤُلاءِ يَدْعُونَ اللهَ، وَهَؤُلاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» فَجَلَسَ مَعَ الْمُعَلِّمِينَ.

'উভয় দলই কল্যাণের উপর রয়েছে। এরা আল্লাহকে ডাকছে আর ওরা শিখছে ও শিক্ষা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাকে একজন শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে'। অতঃপর তিনি জ্ঞানচর্চাকারীদের সঙ্গে বসে পড়লেন।[৭]

২. বদরের যুদ্ধ ও শিক্ষিত বন্দিদের মুক্তি: বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা ৭০ জন কুরাইশ কাফেরকে বন্দি করে। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখানোকে বন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করেন'।[৮] এ ছিল শিক্ষাভিত্তিক মানবিক বিপ্লবের বাস্তব উদাহরণ।

শেষ কথা:

জ্ঞানই হলো মানবজাতির মূল ভিত্তি। জ্ঞান ছাড়া মানুষ অন্ধকারে, কুসংস্কারে এবং পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। কেবল ধর্মীয় বা আখেরাতের কল্যাণ নয়; বরং দুনিয়ার উন্নতির অন্যতম একটি উপায়ও হলো সঠিক শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাত্র ২৩ বছরে একটি অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে।

আজ মুসলিম উম্মাহ আবারও সেই অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছে, কারণ তারা জ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিয়েছে। তাই আবারও সেই হারানো গৌরব ফিরে পেতে আমাদেরকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞানচর্চাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আসুন! আমরা কুরআন-হাদীছের আলোকে জ্ঞানার্জনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি এবং আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলি আলোকিত মানুষ হিসেবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

---

৩. তিরমিযী, হা/২৬৮৫।
৪. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪, ইমাম আলবানী ছহীহ বলেছেন।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/২২৯, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; সিলসিলা ছহীহা, ৪৪৭।
৮. মুসনাদ আহমাদ, ৪/৯২, হাসান।

সূরা আল-মুনাফিকূন থেকে পাঁচটি শিক্ষা

-রাকিব আলী*

‘সূরা আল-মুনাফিকূন’ থেকে মোটাদাগে আমরা পাঁচটি শিক্ষা পাই। যথা—

১. ঈমানের তাৎপর্য:
ঈমান অনেক বেশি দামি একটি বিষয়। ঈমানের ক্ষেত্রে আপস করার কোনো সুযোগ নেই। এ সূরার প্রথমাংশ ও সিংহভাগ অংশ নিয়ে মুনাফিকদের আলোচনা আমাদেরকে শেখায়, আমাদের মধ্যে যেন কোনোভাবেই নেফাকী না থাকে, আমরা যেন কুফরী থেকে বেঁচে থাকি। সর্বোপরি, আমরা যেন আমাদের আসল সম্পদ ঈমান নিয়ে সচেতন থাকি। ঈমানের মতো অমূল্য সম্পদে কুফরীর ছিটেফোঁটাও যেন লাগতে না দেই।

২. নেয়ামতের তাৎপর্য:
আল্লাহর নেয়ামতের কদরের মাধ্যমে নেয়ামতের শুকরিয়া যেমন আরও নেয়ামত নিয়ে আসে, তেমনি আল্লাহর নেয়ামতের কদর না করার মাধ্যমে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা নেয়ামত কেড়ে নেয়। নেয়ামত পেয়ে নেয়ামতের মালিককে আমরা বেশি বেশি স্মরণ করব। এই সূরার দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে আমরা যেন আল্লাহকে ভুলে না যাই, আল্লাহর হক্ব আদায়ে কোনো ত্রুটি না করি। বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের পিছনে ও সম্পদ অর্জনের পিছনে সময় দিতে গিয়ে এমন যেন না হয় যে, আমি সময়মতো ও ঠিকমতো ছালাত আদায় করছি না, হালাল হারামের বাছবিচার করছি না, মৃত্যুর প্রস্তুতি তথা আখেরাতের ফিকির করছি না। তা না হলে এসবের প্রতি উদাসীনতাই আমাকে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

৩. জীবনের তাৎপর্য:
যেকোনো মুহূর্তে মালাকুল মাউত তথা মৃত্যু চলে আসলেই এ জীবনটা থেমে যাবে। এ ব্যাপারটি যদি আমরা অন্তরে ধারণ করতে পারি, তবে কোনোভাবেই আমরা জীবনটাকে হেলাফেলায় কাটাতে পারব না। এ সূরার তৃতীয়ভাগের আলোচনা আমাদের শেখায়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির মাধ্যমে যেন আমরা এ অস্থায়ী জীবনের কদর করি। এছাড়া, মৃত্যুর সময় যাতে আফসোস না হয়, সেজন্য জীবদ্দশায় যেন ইবাদাতে মনোযোগী হই, নেক কাজে সবসময় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখি।

৪. সময়ের তাৎপর্য:

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সূরার উপসংহারে এসে জানাচ্ছেন যে, মৃত্যু এসে গেলে আর এক মুহূর্তও সময় দেওয়া হবে না। এখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বার্তা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন সময় নষ্ট না করি, সময়ের ব্যাপারে উদাসীন না থাকি। সময় ফুরিয়ে গেলে আফসোস করেও কোনো কাজ হবে না।

যারা পরীক্ষার হলে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা দেয় না, এদিক-সেদিক তাকিয়ে বা হেলাফেলায় সময় নষ্ট করে, তারা শেষ মুহূর্তে এসে যখন কর্তব্যরত শিক্ষক খাতা নিয়ে নিবেন, তখন কাকুতিমিনতি করে বলে উঠে, স্যার! স্যার! আর একটু। তখন কিন্তু শিক্ষক তাকে অতিরিক্ত সময় দেন না।

দুনিয়া নামক এই পরীক্ষার হলে আমরা যারা গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা দিচ্ছি না অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি না, যখন আল্লাহর নির্দেশে নির্ধারিত সময়ে মালাকুল মাউত এসে হাযির হবেন, তখন কিন্তু তাদেরকে আর এক মুহূর্তও সময় দেওয়া হবে না। তখন বোঝা যাবে সময়ের কত মূল্য, তখন বোঝা যাবে সময়টাকে কত নিদারুণভাবে অপচয় করা হয়েছে। দুনিয়ার কোনো পরীক্ষার হলে ঐসব পরীক্ষার্থীরা যেরকম আফসোস করে, তার চেয়ে বেশি আফসোস হবে যারা দুনিয়া নামক পরীক্ষার হলে আল্লাহর অবাধ্যতায় সময়টা নষ্ট করে যাচ্ছে।

এজন্য মৃত্যুর সময় ‘সময়’-এর ব্যাপারে আফসোস করতে না চাইলে আজকের দিনগুলোর সময়ের কদর করতে যেন আমরা ভুল না করি, আজকের দিনগুলোর সময়ের অপচয় যেন না করি।

৫. তাক্বওয়ার তাৎপর্য:
‘সূরা আল-মুনাফিকূন’-এর সর্বশেষ আয়াতের একদম শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, ‘তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি খবর রাখেন বা অবহিত’। আয়াতের এই অংশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ‘তাক্বওয়ার’ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ যেহেতু আমাদের পুরোপুরি খবর রাখেন, সেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে কোনোকিছু লুকানোর কোনো সুযোগ নেই। এজন্য আমরা প্রতিটি কাজ করার ক্ষেত্রে চিন্তা করব যে, আমার এই কাজ আর কেউ দেখুক বা না দেখুক আমার মালিক কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছেন। আর এটাই তাক্বওয়া। এই তাক্বওয়া অন্তরে এসে গেলে কখনোই আল্লাহর অবাধ্য কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। আবার, কোনো কাজ করার সময় নিজেকে প্রশ্ন করব যে, আমার এই কাজটি কি আল্লাহকে খুশি করবে নাকি নারাজ করবে। এই কাজটি কি আমাকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত করবে নাকি সম্মানিত করবে। যদি ইতিবাচক হয় তবে করব, না হলে করব না। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব কামনা করছি।

* আম্বরখানা, সিলেট।

যৌবনকাল

মূল: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর
*-অনুবাদ: মাহফূজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার**

যৌবনকালকে মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহের মাঝে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ একের পর এক স্তরে পদার্পণ করে। যেসব পর্যায়গুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ ‘অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে’ *(আল-ইনশিক্বাক্ব, ৮৪/১৯)*। আর বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

‘হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক; তবে (জেনে রাখো), আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্রাণু হতে, তারপর আলাক্বাহ (রক্তপিণ্ড) হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতির গোশতপিণ্ড হতে, যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যাকে ইচ্ছা তাকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, তারপর যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও (ত্বরিত) মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে অতিবার্ধক্যে উপনীত করা হয়, যাতে সে (একসময়) জানার পর কিছুই না জানে’ *(আল-হজ্জ, ২২/৫)*।

আর এ যৌবনকাল আসে দুর্বল শৈশব ও বার্ধক্যের দুর্বল দুটি পর্যায়ের সময়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾

‘আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন’ *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*।

যৌবনকাল পরিণত বয়সে পৌঁছার সময়কাল, এই সময়কালটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণেই প্রত্যেক যুবকের উচিত এই সময়কালের অবস্থানের প্রতি লক্ষ রাখা, এর ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা এবং এই সময়কালকে শরীআতের লাগামে শৃঙ্খলিত করা। মূল্যায়ন করা ও গুরুত্ব দেওয়া, যৌবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। কেননা যুবকদের মাঝে সাধারণত নির্বুদ্ধিতা, অস্থিরতা, তাড়াহুড়া ও উদ্দীপনা কাজ করে থাকে। যদি কোনো যুবক শায়খ-মাশায়েখের সাহচর্য গ্রহণ না করে, জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ গ্রহণ না করে তাহলে সে যুবক তার যৌবনকালে নিজেকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে ফেলবে। অনেক যুবক নিজের অস্থিরতা, তাড়াহুড়া ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেকে এবং অন্যদেরকে ধ্বংস করেছে। এজন্য শরীআতে এ সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা ও গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি এবং সঠিক ব্যবহার করা ও অপচয় থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এজন্য এই সময়কালের ভয়াবহতা, গুরুত্ব, এটাকে কাজে লাগানোর আবশ্যকতা, এটাকে নষ্ট বা অবহেলা না করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ হিসেবে অনেক দলীলাদি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ মুসতাদরাকে হাকেমে উল্লেখ করেছেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ‘পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো: বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকালকে, অসুস্থতার আগেই তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগেই তোমার সম্পদকে, ব্যস্ততার আগেই তোমার অবসরকে এবং মৃত্যুর আগেই তোমার জীবনকে’।[১] এখানে তিনি প্রথমেই যৌবনকাল উল্লেখ করেছেন এবং এই সময়টি কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন তা নষ্ট করা থেকে সতর্ক করার অভিপ্রায়ে।

এমনকি অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন তাকে তার পুরো জীবনকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং বিশেষভাবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

* কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. মুসতাদরাক হাকেম, ৪/৬০৩; ছহীহুল জামে‘, হা/১০৭৭।

‘ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় তার প্রতিপালকের নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় সে তা অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কী কাজে তা শেষ করেছে? তার ধনসম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা খরচ করেছে এবং সে যা জ্ঞান অর্জন করেছিল সেক্ষেত্রে সে কী আমল করেছে’।[২]

এখানে যৌবনকাল সম্পর্কে আলাদা করে প্রশ্ন করা হবে, যদিও এটি পুরো জীবনকালেরই একটি অংশ। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, যৌবনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। কাজেই যাকে তার পুরো জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাতে তার যৌবনকাল অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে যৌবনকালের গুরুত্ব ও ভয়াবহতার বিবেচনায় ক্বিয়ামতের দিন এই সম্পর্কে খাছ করে প্রশ্ন করা হবে।

আর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি জানেন যে, তাকে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তার জন্য আবশ্যক হলো উক্ত প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করা আর সেই জবাব যেন সঠিক হয়, যাতে সে মহান দিবসে মুক্তি পেতে পারে।

বর্তমান সময়ে যুবকদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। তাদের চিন্তাভাবনা, নীতি-নৈতিকতা এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রে কঠিনভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। সর্বদিক থেকে বিভিন্ন উপায়ে মন্দ যুবকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যা অতীতে কখনো ছিল না, সেগুলো যুবকদের মনন, নৈতিকতা ও আক্বীদা-বিশ্বাসে বিপদের কারণ হয়ে উঠছে।

কাজেই যুবক যদি নিজেকে শরীআতের লাগামে শৃঙ্খলিত না করে, আল্লাহর সাথে উত্তম সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সংরক্ষিত না করে, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা না রাখে, দ্বীনের ফরযসমূহ ও শরীআতের ওয়াজিবসমূহের ব্যাপারে যত্নবান না হয়, অকল্যাণকর বিষয় থেকে দূরে না থাকে; তবে নিশ্চয়ই তাকে ছোঁ মেরে তুলে নেওয়া হবে, সে সেটা অনুধাবন করুক বা না করুক।

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং পরিস্থিতি ভীষণ শঙ্কাজনক। কত ভয়ানক বিপর্যয়ই না আঘাত হেনেছে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, মানসিকতায়, নৈতিকতায় এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক যুবক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে! এই বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রয়োজন সুদৃঢ় সুরক্ষা, নিরলস প্রচেষ্টা এবং খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা। আর এসব অনিষ্ট থেকে একমাত্র ত্রাণকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। যেসব খারাবি যুবসমাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা মূলত দুটি ভয়াবহ দিককে কেন্দ্র করে কাজ করে— ১. শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির মোহ এবং ২. শুবুহাত বা সন্দেহের ফাঁদ।

শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির মোহ এর দিক থেকে বলতে গেলে, ভোগবিলাস ও অশান্তির পথপ্রদর্শকরা এ ক্ষেত্রে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের গভীর গহ্বরে এবং দুর্নীতির অন্ধকার প্রান্তরে প্রলুব্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ‘যারা কামনাসমূহের অনুসরণ করে তারা চায় যাতে তোমরা (সঠিক পথ থেকে) ভীষণভাবে বিচ্যুত হও’ *(আন-নিসা ৪/২৭)*।

অন্যদিকে সংশয় ও সন্দেহের মাধ্যমে ভ্রান্ত চিন্তা এবং ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির প্রবণতা তৈরি করা হয়, যার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক যুবক এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হয়ে নিজেকে এবং অন্যদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। অনেক যুবক এই এই ধরনের চিন্তা-দর্শনে নিপতিত হয়ে নানান অপরাধ ও ভয়ানক কাজ করে নিজেকে ও অন্যকে ধ্বংস করেছে। বড় বিপদের বিষয় হলো সে অজ্ঞানতাবশতা দ্বীনের দিকে এমন কিছুকে সম্পর্কিত করে, যা থেকে দ্বীন ইসলাম সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কিছু যুবকের মাঝে উভয়বিধ বিপদ একত্রিত হয়, ফলে সে প্রথমত মাদকাসক্ত হয়, চূড়ান্ত পরিণতিতে সে নিজেকে এবং নিরপরাধ অনেক মানুষকে নিয়ে সে চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়।

কাজেই আমরা যেন নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করি, এবং আমরা যেন তাঁকে এমন ব্যক্তির মতো পর্যবেক্ষণ করি, যিনি জানেন যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন ও তার কথা শুনছেন, আমরা যেন আমাদের আত্মার সংশোধনে কাজ করি, যুবক যেন আল্লাহর দ্বীন মেনে চলা, সঠিক পথে দৃঢ় থাকা এবং সকল প্রকার অবক্ষয় ও অকল্যাণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা প্রভৃতির মাধ্যমে তার যৌবন সংরক্ষণে ও এসব অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে। এজন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁর সাহায্য ও মদদ কামনা করে। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোনো রক্ষাকারী নেই।

হে তাওফীক্বপ্রাপ্ত যুবক! এই উপদেশগুলো তোমার প্রতি একজন হৃদয়বান ও আন্তরিক বন্ধুর পরামর্শ। যদি তুমি এগুলো মেনে চল, তবে তা তোমার মুক্তি ও সফলতার কারণ হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার জন্য সুখ বয়ে আনবে।

২. তিরমিযী, হা/২৪১৬।

হে যুবক! তোমার উচিত সর্বদা নিজের যৌবনকে রক্ষা করা এবং সব ধরনের অকল্যাণ ও অবক্ষয় থেকে দূরে থাকা। এজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর ওপর ভরসা করো এবং সব ধরনের খারাপ ও ক্ষতিকর কাজের পথ এড়িয়ে চলো এবং এই ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্ক থাকা জরুরী।

তোমার জন্য আরও জরুরী হলো ইসলামের ফরযগুলো ও ধর্মীয় দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করা, বিশেষ করে ছালাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেননা ছালাত তোমাকে খারাবি থেকে রক্ষা করবে এবং অন্যায় ও মিথ্যা থেকে দূরে রাখবে। ছালাত ভালো কাজের সহায়ক এবং প্রতিটি খারাপ ও মিথ্যা কাজ থেকে বিরত রাখে।

তোমার আবশ্যক হলো, জ্ঞানী ও শায়খদের নিকটবর্তী হওয়া, তাদের কথা শোনা, তাদের নির্দেশনা মেনে চলা, তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া এবং তোমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাদের পরামর্শ নেওয়া।

এছাড়াও তোমার ওপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তোমার ওপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা পালন করা। যেমন: শাসকের কথা শ্রবণ করা, তার আনুগত্য করা। কেননা এতে রয়েছে সুরক্ষা ও মুক্তি। পক্ষান্তরে নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আনুগত্য ত্যাগ করা বিপদ ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না।

হে যুবক! দিনরাতে আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষা করো। সকাল ও সন্ধ্যায়, ছালাতের পরে, ঘরে ঢোকার ও বের হওয়ার সময়, বাহনে চড়া প্রভৃতি কাজের সময় নির্ধারিত যিকিরগুলো পাঠ করো। কারণ আল্লাহর যিকির শয়তান থেকে রক্ষা করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখে।

তোমার উচিত প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করা, যাতে তোমার হৃদয় শান্তি পায়। কারণ আল্লাহর কিতাব হৃদয়কে শান্তি দেয় এবং এটি দুনিয়া ও আখেরাতে সুখের কারণ। আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’ *(আর-রা‘দ, ১৩/২৮)*।

হে যুবক! তোমার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর কাছে দু‘আ করা, যাতে তিনি তোমাকে সত্য ও সঠিক পথে দৃঢ় রাখেন এবং সব ধরনের অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কারণ দু‘আ দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি কল্যাণের চাবিকাঠি।

হে যুবক! তোমার উচিত ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা এবং মন্দ ও বিপথগামীদের থেকে দূরে থাকা। কারণ দুষ্টদের সঙ্গ সর্বনাশ ডেকে আনে।

হে যুবক! তোমার জন্য আবশ্যক হলো, বর্তমান যুগে এমন মাধ্যম বিশেষ করে ইন্টারনেট, যা যুবকদের জন্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকা, যাতে তোমার দ্বীন সুরক্ষিত থাকে এবং তুমি অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাক। কারণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা এক অমূল্য সম্পদ।

হে যুবক! তোমার সর্বদা মনে রাখা জরুরী যে, একদিন তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এবং তিনি তোমার যৌবন কীভাবে কাটিয়েছ তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ - فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ ‘তারা বলবে, নিশ্চয় আগে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন’ *(আত-তূর, ৫২/২৬-২৭)*।

আমি আল্লাহর কাছে দু‘আ করি যে, তিনি যেন তোমাকে তাঁর সৎ বান্দাদের মতো হেফাযত করেন- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য জিনিস
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল
- যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৪)

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি:

মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতকে স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝার জন্য তাঁর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরী। মহান সৃষ্টিকর্তার নাম ও গুণাবলি যেহেতু একটি অদৃশ্য বিষয়, সেহেতু এই বিষয়ক জ্ঞান মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। যুক্তিতর্ক দিয়েও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান দিয়েও কোনো মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়। অতএব, মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত তথ্য শুধু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে পাওয়া সম্ভব। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি। তিনি অনন্ত (Infinite) ও চিরন্তন (Eternal)। তিনি অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সাহায্যকারী লাগে না। তিনি সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র। তিনি সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র। তাঁর সন্তান বা পিতা নাই। তাঁর ঘুম, খাওয়া, বিশ্রাম কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। তিনি কোনো কিছুর সদৃশ নন। তিনি সত্তাগতভাবে আসমানের উপরে আরশে আযীমে সমুন্নত। তবে তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা সকল সৃষ্টিজীবকে ঘিরে রেখেছে। আসমান ও যমীনের প্রতি ইঞ্চিতে একমাত্র তাঁরই একচ্ছত্র রাজত্ব ও ক্ষমতা বিদ্যমান। সকল সৃষ্টিজীব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর অনুগত, তারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তাঁর দিকেই ফিরে যায়। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের চেয়ে বড়, শক্তিশালী ও মহান। তিনি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। সকল কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। তিনি সকল কিছু জানেন। এমনকি মানুষের অন্তরের খবরও জানেন। তিনি একই সাথে সকল সৃষ্টিজীবের কথা শুনেন। সকল সৃষ্টিজীবকে দেখেন। অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর চলা কালো পিঁপড়াকেও তিনি দেখতে পান। তিনি সকল কিছু অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। তাঁর নির্দিষ্ট সিস্টেম রয়েছে। যে সিস্টেমগুলোর মূল দায়িত্ব ফেরেশতারা পালন করে থাকেন। ফেরেশতারাই তাঁর সেনাবাহিনী। তিনি সরাসরি ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, সরাসরি নবীদের সাথেও কথা বলেছেন। তাঁর নূরের প্রভাবেই সমগ্র আসমান-যমীন, সূর্য, মহাবিশ্ব আলোকিত। তাঁর কাজে কোনো ভুলত্রুটি বা কমতি নাই। তাঁর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও প্রজ্ঞাময়। মহান আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তাই তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির জন্য তাঁর ইচ্ছা ও আদেশই যথেষ্ট। যেহেতু তাঁর জ্ঞান আছে, হিকমত আছে; সেহেতু তিনি ইচ্ছা করলে নির্ভুলভাবে ও সুচারুরূপে সৃষ্টি করতে পারেন। সৃষ্টিজীব যেহেতু দুর্বল, সেহেতু সে ভুল করতেই পারে। এইজন্য মহান আল্লাহ ক্ষমার ব্যবস্থা রেখেছেন। কেননা তিনি দয়ালু। তাঁর দয়ার কারণেই তিনি ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কারণে কাউকে ছেড়ে দেন এমন নয়। তিনি পূর্ণ ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমা করেন, এ জন্যই তিনি মহান। কল্যাণকর কাজ আল্লাহর নিকটে প্রিয়। আবার সেই কল্যাণের উত্তম প্রতিদান দেওয়াও আল্লাহর নিকট প্রিয়। অকল্যাণকর কাজ আল্লাহর নিকট অপ্রিয়, তবে তা ক্ষমা করা আল্লাহর নিকট প্রিয়। ন্যায়ের সাথে, হিকমতের সাথে সেই পাপের শাস্তি বাস্তবায়ন করাও আল্লাহর কাছে প্রিয়। আল্লাহ শাস্তি বাস্তবায়ন করলে তিনি সেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী আর শাস্তি বাস্তবায়ন না করলে তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

আল্লাহর প্রতিটি আদেশ কল্যাণকর। কেননা তিনি প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর প্রতিটি প্রতিদান হয় তাঁর ন্যায়পরায়ণতা অথবা তাঁর দয়ার মাধ্যমে। মানুষ জাহান্নামে গেলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার কারণে জাহান্নামে যাবে আর জান্নাতে গেলে আল্লাহর দয়ার কারণে জান্নাত যাবে।

তিনি শাস্তি প্রদান করতে পারেন, তবে শাস্তি প্রদানকারী তাঁর নাম নয়। যেমন- আল্লাহর নাম দয়ালু। কেননা তিনি সবসময় দয়া করতে থাকেন, কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা থাকলেও তিনি সবসময় এটি করেন না। একমাত্র যখন তাঁর হিকমত তাঁর ন্যায়পরায়ণতাকে আহ্বান করে, তখন ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে তিনি শাস্তি প্রয়োগ করেন। আর এজন্যই তিনি হাকীম। কখন কী করতে হবে, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। আর তিনি শাস্তি প্রয়োগ করলেও হুট করে প্রয়োগ করেন না; বরং প্রয়োগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেন, তারপর প্রেক্ষাপট স্বাভাবিক গতিতে সেই শাস্তির

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

দিকে পরিবেশকে নিয়ে যায়। এজন্যই তিনি লাতীফ তথা সবকিছুই অতি সূক্ষ্মভাবে করেন।

আল্লাহর ইচ্ছার গুণ হচ্ছে তিনি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, সহজতার ইচ্ছা করেন, তওবা কবুলের ইচ্ছা করেন। আল্লাহর কথার গুণ হচ্ছে তিনি সত্য বলেন। তাঁর কাজের গুণ হচ্ছে তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ভালোবাসার গুণ হচ্ছে তিনি স্বাভাবিকতা ভালোবাসেন; প্রেম করেন না, ঝুঁকে পড়েন না।

আল্লাহর সকল গুণ প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর আদেশ কখনো অযৌক্তিক হবে না, অসামাজিক হবে না, মানুষের জন্য ক্ষতিকর হবে না। তাঁর প্রতিটি আদেশ মানুষের জন্য কল্যাণকর আর তাঁর প্রতিটি নিষেধ মানুষের জন্য অকল্যাণকর।

মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই, বরং মানুষেরই প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের অধীন কর্মচারীকে মানুষ তার আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য করে, কেননা তার আদেশ ও নিষেধের সাথে তার প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড, সুনাম, সুখ্যাতি ও ইনকামের সম্পর্ক রয়েছে তথা স্বার্থ রয়েছে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর কোনো আদেশ ও নিষেধে মহান আল্লাহর কোনো স্বার্থ নাই, স্বার্থ রয়েছে শুধু মানুষেরই তথা মানুষেরই কল্যাণ ও মানুষেরই অকল্যাণ যুক্ত রয়েছে।

আর মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে সৃষ্টিকর্তার মহৎ গুণ স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে। যেমন- মানুষ দুনিয়াতে কোনো ভালো খেলোয়াড়, ভালো গায়ক, ভালো লেখক, ভালো আলেম অথবা সুন্দর চেহারার কোনো মানুষকে ভালোবাসে, তার কথা শুনতে চায়, মানতে চায়। এটিই মানুষের সহজাত স্বভাব। সেই জায়গায় কোনো মানুষ যদি মহাসৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর মহৎ গুণগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও অর্জন করে, মহান আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ন্যূনতমও চিন্তা করে; তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার মাথা নত হয়ে আসবে, সে আল্লাহকে ভালোবেসে ফেলবে, আল্লাহর দিকে তার ফিরে যেতে মন চাইবে।

মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে আরও একটি বিষয় মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে আর সেটি হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও রহমত। কীভাবে প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহর দয়া মানুষকে ঘিরে আছে সেটি যদি ন্যূনতমও মানুষের অনুভূতিতে কাজ করে, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই মহান আল্লাহর ইবাদত করবে।

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি:

১. আল্লাহর নামগুলো শুধু নাম নয়, বরং গভীর অর্থপূর্ণ। নামগুলো যেমন আল্লাহর সত্তার প্রমাণ বহন করে, তেমনি সেগুলোর অর্থ আল্লাহর গুণেরও প্রমাণ বহন করে।

২. আল্লাহর গুণগুলো সর্বোচ্চ ও সুন্দর। আল্লাহ তাঁর নামের ক্ষেত্রে ‘হুসনা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। হুসনা অর্থ শুধু সুন্দর নয়, বরং সর্বোচ্চ সুন্দর তথা প্রত্যেকটা নাম যে অর্থ প্রমাণ বহন করে সেই অর্থের সর্বোচ্চ স্তরে মহান আল্লাহর গুণ। মানুষের গুণের সাথে তাঁর গুণের কোনো তুলনা হয় না। মানুষের গুণ তার কাজ থেকে নির্গত আর আল্লাহর সকল কাজ তাঁর গুণ থেকে নির্গত। এজন্য আল্লাহর কাজগুলো পূর্ণ, সূক্ষ্ম ও নির্ভুল। কেননা তাঁর গুণগুলো মহৎ ও উঁচুমানের। কল্যাণের যে গুণগুলো মহান আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য এই জাতীয় গুণের চেয়ে অনেক উঁচু। যেমন- আলীম (عليم) ও খবীর (خبير), এই দুটি গুণ ফক্বীহ (فقيه) ও আলেম (عالم) হওয়ার চেয়ে উঁচু। কারীম (كريم) ও জাওয়াদ (جواد), এই দুটি গুণ সাখী (سخي) ও মুতাছাদ্দিক্ব (متصدق) হওয়ার চেয়ে উঁচু। খালেক (خالق), বারী (باري) ও মুছাব্বির (مصور) এই গুণগুলো ফায়েল (فاعل) ও ছানি‘ (صانع) হওয়ার চেয়ে উঁচু।

৩. আল্লাহর নামগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু নাম মহান আল্লাহর সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, আবার কিছু নাম সৃষ্টি পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। যা মহান আল্লাহর সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তা দুটি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে— নামটি আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হয় এবং নামটির অর্থপূর্ণ গুণটিও আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হয়। যেমন- আল্লাহর নাম ‘আল-হাইয়্যু’ তথা চিরঞ্জীব। এই নামটির অর্থ আল্লাহর সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। নামটি যেমন আল্লাহর জন্য প্রমাণিত, তেমনি নামের অর্থপূর্ণ গুণটিও আল্লাহর জন্য প্রমাণিত তথা মহান আল্লাহ কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।

আর যদি নামের অর্থের প্রভাব সৃষ্টি পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়— নামটি আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হয়, নামটির অর্থপূর্ণ গুণটিও আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হয় এবং সেই গুণের প্রভাব বা ফলাফল সৃষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেমন- ‘আর-রহীম’ (পরম দয়ালু), এটি আল্লাহর একটি প্রমাণিত নাম। ‘আর-রহীম’ নামের মাধ্যমে বুঝা যায়, আল্লাহর মধ্যে রহমতের গুণ রয়েছে। আর

রহমতের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর দয়া করেন, মাফ করেন, রহমত বর্ষণ করেন ইত্যাদি।

৪. আল্লাহর নামগুলো তাঁর গুণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থেরও প্রমাণ বহন করে। যেমন- আল্লাহর নাম আল-খালেক তথা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারেন। এই নামটি আরও কয়েকটি অর্থের প্রমাণ বহন করে। যেমন- জ্ঞান ছাড়া যেমন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, ক্ষমতা ছাড়াও তেমনি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর 'সৃষ্টিকর্তা' নাম তাঁর জ্ঞানী ও শক্তিশালী হওয়ারও প্রমাণ বহন করে।

৫. আল্লাহর নামগুলো শুধু অহী দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। এখানে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার কোনো সুযোগ নাই। এটা যুক্তিতর্ক দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় তথা আল্লাহর নাম হতে হলে কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে তা থাকতে হবে। যা কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে নাই, তা আল্লাহর নাম নয়।

৬. আল্লাহর নাম অগণিত ও অসংখ্য। শুধু ৯৯টি নয়। ৯৯টি মূলত আমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. আল্লাহর এমনও গুণাবলি রয়েছে, যে গুণাবলি দিয়ে আল্লাহর কোনো নাম নাই। যেমন- মহান আল্লাহ হাসেন, রাগ করেন, নেমে আসেন এগুলো মহান আল্লাহর প্রমাণিত গুণ। তবে এগুলো দিয়ে শরীআতে আল্লাহকে নামকরণ করা হয়নি। যেমন- আল্লাহ রাগকারী বা আগমনকারী এই ধরনের কোনো নাম আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়।

৮. কিছু গুণ বিপরীতার্থক জবাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহর নাম উদ্দেশ্য নয়। যেমন- কেউ যদি ঠাট্টা করে, তাহলে আল্লাহও ঠাট্টা করতে পারেন। কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে, তাহলে আল্লাহও ষড়যন্ত্র করতে পারেন। এগুলোর অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহর নাম হবে ষড়যন্ত্রকারী বা ঠাট্টাকারী। বরং এই কাজগুলো বিভিন্ন কথার উত্তরে শত্রুদের বিপরীতে মহান আল্লাহরও করার সক্ষমতা আছে সেটি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দুই ধরনের হয়ে থাকে। ভালো গুণ সাব্যস্ত করার নাম এবং দুর্বলতার গুণ থেকে পবিত্রকারী নাম। ভালো গুণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ নিজের জন্য জীবিত থাকা, কথা বলা এগুলো সাব্যস্ত করেছেন। আবার দুর্বলতার গুণ থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ নিজেকে সন্তান গ্রহণ, তন্দ্রা, ক্লান্তি, মৃত্যু ইত্যাদি থেকে পবিত্র করেছেন। আর দুর্বলতার গুণগুলোর ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে শুধু দুর্বলতা থেকে আল্লাহকে পবিত্র করলেই হবে না, বরং তার বিপরীত ভালো গুণকে মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। যেমন- মহান আল্লাহকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না, এর বিপরীত ভালো গুণ হচ্ছে মহান আল্লাহ সবসময় সজাগ থাকেন। আল্লাহ কারও উপর যুলম করেন না, এর বিপরীত গুণ হচ্ছে তিনি সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ।

১০. ভালো গুণ সাব্যস্তকরণের গুণাবলি সংখ্যায় বেশি আর দুর্বলতা থেকে পবিত্রকারী গুণাবলি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আর এই ধরনের দুর্বলতা থেকে পবিত্র করার গুণগুলো বিশেষ কিছু কারণে বর্ণিত হয়েছে, যেমন- আল্লাহর পরিপূর্ণতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ 'তাঁর মতো কিছুই নেই' *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ 'তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই' *(আল-ইখলাছ, ১১২/৪)*। আল্লাহর পরিপূর্ণতা বুঝানোর জন্য এই পবিত্রকরণের প্রয়োজন ছিল।

কখনো মিথ্যুকদের ভুল দাবিকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- কিছু মানুষ মনে করে আল্লাহর সন্তান রয়েছে, তাই পবিত্রকরণের লক্ষ্যে মহান আল্লাহর গুণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আল্লাহর কোনো সন্তান নেই'। কারো মনে হতে পারে যে, আল্লাহর কাজে কোনো ঘাটতি আছে কি-না সেই ভুল ধারণা দূর করতে বলা হয়েছে, ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ 'আমাদেরকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বাফ, ৫০/৩৮)*।

১১. আল্লাহর কিছু গুণ তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কিত আর কিছু গুণ তাঁর কর্মের সাথে সম্পর্কিত। যেগুলো মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো তাঁর চিরন্তন ও চিরস্থায়ী গুণ আর যেগুলো তাঁর কর্মের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো তিনি সবসময় করেন এমন নয়; বরং তাঁর হিকমত, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞান যখন যে কাজটিকে উপযুক্ত মনে করে, তখন তিনি সে কাজটি করেন।

১২. আল্লাহর গুণ সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। আল্লাহ গুণের ধরন বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি মনে করে আল্লাহর কোনো গুণ যেমন- শ্রবণ, দৃষ্টি ইত্যাদি তাঁর সৃষ্টিজগতের গুণাবলির মতো, তবে এটি একটি মারাত্মক ভুল। কারণ এটি কুরআন ও স্বাভাবিক যুক্তিবিরোধী কথা। স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সৃষ্টিজগতের একটি জিনিসের সাথে আরেকটির কোনো মিল নাই। যেমন- হাতির সাথে পিঁপড়ার কোনো মিল নাই, আকাশের সাথে যমীনের কোনো মিল নাই,

সেখানে কীভাবে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে? আমরা সকলেই জানি, প্রতিটি সৃষ্টির বিভিন্ন দুর্বলতা আছে। হাতির হাত দিয়ে হাতি মানুষের মতো কাজ করতে পারে না, আবার মানুষ তার হাত দিয়ে নিজের পিঠটাই ভালোভাবে চুলকাতে পারে না। সেখানে কীভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার হাতকে তাঁর দুর্বল সৃষ্টির সাথে মিলানো হবে?

আল্লাহর গুণাবলিকে যেমন সৃষ্টিজীবের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি সেগুলোর ধরন সম্পর্কে মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো কথাও বলা যাবে না। যেমন- 'আল্লাহ আরশে এইভাবে এইভাবে আছেন' অথবা 'আল্লাহর শোনা বা দেখা মানে এমন এমন...' এভাবে আল্লাহর গুণের ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ 'তারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করতে পারবে না' *(ত্ব-হা, ২০/১১০)*। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 'যার ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে যেয়ো না' *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

আর যুক্তির বিচারে যেহেতু আমরা আল্লাহর সত্তা কেমন সেটাই জানি না, তাহলে তো তাঁর গুণাবলি কেমন হবে তা জানার প্রশ্নই আসে না। যেহেতু আল্লাহর সত্তা অদৃশ্য, সেহেতু তাঁর নাম ও গুণ সম্পর্কে ততটুকুই জানা সম্ভব, যতটুকু মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানাবেন।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-কে একবার আরশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, اَلِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ অর্থাৎ আরশে আরোহণ (استواء) বুঝা যায়, এটি অজানা নয়; কিন্তু কীভাবে তা হয়েছে তা বুঝা যায় না। এ ব্যাপারে ঈমান আনা ফরয আর এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদআত।[১]

১৩. ছিফাতের আয়াতগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থের উপরেই রেখে দিতে হবে। প্রকাশ্য অর্থ সেটাই, যেটা আয়াত পড়তে পড়তে একজন আরবীভাষী মানুষের বুঝে আসে। আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন মানুষ বাক্য শোনামাত্রই ওই বাক্য থেকে যা বুঝেন, সেটিই প্রকাশ্য অর্থ। আল্লাহর গুণের ধরন জানা যায় না তার অর্থ এই নয় যে, অর্থও জানা যায় না। একদল লোক আছে যারা বলে, কুরআনে উল্লেখকৃত আল্লাহর গুণের অর্থও আমরা জানি না, এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ। যদি অর্থই জানা সম্ভব না হয়, তাহলে কুরআনের আয়াতগুলো শুধু শব্দ হিসেবেই থেকে যাবে। আর এটি কুরআনের জন্য ও মহান আল্লাহর জন্য অবমাননাকর! কুরআনের হাজারো আয়াত অর্থহীন হওয়ার মাধ্যমে তা উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাবে আর মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যহীন কোনো কথা বলেন না। মহান আল্লাহ কুরআনকে মানুষের জন্য বোধগম্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতএব, বোধগম্য কুরআনের আয়াত অর্থহীন হতে পারে না। মহান আল্লাহর প্রতিটি গুণের অর্থ রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ নিজে সেই অর্থের কোনো ব্যাখ্যা করেননি, তাই আমরাও কোনো ধরন বর্ণনা বা সাদৃশ্য দেওয়া অথবা দূরবর্তী ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকব।

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতের শেষে মহান আল্লাহর গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখকৃত মহান আল্লাহর গুণাবলির সাথে সেই আয়াতের প্রেক্ষাপটের গভীর সম্পর্ক থাকে। মহান আল্লাহ আয়াতে যা বলেন, সেটির দলীল হিসেবে তাঁর গুণের কথা উল্লেখ করে থাকেন। যেমন- শাস্তির কথা বললে 'আল-আযীয' বলবেন, যা প্রমাণ করে তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম। ক্ষমার কথা বললে 'আর-রহীম' বলেন, যা প্রমাণ করে তিনি দয়ালু, তাই অবশ্যই ক্ষমা করবেন। অতএব, কুরআনের প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে মহান আল্লাহর গুণগুলো অর্থবহ এবং বাহ্যিক অর্থনির্ভর।

আমরা কি আল্লাহর চেয়ে আল্লাহকে বেশি চিনি? নিশ্চয়ই না। আল্লাহ নিজেকে নিয়ে যেমন বলেছেন, তা কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য। আল্লাহর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল কথা কেউ বলতে পারে? না। তাহলে কেন মনে করব, আল্লাহ এমনভাবে কথা বলেছেন, যা মানুষের বোধগম্য নয়? তাও হাজারো আয়াতে। আল্লাহ তো তাঁর গুণাবলি এমন ভাষায় বলেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। তাহলে তুমি তা বিকৃত করে অন্য অর্থ নির্ধারণ করবে কেন?

তুমি কি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি আল্লাহ সম্পর্কে জানো? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি সত্য বলতেন না? তিনি কি সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টভাষী ছিলেন না? তিনি কি উম্মতের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী ছিলেন না? তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, তা মেনে নেওয়া উচিত আর তা বিকৃত করা অনুচিত।

আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী যদি ঈমানের মূল বিষয় ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানুষ কীভাবে নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নির্ধারণ করবে? তা হবে অত্যন্ত হাস্যকর!

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

১. মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাছাবীহ, 'কিতাবুল লিবাছ' ৭/২৭৭৯।

সতীত্বের সুরক্ষা ও অপবাদ রটানোর প্রতিকূলতা

*-হাফেয শাকিরুল ইসলাম**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'নিশ্চয় যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না' *(আন-নূর, ২৪/১৯)*। এই আয়াত নাযিল হয় 'ইফক' বা অপবাদ রটনার এক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে। নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে মুনাফেক্ব ও গুজব রটনাকারী কিছু লোক মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। সেই সময় দীর্ঘ ১০ আয়াত নাযিল হয় *(আন-নূর, ২৪/১১-২০)*, যা অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে নাযিল হয় এবং আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর সতীত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপবাদ রটনা বা গুজব ছড়ানো শুধু একটি সামাজিক অপরাধ নয়, বরং তা একটি আধ্যাত্মিক ব্যাধিও বটে। কারণ এটি মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে। এই অপরাধের ভয়াবহতা এতটাই মারাত্মক যে, আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান হিসেবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। হাদীছে এসেছে, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে, তা-ই (যাচাইবিহীন) বলে বেড়াবে'।[১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান (বিনষ্ট করা) হারাম'।[২]

উক্ত হাদীছগুলো সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। ইসলাম সম্মানিত জীবনের প্রতি যে গুরুত্ব দেয়, তা আধুনিক মানবাধিকার ঘোষণার আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল।

ইসলামের চেতনা অনুযায়ী, অপরের চরিত্রের কুৎসা রটানো এক প্রকার নৈতিক সন্ত্রাস। মানুষ যখন নির্দোষ হয়েও সামাজিক অপবাদের শিকার হয়, তখন তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ে এবং সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব মস্তিষ্ক অপমান ও সামাজিক অপবাদকে শারীরিক আঘাতের মতোই গ্রহণ করে (Lieberman & Eisenberger, UCLA Neuroscience Study, 2003)। অর্থাৎ একে অদৃশ্য, অথচ মারাত্মক আঘাত হিসেবে ধরা হয়।

কুরআন এইসব মানসিক বিষবাষ্প থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ করে ঘোষণা করেছে, ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ 'যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?' *(আন-নূর, ২৪/১২)*। এই আয়াতে মানুষকে শেখানো হয়েছে, কোনো কিছু শোনামাত্র বিশ্বাস করা যাবে না; বরং সত্য যাচাই করতে হবে। আজকের মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যেখানে প্রতি মুহূর্তে অসত্য তথ্য ভাইরাল হয়, সেখানে এই নীতি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আজকের সমাজে একটি মেয়ের কোনো ছবি বা ভিডিও এডিট করে মিথ্যা রটানো যায় এবং এর মাধ্যমে তার জীবন ধ্বংস করে দেওয়া যায়। ইসলাম এই কাজকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।

অপবাদ রটনার সামাজিক অভিঘাত ও নৈতিক পতন:

অপবাদ ছড়ানো শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং পুরো সমাজের আত্মিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে। কুরআনে বারবার সতর্ক করা হয়েছে, অশ্লীলতা ও অপবাদ ছড়ানো সমাজে ফেতনা ও অস্থিরতা তৈরি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ 'ফেতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯১)*।

মানবসমাজে সম্মান ও বিশ্বাসই পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। যখন গুজব, অপবাদ ও চরিত্র হননের কৌশল ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাজে শঙ্কা, সন্দেহ, হিংসা ও বিচ্ছিন্নতা জন্ম নেয়। এমন সমাজে কেউ নিরাপদ নয়।

মানব আচরণ নিয়ে গবেষণাকারী মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ফিলিপ জিমবার্ডো বলেন, Dehumanizing someone through slander deactivates empathy and encourages cruelty অর্থাৎ অপবাদ মানুষকে নির্দয় ও নির্মম করে তোলে, কারণ তা সহমর্মিতা নষ্ট করে দেয়। এই

* বিএসসি (অনার্স), প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪।

মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় দীর্ঘমেয়াদে একটি সমাজকে হিংস্র ও আত্মঘাতী করে তোলে।[৩]

ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায়, কীভাবে একটিমাত্র অপবাদ সমাজের স্থিতি ও ঈমানী পরিবেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে'।[৪]

এমনকি আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বলে, In collectivistic cultures, reputational damage can lead to significant psychological distress, including depression and anxiety, due to the high value placed on social harmony and group cohesion'. 'সমষ্টিবাদী (collectivistic) সংস্কৃতিতে বসবাসকারী ব্যক্তিরা সামাজিক সম্মান ও গোষ্ঠীর সংহতির উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন। ফলে যদি কারও সামাজিক সুনাম ক্ষুণ্ন হয়, তবে তা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও আত্মসম্মানবোধ হ্রাস। এই প্রভাবগুলো দীর্ঘমেয়াদে ব্যক্তি ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে'।[৫]

অর্থাৎ সমাজ যখন সম্মানভিত্তিক হয়, তখন অপবাদ একটি অস্ত্র হয়ে ওঠে, যা আত্মহত্যা, বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক নিঃসঙ্গতা বাড়ায়।

সাস্কিয়া উইরিঙ্গার (Saskia Wieringa) তার ২০১১ সালের প্রবন্ধ 'Sexual Slander and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations' (Journal of Contemporary Asia–তে প্রকাশিত)–এ ব্যাখ্যা করেন কীভাবে Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) নামক নারীবাদী সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌন অপবাদ ছড়িয়ে তাদের সামাজিকভাবে নিঃশেষ করার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিনি দেখান যে, এই ধরনের অপবাদ নারীদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আরো এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিথ্যা অভিযোগের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)-এর লক্ষণ দেখতে পারেন, যেমন- অবসাদ, নিদ্রাহীনতা, আত্মঘাতী চিন্তা ইত্যাদি।

আরেক গবেষণায় বলা হয়েছে, অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি সমাজে অপমান ও অবজ্ঞার শিকার হন, যা তাদের মানসিকভাবে ধ্বংস করে দেয়।

প্রযুক্তির যুগে অপবাদ রটনার নতুন রূপ ও ইসলামী প্রতিরোধ পন্থা:

প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে তথ্যের আদান-প্রদান যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি অপবাদের মতো নৈতিক অবক্ষয়ের উপাদানগুলোও ভয়ানক রূপ নিয়েছে। যেই সমাজ একসময় অপবাদ ছড়াতে গুজব বা চিঠির ওপর নির্ভর করত, সেই সমাজ আজ এক ক্লিকেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মান-সম্মান ধ্বংস করে দিতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে অপবাদের ভাষা হয়েছে চিত্র, শব্দ, স্ক্রিনশট, এডিটেড ভিডিও, ক্লিকবেইট টাইটেল এবং মিথ্যা আখ্যানে মোড়ানো রিলস।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, টিকটক) এসব প্ল্যাটফর্ম আমাদের সমাজকে এক ধরনের 'ডিজিটাল গসিপ কালচার'-এর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মস্তিষ্ক নেতিবাচক তথ্যকে ইতিবাচকের চেয়ে গড়ে ৬ গুণ বেশি গুরুত্ব দেয়।[৬] এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে কাজে লাগিয়েই মিথ্যা প্রচারণাকারীরা মানুষের চরিত্র হনন করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে।

ড্যানিয়েল কানেমান তাঁর 'Thinking, Fast and Slow' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন, মানুষ সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, যা প্রায়শই প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ঘটে। সামাজিক মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর ক্যাপশন বা ভিডিও ক্লিপ দেখে মানুষ মুহূর্তেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, কারণ তারা 'What you see is all there is (WYSIATI)' নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অপবাদ যে কেবল মানসিক আঘাত দেয় তা নয়; বরং এটি মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক আস্থা ও নৈতিক শৃঙ্খলার মৃত্যু ঘটায়। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) রিপোর্ট করেছে, সামাজিক মিডিয়ায় সাইবার বুলিং এবং নেতিবাচক মন্তব্য তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

আধুনিক চিন্তাবিদ Noam Chomsky বলেন, Controlling the narrative is the new form of warfare. এই 'narrative war'-এ অনেক মুসলিম ব্যক্তি, মুসলিম স্কলার

৩. Stanford Prison Experiment, 1971.

৪. তাফসীর ইবনু কাছীর, আন-নূর, ২৪/১১-১৯-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৫. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4297733/

৬. Baumeister et al., 2001, 'Bad is Stronger Than Good', Review of General Psychology.

ও ধার্মিক নারীরা নিছক ঈর্ষা, দ্বেষ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বলি হচ্ছেন। অথচ ইসলাম তার প্রতিটি অনুসারীকে শিক্ষা দেয়, যাচাই করো, সত্য জানো, তারপর মত প্রকাশ করো।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ 'যদি কোনো ফাসেক্ব ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা যাচাই করো...' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)*। এই একটি আয়াত আজকের ডিজিটাল যুগে মুসলিমদের তথ্য আদান-প্রদানে এক বৈপ্লবিক নীতিমালা হতে পারত, যদি আমরা তা অনুসরণ করতাম।

শুধু ইসলাম নয়, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসও 'ত্রি-স্তরীয় সত্য পরীক্ষার' কথা বলতেন— (১) এটা কি সত্য?, (২) এটা কি ভালো? এবং (৩) এটা কি প্রয়োজনীয়?

এই তিনটি প্রশ্ন যদি আমরা প্রতিটি পোস্ট, রিলস বা কমেন্ট করার আগে নিজেদের কাছে করি, তবে ডিজিটাল অপবাদ প্রবাহ অনেকটা কমে যাবে।

ইসলামী শিষ্টাচার শুধু মুখের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং কিবোর্ড, ফোন ও ক্যামেরার জন্যও প্রযোজ্য। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন কল্যাণের কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৭]

অপবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও সামাজিক জবাবদিহিতা:

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তির সম্মান, সতীত্ব এবং মর্যাদাকে রক্ষা করা ফরয পর্যায়ের দায়িত্ব বলে অভিহিত করেছে। অপবাদ রটনাকে শুধু নৈতিক অপরাধ নয়, বরং ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। কুরআন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 'আর যারা সতী নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তা প্রমাণে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদেরকে ৮০ বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করো না। তারা তো ফাসেক্ব' *(আন-নূর, ২৪/৪)*। এই আয়াতে তিনটি দণ্ডনীয় শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে— ১. শারীরিক শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত), ২. আইনী অযোগ্যতা (সাক্ষ্য গ্রহণ না করা) এবং ৩. নৈতিক কলঙ্ক (ফাসেক্ব আখ্যা)।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৩৬।

এই বিধান সমাজে অপবাদ রটনার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ দেয়াল তৈরি করে। একজন ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন সম্পর্কে এমন কিছু বলে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে রদগাতুল খাবাল-এ স্থায়ী করবেন, যতক্ষণ না সে তার কথা থেকে ফিরে আসে'।[৮] এই হাদীছে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। 'রদগাতুল খাবাল' হলো জাহান্নামের এমন একটি স্থান, যেখানে জাহান্নামবাসীদের পুঁজ ও রক্ত জমা হয়।

সামাজিক জবাবদিহিতাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মুসলিমের উচিত কোনো গুজব শোনামাত্রই তা যাচাই না করে ছড়িয়ে না দেওয়া। একজন মুসলিমের প্রথম দায়িত্ব হলো অপবাদ রটনা ও গুজবের উৎস থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং সতীত্ব রক্ষা করা।

যে সমাজ ইসলামকে শুধু ছালাত ও ছিয়ামে সীমাবদ্ধ রাখে; অথচ মানুষের ইযযত নষ্ট করে আনন্দ পায়, সে সমাজ এক ভয়ংকর আত্মবিধ্বংসী পথে চলছে। অপবাদ রটনাকে ঠেকাতে হলে কেবল আইন দিয়ে নয়; বরং চেতনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আদর্শ দিয়েই আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একজন প্রকৃত মুসলিম তখনই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়, যখন সে তার হৃদয়, মুখ ও বর্তমান যুগে 'কিবোর্ড'-কে আল্লাহভীতির ছায়ায় রাখে। অপবাদ রোধে দরকার সচেতনতা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং নৈতিক শুদ্ধতার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা এমন কথা বলে; যা সে যাচাই-বাছাই করে না, সে এর কারণে জাহান্নামে পূর্বের দূরত্বের চেয়েও বেশি গভীরে পৌঁছবে'।[৯]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাবতীয় কুৎসা রটনা এবং মুসলিম ভাই-বোনের সম্মানহানি হয় এমন কাজ করা থেকে যোজন যোজন দূরে থেকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও ইলাহী আলোয় উদ্ভাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৮. আবূ দাঊদ, হা/৩৫৯৭; মিশকাত, হা/৩৬১১।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৮।

তীব্র গরম: শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ

*[২১ ছফর, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১৫ আগস্ট, ২০২৫ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. বান্দার ইবনু আব্দুল আযীয বালীলাহ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন, এছাড়াও যিনি সৃষ্টির জীবিকা ও আয়ু নির্ধারণ করেছেন। আমরা একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি মহাবিশ্বকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন, এতে নদী প্রবাহিত করেছেন, এর যমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং সাগর-সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা, তাঁর নির্বাচিত নবী ও মহান রাসূল। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এছাড়াও তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের ওপর, তাঁর সৎ ছাহাবীদের ওপর এবং তাদের পরবর্তী তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনের উপর রহমত বর্ষিত হোক, যারা শেষ রাত পর্যন্ত সৎকর্মে লিপ্ত থাকেন।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। অতএব, আপনারা তাক্বওয়া অবলম্বন করুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর দয়া করুন।

আপনারা জেনে রাখুন! এই মহাবিশ্বে কোনো কিছুই আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ, তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার বাইরে ঘটে না। রাত ও দিন, বাতাস ও বর্ষা, শীত ও তাপ, পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তি এই সবকিছুই এমন বাস্তবতা যা একজন ঈমানদারের কাছে নিশ্চিত করে যে, এই পৃথিবী স্থায়ী আবাসস্থল নয়। এ সবই আল্লাহর সৃষ্টিজগতের নিদর্শন, যা তাঁর মহান শক্তি, ক্ষমতা, বিস্তৃত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম ইচ্ছা ও রহমতের ইঙ্গিত বহন করে। আর সবকিছুই তাঁর কাছে নির্ধারিত পরিমাণে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন আছে। যারা আল্লাহকে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও যমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করো' *(আলে ইমরান, ৩/১৯০-১৯১)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমাদের মধ্যে কে আছে, যে গ্রীষ্মের তাপে কষ্ট পায়নি? আমাদের মধ্যে কে আছে, যার মুখমণ্ডল সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হয়নি? আমরা কমবেশি সবাই এর ভুক্তভোগী। এই প্রখর দাবদাহ গ্রীষ্মকালের উপদেশদাতা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্বিয়ামতের দিনের তাপ এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। অবশেষে তা মানুষের এক মাইলের দূরত্বের মাঝে চলে আসবে'। বর্ণনাকারী সুলায়ম ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, 'মাইল' শব্দ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, যমিনের দূরত্ব নাকি ঐ শলাকা যা চোখে সুরমা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে। তাদের কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হবে, কেউ হাঁটু পর্যন্ত ঘামের মধ্যে থাকবে, কেউ কোমর পর্যন্ত আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।[১]

হে মুসলিমগণ! তাপের তীব্রতা হলো সেই নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে ভয় প্রদর্শন ও স্মরণ করানোর জন্য পাঠান। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিদর্শনসমূহ পাঠাই' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৫৯)*।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন গরম বৃদ্ধি পায়, তখন তোমরা তা কমে এলে (যোহরের) ছালাত আদায় করো। কেননা গরমের তীব্রতা

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৪।

জাহান্নামের উত্তাপের অংশ'। তারপর তিনি বলেন, 'জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে এ বলে নালিশ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আরেক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুটি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দুটি হলো তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব কর তাই'।[২]

অতএব, হে ঈমানদারগণ! সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই দুনিয়ার উত্তাপের মধ্যে আখেরাতের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে এবং নির্জনে ধৈর্যের সাথে ইবাদতে লিপ্ত থাকে, যাতে সে অন্তরের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশের দিনে স্থায়ী জান্নাত লাভে তৃপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন করা আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন'।[৩] আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, একদিন প্রচণ্ড গরমে ছিয়াম রাখো পুনরুত্থান দিবসের তীব্র গরমের কথা স্মরণ করে। আর রাতের অন্ধকারে দুই রাকআত ছালাত পড়ো কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ করে।[৪]

জেনে রাখুন! ঈমানদারের উপর যে কষ্ট, দুঃখ-ক্লেশ, দুরবস্থা ও ক্লান্তি নেমে আসে, তার সবই লিখিত ও নথিভুক্ত রয়েছে সেই রবের নিকটে, যার কাছে কোনো নেক আমল নষ্ট হয় না, ইবাদত হারিয়ে যায় না; বরং তাঁর নিকটে সবই সংরক্ষিত থাকে। এই নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়, ছওয়াবগুলো বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মর্যাদার স্তর উঁচু করা হয়। আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'কোনো ঈমানদার ব্যক্তির নিকটে এমন কোনো ব্যথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে না, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত, যার প্রতিদানে তার কোনো গুনাহ ক্ষমা করা হয় না'।[৫]

আমলকারীর নিয়্যত, একনিষ্ঠতা, দৃঢ়তা ও ধৈর্যশীলতার উপর ভিত্তি করে আমলসমূহের প্রতিদান বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয় এবং আমলনামার পাল্লা ভারী হয়। ইবনুল আছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমলে ছালেহ ও অপ্রিয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহতিসাব বা ছওয়াবের প্রত্যাশা করার অর্থ হলো আল্লাহর নিকট থেকে ছওয়াব অর্জনের জন্য আগ্রহভরে কোনো কাজে এগিয়ে যাওয়া এবং তা ধৈর্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জন করা।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের সাধ্যের মধ্যে আমল নির্ধারণ করেছেন, তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো আমল নির্ধারণ করেননি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন গরম বেড়ে যায়, তখন তোমরা তা কমে এলে (যোহরের) ছালাত আদায় করো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ'।[৬]

ছালাতকে বিলম্ব করে আদায় করার অর্থ হলো ছালাতকে তীব্র দুপুরের গরম হালকা হলে সময়ের শেষভাগে আদায় করা, তবে অবশ্যই তা পরবর্তী ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই হতে হবে। এ নিয়মের সঙ্গে মিল আছে এমন অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য, শরীআতে সেসব ইবাদত দেরি করে আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কারো ওপর যদি রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকে অথবা কাফফারার ছিয়াম কিংবা অনুরূপ কিছু থাকে, তাহলে তার জন্য বৈধ যে, যদি গরমে ছিয়াম আদায় করা কষ্টকর মনে হয়, তাহলে সে তা বিলম্ব করে শীতের দিনে রাখবে। এর প্রমাণ হলো আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বর্ণনা করেন, আমার ওপর রামাযানের যে ক্বাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না।[৭] তবে বিলম্ব ছাড়া দ্রুত আদায় করা উত্তম।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৭।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।
৪. আবূ নুআইম স্বীয় 'আল-হিলইয়া' কিতাবে উল্লেখ করেছেন; ইবনু হাজম, লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ৩২৩।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৩।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সকল অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, যিনি ছায়া, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র আর গ্রীষ্মের বিশ্রামস্থল ইত্যাদি উপায়-উপকরণ সহজ করার মাধ্যমে আপনাদের জন্য গরমের তীব্র দাবদাহের কষ্ট লাঘব করেছেন। অতএব, আপনারা গরীব ও অসহায় ভাইদের খোঁজখবর নিন এবং নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ওপর গরম ও সূর্যের তীব্র দাবদাহ থেকে সাধ্যমত হেফাযত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এক্ষেত্রে আপনি এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে ঠান্ডা পানি পান করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এটি হচ্ছে সর্বোত্তম ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। যেমনটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন।

আর আপনারা আপনাদের সেসব দ্বীনী ভাইদের কথা স্মরণ করুন, যারা প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং এর কারণে তাদের প্রাণহানি, সম্পদ ও ফল-ফলাদির ঘাটতি হয়েছে।

হে আল্লাহ! তাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে তা আপনি দূর করে দিন। হে আল্লাহ! তাদের ভয়কে নিরাপত্তায়, দুঃখকে আনন্দে এবং ক্ষুধাকে পরিতৃপ্তিতে রূপান্তরিত করে দিন। হে পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধর রব! আপনার ও তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করুন।

أقول قولي هذا وأستغفِر اللّٰهَ لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার কর্ম ও ইচ্ছায় যাবতীয় বিষয় ঘটে। আমরা তাঁর মহান অনুগ্রহ, অগণিত নেয়ামত, মহৎ ক্ষমাশীলতা ও মার্জনার জন্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। তাঁর মহৎ গুণাবলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসার অধিকারী পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের ওপর শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক। আর তাবেঈ, তাবে'-তাবেঈ এবং এভাবে বিচার ও পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কল্যাণের উপর অটল থাকা সকল মানুষের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, জেনে রাখুন! প্রচণ্ড গরমের কারণে অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করা আল্লাহর ফয়সালা, তাক্বদীর, ইচ্ছা ও চাওয়ার উপর আপত্তি তোলার শামিল। এ বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটে তার পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো হিকমত, কল্যাণ বা উপকার রয়েছে।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন, আপনাদের হৃদয় ও জিহ্বাকে এমন সব কথা ও কাজ থেকে রক্ষা করুন, যা আপনাদের ঈমানকে দুর্বল করে এবং তাওহীদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা তাওহীদের পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর শারঈ বিধান এবং মহাজাগতিক নিয়মনীতির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা দান করুন, দ্বীনের সুরক্ষিত সীমা রক্ষা করুন এবং আপনার তাওহীদপন্থী বান্দাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! দুঃখ-কষ্টে থাকা মুসলিমদের দুঃখ দূর করুন, দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিমের দুর্দশা লাঘব করুন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করুন, আমাদের ও মুসলিম ভাইদের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দিন। আমরা আপনার অসীম দয়ার ভিক্ষারী, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!

হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিপদে ছবর করার তাওফীক্ব দিন, তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি দান করুন, সচ্ছলতায় শোকর করার তাওফীক্ব দিন। আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হে পরম দয়ালু রব! আপনার দয়া ও সুরক্ষা আমাদের জন্য বিস্তৃত করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা পুনরুত্থান দিবসে আপনার আযাব থেকে পরিত্রাণ চাই।

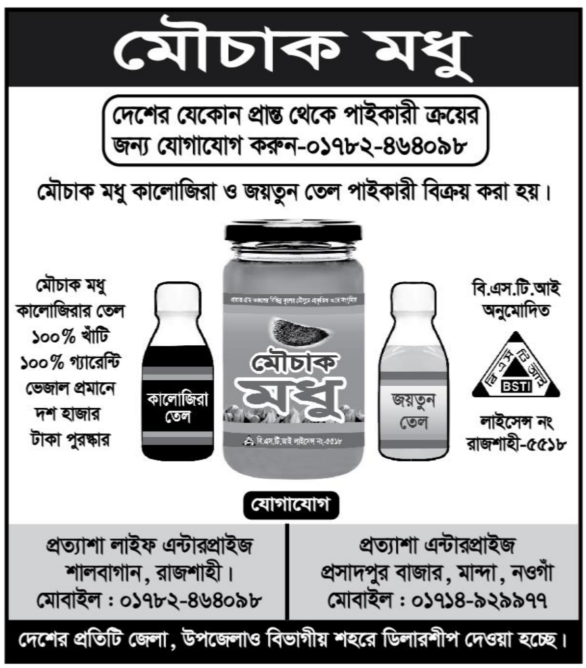

বিবাদ-বিদ্বেষ

*-হাসান আল-বান্না মাদানী**

মানুষের মাঝে মতভেদ ও বিবাদ হওয়া অতি স্বাভাবিক, যা কখনো দুনিয়াবী বিষয়ে হতে পারে, আবার কখনো দ্বীনী বিষয়ে। দুনিয়াবী বিষয়ে প্রবৃত্তির কঠোরতা বিবাদের বড় একটা কারণ। সম্প্রতি আমরা পার্থিব জীবনের উপর অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, তাই সমাজে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মতভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ফলে মানুষ পরস্পর হতে দূরে সরে যায়, একে অপরের সাথে কথা বলা ছেড়ে দেয়, সমালোচনা করে এবং ভিত্তিহীন কুধারণা করে বসে।

এ যুগে ইন্টারনেট সুলভ হওয়ায় এবং সোশ্যাল মিডিয়া অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তথ্য সংগ্রহ করা অতি সহজ হয়েছে। ফলে যখন একই বিষয়ে একজনের কাছে একাধিক অভিমত একত্রিত হয়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে না যে, এ মতসমূহের মাঝে আমি কোনটি গ্রহণ করব। অতঃপর সে বিষয়ে কারও সাথে আলোচনা করতে গিয়ে মতভেদ করে বসে এবং প্রকৃত ইলমের অভাবে মতভেদ বিভেদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়; অথচ মতভেদযুক্ত বিষয়ে কোনো মতকে প্রাধান্য দেওয়ার অধিকার একমাত্র উলামায়ে কেরামের। কারণ পর্যাপ্ত ইলম ছাড়া তা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 'আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না' *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

আমাদের কর্তব্য, সমাজ থেকে বিবাদ-বিভেদ দূরীভূত করার চেষ্টা করা। যদি আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি নবুঅতের আগে থেকেই বিবাদ নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতেন।

যখন নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর, তখন কুরাইশ গোত্রের লোকেরা কা'বাঘরের পুনর্নির্মাণ শুরু করে। এক পর্যায়ে কা'বার দেয়ালে হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপনের বিষয়টি যখন সামনে আসে, তখন তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক গোত্রের মানুষ চায় যে, এ মর্যাদা যেন তারাই লাভ করে। এ মতভেদ এক সময় ভীষণ আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় আবূ উমাইয়া আল-মাখযূমী নামক একজন বলে যে, এ বিবাদের সমাধান হলো এই যে, সর্বপ্রথম যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, আমরা তাকেই বিচারক হিসেবে মেনে নেব। অতঃপর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সেখানে প্রবেশ করেন এবং যেহেতু নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাই সবাই তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেন যে, আপনারা বড় একটি কাপড় নিয়ে আসুন, কাপড়ের মধ্যস্থলে হাজারে আসওয়াদ রেখে দিন, অতঃপর তাদের নেতাগণকে সেই কাপড়ের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে তা উত্তোলন করার পরামর্শ দেন, তারা এরূপ করলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাথরটি নিজ হাতে নিয়ে কা'বার দেয়ালে স্থাপন করেন। এভাবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পূর্বেই সমাজের মধ্য হতে বিবাদ দূর করার এক সফল প্রচেষ্টা করেন।[1]

পক্ষান্তরে আজ সমাজে অন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে, ভিত্তিহীন কুধারণা ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু তা দূরীভূত করার যথাযথ চেষ্টা করা হচ্ছে না কিংবা এ দায়িত্ব অযোগ্যরা পালন করছে। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমরা পৃথক হয়ে যাচ্ছি, দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি, যা ইসলামের সাথে যায় না।

বিবাদ-বিদ্বেষের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

'প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক সে বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করে না। কিন্তু যার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব থাকে তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, এদেরকে আপস করার অবকাশ দাও, এদেরকে আপস করার অবকাশ দাও, এদেরকে আপস করার অবকাশ দাও'।[2]

ছহীহ মুসলিমে হাদীছটির পরবর্তী বর্ণনায় সম্পর্কচ্ছেদের শব্দ এসেছে এবং হাদীছটি ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ 'সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[3]

* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫২।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৫।
৩. রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃ. ৪৫১।

www.al-itisam.com

তাই যদি কেউ নিজের ভাইয়ের সাথে বিবাদ করে, সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং সমাধানের চেষ্টা না করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার বিশেষ ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

সমাজে বিবাদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিবাদকে অনিষ্পন্ন রেখে দেওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই নবী ﷺ বিবাদ নিষ্পত্তির ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলব না, যা ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা থেকেও উত্তম?' ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল ﷺ! অবশ্যই বলুন। নবী ﷺ বললেন, 'পরস্পরের সম্পর্ক ভালো করা, কারণ সম্পর্কচ্ছেদ মুণ্ডন করে'।[৪] অর্থাৎ দ্বীনকে মুণ্ডন করে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন, তা নষ্ট করে। ফলে দ্বীনের দুর্গে ফাটল ধরে।[৫]

বিবাদ নিষ্পত্তি ছালাত ও ছিয়ামের চেয়েও উত্তম বলে সম্ভবত এক শ্রেণির আমলকে আরেক শ্রেণির আমলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ বিবাদ এক পর্যায়ে জানমালের ক্ষতি ও সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এগুলোর সম্পর্ক হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারের সাথে, যা আল্লাহর নিকট অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তাই এই মীমাংসা ও নিষ্পত্তির শ্রেণি ছালাত ও ছিয়ামের শ্রেণির চেয়ে উত্তম।[৬]

নবী ﷺ-এর জীবনে বিবাদ নিষ্পত্তির বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বিবাদ হলে কখনো ছাহাবীরা নবী ﷺ-এর কাছে আসতেন, কখনো নবী ﷺ স্বয়ং তাদের কাছে যেতেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.

একদা কুবার কিছু মানুষ বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, এমনকি তারা পরস্পরের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করেন, নবী ﷺ অবগত হওয়া মাত্রই বললেন, 'চলো তাদের মাঝে গিয়ে সমাধান করি'।[৭]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও এক আনছারী ছাহাবীর মাঝে জমির পানি সিঞ্চনের বিষয়ে মতভেদ হয় যে, কে আগে সেচ দিবে? বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। যুবাইর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর জমি আগে পড়ত (এবং উঁচু ছিল), তাই তাকে আগে সেচ করার অনুমতি দেন। আনছারী ছাহাবী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তিনি (যুবাইর) আপনার ফুফুর ছেলে তাই এরূপ বিচার করলেন। রাসূল ﷺ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'যুবাইর! তুমি ততক্ষণ সেচ করতে থাকবে, যতক্ষণ না পানি গাছের চারপাশে থাকা বাঁধ পর্যন্ত উঁচু হয়ে যায় অর্থাৎ পূর্ণরূপে সেচ করার পর পানি ছাড়বে'।[৮]

এক ব্যক্তি কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার কাছ থেকে সে ঋণ ফেরত চাচ্ছিলেন এবং তাদের আওয়াজ উঁচু হচ্ছিল। নবী ﷺ কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ডাক দিলেন, অতঃপর তাকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তুমি অর্ধেক মাফ করে দাও'। নবী ﷺ-এর কথা শুনে তিনি অর্ধেক মাফ করে দিলেন।[৯]

অনুরূপভাবে আমাদের মাঝেও যখন কোনো বিষয়ে বিবাদ হয়, তখন আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা সে বিবাদ দূর করার চেষ্টা করব। আমরা অনেক সময় দেখি যে, চোখের সামনে অন্যায় হয়, কাউকে অপমানিত করা হয়, কারও নামে গুজব ছড়ানো হয়, আলেম-উলামার মতো সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারীদের সাথে অসভ্যতা করা হয়; কিন্তু আমরা অধিকাংশই নীরব থাকি। এ সমাজ সে সমাজ নয়, যার স্বরূপ ইসলাম পেশ করে।

দ্বীনী বিষয়ে মতভেদ হলে এর সমাধান করবেন উলামায়ে কেরাম। তাই নানা ভিডিও দেখে একাধিক আলেমের ফতওয়া শোনার পর নিজেরাই সমাধান করার চেষ্টা না করে যদি আমরা কোনো সুযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হই এবং নিখুঁত ইলমকে সম্মান জানিয়ে তার নির্দেশনা গ্রহণ করি, তাহলেই আমাদের মধ্য থেকে খুব সহজেই সমস্ত দ্বীনী বিবাদের অবসান ঘটবে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহই তাওফীক্ব প্রদানকারী।

---

৪. তিরমিযী, হা/২৫০৯।

৫. তিরমিযী, হা/২৫০৮; শারহুত্ব ত্বীবী, ১০/৩২১৪।

৬. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৮/৩১৫৩।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৩।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৫৯; ফাতহুল বারী, ৫/৩৭।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭১।

দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা

-আব্দুল্লাহ আল-নুমান*

ভূমিকা: দুনিয়া শব্দটির মধ্যেই রয়েছে ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ ও পরীক্ষা-নির্ভর এক জীবনের ইঙ্গিত। এই পৃথিবী আমাদের সামনে নানা রঙিন স্বপ্ন ও মোহময় আহ্বান তুলে ধরে। জৌলুস, খ্যাতি, সম্পদ ও আরাম-আয়েশের অসংখ্য চমকপ্রদ দৃশ্যপট লুকিয়ে আছে দুনিয়ার ভাঁজে ভাঁজে। আমরা অনেকেই সেই মায়ার ঘোরে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলি। বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিকই; কিন্তু হৃদয়ের গভীরে জন্ম নেয় এক শূন্যতা, এক অতৃপ্তি, যা কখনো পূরণ করা যায় না।

প্রকৃত মুমিন সেই, যে এই ধোঁকার বাস্তবতাকে চিনে নেয় এবং উপলব্ধি করে যে, আসল জীবন এই দুনিয়ায় নয়; বরং আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। এ দুনিয়া কেবল এক পরীক্ষাক্ষেত্র, যেখানে মানুষের চরিত্র, নাফস, ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা যাচাই করা হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে আমাদের চিরস্থায়ী পরিণতি। নিচে কুরআন ও হাদীছের আলোকে এই বাস্তবতাগুলো পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই: আজকের মানুষ দুনিয়ার সম্পদ, খ্যাতি, বিলাসিতা ও মোহে এতটাই ডুবে গেছে যে, পরকাল ও স্রষ্টার কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছে। এমনকি সত্য ও ন্যায়ের মূল্যবোধ হারিয়ে শুধু লাভ ও নামের পেছনে দৌড়াচ্ছে। অথচ যার কাছে আমরা সবকিছু চাই, সেই আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার দামই নেই! এটি এমন এক বিস্ময়কর বাস্তবতা, যা উপলব্ধি করলে হৃদয় দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। যেমনটা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ 'যদি আল্লাহর কাছে সমগ্র দুনিয়া একটি মশার ডানার সমানও হতো, তবে তিনি কোনো কাফেরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না'।[১]

এই হাদীছ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। ধনসম্পদ বহুলাংশে মানুষকে আখেরাত থেকে উদাসীন করে তোলে। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলা আখেরাতে রেখেছেন চিরস্থায়ী জান্নাত, যেখানে আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না।

২. দুনিয়া খেল-তামাশা ও ধোঁকার জায়গা: এই দুনিয়া মানুষকে আনন্দ, খেলাধুলা, সৌন্দর্য আর প্রতিযোগিতার ভেতর ডুবিয়ে রাখে। আমরা শিশুর মতো খেলায় ব্যস্ত থাকি, বড় হয়ে সেই খেলাধুলা বদলে যায় ধনসম্পদের প্রতিযোগিতায়, সন্তানসন্ততির গর্বে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহে। কিন্তু এগুলো সবই অস্থায়ী। এগুলোর কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃত আত্মসচেতন মানুষ দুনিয়ার আড়ালে থাকা ধোঁকাকে চিনে নেয় এবং আখেরাতকে গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ 'তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২০)*।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, দুনিয়া একটি 'খেলা ও ক্রীড়া-কৌতুক' মাত্র। এই আয়াত আমাদের চোখ খুলে দেয়, আমরা যেন বাহ্যিক মোহে পড়ে আসল সত্যকে ভুলে না যাই। সেই সত্য হলো আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও আখেরাতের জীবন।

৩. ধনসম্পদের দৌড়ে মানুষ কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায়: মানুষের একটি বড় ভুল হলো, সে ভাবে ধনসম্পদ যত বেশি, সে তত সম্মানিত ও তত সফল। এই চিন্তাকেন্দ্রিক পথচলা তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যায়। জীবন যেন এক প্রতিযোগিতা, কে বেশি অর্জন করবে। কিন্তু মৃত্যুর দরজায় পৌঁছানোর পরই মানুষ অনুধাবন করে যে, তাকে সবকিছু রেখে চলে যেতে হচ্ছে। তখন আর কিছুই সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ 'ধনসম্পদের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-২)*।

এই আয়াতটি একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। ধনসম্পদ আমাদের এত ব্যস্ত রাখে যে, মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। যারা আগে থেকেই আখেরাতের কথা মনে রাখে, তারাই হয় সফল। অন্যরা কবরের দোরগোড়ায় এসে হঠাৎ জেগে ওঠে, কিন্তু তখন কিছুই করার থাকে না।

৪. দুনিয়ার মোহে না পড়ার উপদেশ: দুনিয়ার স্বাদ যতই মোহনীয় হোক না কেন, তা ক্ষণস্থায়ী। মুমিনকে হতে হবে দূরদর্শী। সে জানে এ জীবন শুধু একটি সেতু। এখানে নেক আমল করে আখেরাতে স্থায়ী ঘর গড়ে নিতে হয়। তাই যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারা জানে কোনটা ক্ষণস্থায়ী আর কোনটা চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ 'বলুন, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী তো সামান্য। আর পরকাল উত্তম তাদের জন্য, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে' *(আন-নিসা, ৪/৭৭)*।

আল্লাহ আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার আনন্দ অল্প, সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, তাক্বওয়ার পথে চলেন, তার জন্য রয়েছে সুখময় জান্নাত। তাই একজন মুমিনকে চিন্তাশীল হতে হবে, তিনি সামান্য লাভের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতি করে ফেলছেন না তো?

৫. এই দুনিয়া একটি পরীক্ষাক্ষেত্র: মানুষ এই দুনিয়ায় কেবল বসবাস করতে আসেনি, বরং এই জীবন একটি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সাজানো এক পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা

---

* শিক্ষার্থী, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়িয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

১. তিরমিযী, হা/২৩২০, হাদীছ ছহীহ।

আমাদের দিয়েছেন জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা। তিনি পাঠিয়েছেন রাসূল ও কিতাব। লক্ষ্য একটাই- কে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে আর কে বিপথে চলে। এই দুনিয়ার প্রতিটি পরিস্থিতি, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-বঞ্চনা সবই আমাদের পরীক্ষা করার উপকরণ।

যে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সফল আর যিনি ব্যর্থ হন, তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম হয়' *(আল-মুলক, ৬৭/২)*।

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যু ও জীবন উভয়ই পরীক্ষা। এখানে সফল হতে হলে আমল হতে হবে উত্তম ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾। শুধু সংখ্যা নয়, বরং নিয়্যত ও পদ্ধতিও হতে হবে বিশুদ্ধ। এজন্য মুমিন প্রতিটি কাজেই চিন্তা করেন, আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট কি-না।

৬. মুমিনের জন্য দুনিয়া এক কারাগার: দুনিয়া মুমিনের জন্য সহজ নয়। তিনি জানেন, এখানে স্বাধীনতা সীমিত। তিনি আল্লাহর নির্দেশের বাইরে যেতে পারেন না। তার নাফস বারবার তাকে টানে গাফেল হওয়ার দিকে, কিন্তু ঈমান তাকে টেনে আনে হেদায়াতের পথে। এই জীবন মুমিনের কাছে ত্যাগ, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম।

তাই মুমিন কখনো পুরোপুরি দুনিয়াবী সুখে ডুবে যেতে পারেন না; বরং তিনি নিজেকে বিধিনিষেধের জালে আটকে রাখেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফেরের জন্য জান্নাত'।[২]

এই হাদীছ আমাদের চোখ খুলে দেয় যে, মুমিনের জীবনে কষ্ট ও সংগ্রাম থাকতেই পারে। কারণ তিনি নিজের নাফসকে লাগাম দিচ্ছেন, যা সহজ নয়। কিন্তু কাফের তার নাফসের ইচ্ছা পূরণে বাধাহীন, তাই সে এখানে জান্নাত অনুভব করে। আখেরাতের চিত্র হবে বিপরীত, যেখানে মুমিন পাখির মতো মুক্ত থাকবে আর কাফের আটকে পড়বে চিরবন্দিত্বে।

৭. প্রকৃত জীবন আখেরাত: আমরা আজ যে জীবন কাটাচ্ছি, তার প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষণস্থায়ী। জন্ম থেকে মৃত্যু, এই পথটা যত দীর্ঘই হোক, তার পরেই শুরু হয় চিরস্থায়ী এক জীবন। সেই জীবন হবে জান্নাতের শান্তিময় জীবন অথবা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে ঘেরা এক জীবন। এই বাস্তবতা হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ না করলে আমরা শুধু দুনিয়াকে একমাত্র জীবন ভেবে ভুল করতেই থাকব।

আখেরাতের জীবন শুরু হওয়ার পর, তখন সবাই বলবে, এটাই তো আসল জীবন! আমরা দুনিয়ায় কতটা ভুলে ছিলাম! আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ 'আর এ দুনিয়ার জীবন অসার ও খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখেরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৪)*।

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আখেরাত চিরস্থায়ী ও বাস্তব জীবন। এটি কোনো কল্পনা নয়, বরং চরম বাস্তবতা। যারা দুনিয়াকেই আসল জীবন ভেবে নেয়, তারা আখেরাতে চরম আফসোস করবে। মুমিনের উচিত আজই প্রস্তুতি নেওয়া সেই অনন্ত জীবনের জন্য।

৮. দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা: এই দুনিয়া আমাদের সামনে অসংখ্য প্রলোভন, আনন্দ ও বিকল্পের দরজা খুলে দেয়। বাহ্যিক চাকচিক্য, স্বার্থপরতা আর বিলাসের হাতছানি আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চায় মূল লক্ষ্য থেকে। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে এসব বাহ্যিক মোহের পেছনে না ছুটে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, কবর ও আখেরাতের কথা স্মরণ করে এবং এই দুনিয়ার সুখ-সুবিধাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে না। সে জানে, এ পৃথিবী হচ্ছে এক পরীক্ষার ময়দান ও প্রস্তুতির জায়গা, যেখানে আখেরাতের শস্য বপন করতে হয়। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান কীভাবে দেখতে হবে, তা অত্যন্ত গভীর ও সংক্ষিপ্ত কথায় শিখিয়ে দিয়েছেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ 'পৃথিবীতে অপরিচিত মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো জীবন-যাপন করো। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে করো'।[৩]

এই হাদীছটি আমাদের একটি স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেয়— আমরা এই পৃথিবীর চিরস্থায়ী বাসিন্দা নই। পথিক যেমন জানে, সে এখানে অল্প সময়ের জন্য এসেছে, তেমনি মুমিনকেও মনে রাখতে হবে—আসল গন্তব্য হচ্ছে আখেরাত। অতএব, যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তায় আত্মাকে গড়ে তোলে, কবরকে স্মরণ করে, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিবেচনায় নেয়—সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

উপসংহার: দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা। দুনিয়া তার বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখে, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে থাকে শূন্যতা। এই দুনিয়া কাঙ্ক্ষিত না হলেও তার মধ্য দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। তবে দুনিয়ার মোহে পড়ে গেলে আখেরাতের সফলতা অসম্ভব।

আমরা যদি আল্লাহর বাণী ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করি, তাহলে দুনিয়ার আসল রূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমরা দুনিয়াকে ব্যবহার করব আখেরাত গড়ার উপকরণ হিসেবে আর না হলে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে। আসুন! আজই নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি রঙিন ধোঁকার পেছনে ছুটছি নাকি চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি? আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৬।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬; মিশকাত, হা/৫২৭৪।

নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ায় জর্জরিত বাংলাদেশ

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

জুয়ার সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। কিন্তু অনলাইন জুয়ার সাথে আমাদের অভিভাবকরা তেমন পরিচিত নয়। কেননা অনলাইন কনসেপ্টটা বর্তমান জেনারেশনের জন্য প্রযোজ্য। আধুনিক জীবনে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে বহুল ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে দেশের ছাত্র যুবসমাজ ধ্বংসের পেছনে এই প্রযুক্তি মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ। দেশের যুবশক্তির ক্ষয়ের পেছনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে অনলাইন জুয়ার নানান অ্যাপ। তাই আমাদের জানা জরুরী অনলাইন জুয়া কী এবং কীভাবে অনলাইনে সবাই সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

জুয়ার রূপ বদল:

একসময় জুয়া ছিল শুধু তাস খেলায়। যার আসর জমাতো ঝোপঝাড়ে পরিত্যক্ত দালাল কোঠায়। সেই সময় পার হয়ে আধুনিক জীবনে হাতে হাতে চলে এসেছে জুয়ার সবকিছু। আগে ছিল জুয়া নিজে খেলার বিষয়। আর এখন জুয়া ধরার বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এখন শুধু তাস খেলা নয়, বরং যাবতীয় খেলা নিয়েই জুয়া খেলা যায়।

বর্তমান সময়ে ছোট-বড় সবার হাতে থাকা স্মার্টফোনে অনায়াসেই জুয়া খেলা যাচ্ছে। যার খবর আমাদের অভিভাবকদের অনেকেই জানে না। তাই এই গোপন পাপের কথা আমাদের অগোচরেই থেকে যাচ্ছে। যা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের সোনালি ছাত্র যুবসমাজকে। জুয়ার ধ্বংসলীলা শুধু তারাই দেখছে, যাদের পরিবারে জুয়ার ঝড় বইছে।

অনলাইন জুয়ার পদ্ধতি:

অনলাইন জুয়া খেলার বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো সাধারণত ক্যাসিনো গেম, স্পোর্টস বেটিং এবং অন্যান্য অনলাইন গেমের মধ্যে বিভক্ত।

ক্যাসিনো গেম: ক্যাসিনো গেম অনলাইনে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এগুলো সাধারণত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন:

স্লট মেশিন: এটি একটি সহজ কিন্তু আকর্ষণীয় গেম। একটি লিভার টানলে বা বাটন চাপলেই বিভিন্ন ছবি ঘুরতে থাকে। নির্দিষ্ট ধরনের ছবি মিললে টাকা পাওয়া যায়।

রুলেট: একটি চাকার মধ্যে নম্বর ও রঙের ঘর থাকে। একটি বল ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং বলটি কোন ঘরে থামে তা নিয়ে বাজি ধরা হয়।

ব্ল্যাকজ্যাক: একটি কার্ড গেম যেখানে ডিলারের কার্ডের যোগফল ২১ বা তার কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করা হয়।

পোকার: বিভিন্ন ধরনের পোকার গেম রয়েছে। এগুলোতে হাতের কার্ডের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

স্পোর্টস বেটিং: এই ধরনের জুয়ায় খেলোয়াড়রা বিভিন্ন ধরনের খেলা (ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল ইত্যাদি) এর ফলাফল নিয়ে বাজি ধরে। সারাবিশ্বে প্রতিদিন ক্রিকেট ফুটবল টেনিসসহ হাজারো খেলা চলছে। এইসব খেলার জয়-পরাজয়সহ পুরো খেলার ধারা বিবরণ অনলাইনে প্রতি সেকেন্ডে আপডেট হচ্ছে। আর এই আপডেট দেখে দেখে প্রতিনিয়ত খেলার বাজি ধরে জুয়াড়িরা। অর্থাৎ কোন খেলায় কে জিতবে, কে হারবে, কে কত ব্যবধানে জিতবে কিংবা হারবে। কত বলে কত রান করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান সমীকরণ নিয়ে বাজি ধরা হয়। মোটকথা যাবতীয় খেলার প্রতি সেকেন্ড আপডেটে যতগুলো ঘটনা ঘটতে পারে, প্রতিটি ঘটনার উপরই বাজি ধরে জুয়া খেলা চলে।

এই বাজি কিংবা জুয়ার জন্যই ক্রিকেটে নানান লীগ (আইপিএল, বিপিএল ইত্যাদি) ফুটবলে অসংখ্য লীগ প্রতিনিয়ত চলে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো খেলার উপর জুয়া ধরা হয়। এইসব খেলার হারজিত দিয়েই জুয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এটা হচ্ছে ব্যক্তিপর্যায়ে জুয়া। এই জুয়া যে কেউ চাইলে অনলাইনে অ্যাপসের মাধ্যমেও খেলতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যাপসের সাথে জয়-পরাজয় নিয়ে বাজি ধরা হয়। বিগত সময়ে এই জাতীয় অ্যাপসগুলো জনপ্রিয় ছিল, এখনো আছে। তবে এইসব খেলাধুলা নিয়ে জুয়া খেলে তারা, যারা নিয়মিত বিভিন্ন খেলাধুলা দেখে কিংবা খেলার খবরাখবর রাখে।

অন্যান্য অনলাইন গেম: বর্তমান সময়ে খুব দ্রুত যে জুয়ার প্রচলন বেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে অনলাইনে জুয়ার নানান অ্যাপ। যেমন- লটারি, বিনগো ইত্যাদি। এইসব অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজে নগদ, বিকাশ কিংবা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা ঢুকানো যায়। আর সহজেই ৫/১০ টাকা থেকে শুরু করে ৫/১০ হাজার কিংবা লাখেরও বেশি টাকার জুয়া ধরা যায়। এইসব অ্যাপ দেখতে সাধারণ গেমিং অ্যাপসের মতোই। যা যেকোনো অভিভাবক দেখলে সাধারণ গেমসের অ্যাপের মতোই মনে হবে। আর এরা মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্যই সাধারণ গেমসের মতোই জুয়ার অ্যাপগুলো সাজায়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তারা মূল জুয়ার সাথে ব্যবহারকারীদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

এইসব অ্যাপের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী শুরুতে বিনা পুঁজিতে জুয়া খেলা ট্রায়াল দিতে পারে। ফলে উঠতি বয়সের ছেলেরা এইসব অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ গেমসের মতোই খেলতে থাকে। পরবর্তীতে জিতার উত্তেজনায় খেলার রোমাঞ্চের কারণে তারা সরাসরি টাকা বিনিয়োগ করে

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

খেলতে থাকে। এছাড়াও কিছু কিছু অ্যাপে অ্যাকাউন্ট করলেই বোনাস ডিপোজিট দেয়, যা দিয়ে খুব সহজে জুয়া শুরু করা যায়। আর এভাবেই শিশু-কিশোররা সহজে জুয়ায় জড়িয়ে পড়ছে।

অনলাইন জুয়ার নিয়ন্ত্রণ:
এইসব জুয়ার অ্যাপগুলোর মূল ওয়েবসাইট হচ্ছে দেশের বাইরে। যা মূলত ভারত, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে পরিচালিত হয়। এছাড়াও ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশেও নানান জুয়ার অ্যাপ রয়েছে। তবে আমাদের দেশে ভারতীয় জুয়াড়ির আধিপত্য বেশি।

দেশে জুয়ার নিয়ন্ত্রণ:
জুয়ার অ্যাপগুলো দেশের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হলেও, আমাদের দেশে তাদের অসংখ্য এজেন্ট রয়েছে। তারা একটা নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে টাকা আদানপ্রদান করে। এদের কমিশন হয় হাজারে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। দেশীয় এজেন্টরা দেশের মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জুয়ার টাকা অ্যাপ ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না?
সরকার থেকে নানান সময় অনলাইনে জুয়ার ওয়েবসাইট বন্ধ করতে চাইলেও বিভিন্ন কারণে তা হয়ে উঠে না। যেমন—

১. প্রযুক্তিগত কারণ: অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইট বা অ্যাপগুলো খুব দ্রুত তৈরি করা এবং বন্ধ করা যায়। একটি বন্ধ হলেই নতুন আরেকটি ওপেন হয়। অর্থাৎ এইসব ওয়েবসাইটের একটি লিংক সরকার বন্ধ করলেও সাথে সাথে তারা নতুন ওয়েবসাইট খুলে তাদের কার্যক্রম চালু রাখে। যেহেতু এইসব অ্যাপে সরাসরি দেশীয় এজেন্ট যুক্ত থাকে, সেহেতু তারা দ্রুত নতুন লিংক সবাইকে জানিয়ে দেয়। ফলে সহজে তাদের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করা যায় না।
এছাড়াও আমাদের দেশে জুয়ার ওয়েবসাইট বন্ধ করা হলেও প্রযুক্তির নানান উন্নতির কারণে বিভিন্ন অ্যাপ রয়েছে, যা দিয়ে সহজে বন্ধ করা ওয়েবসাইটেও প্রবেশ করা যায়। আর এইসব কারণে সহজে জুয়ার সাইটগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক: বেশিরভাগ অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইট বিদেশ থেকে পরিচালিত হয়। ফলে বাংলাদেশের আইন সেসব ওয়েবসাইটের উপর সরাসরি প্রযোজ্য হয় না। যে কারণে হাজার চেষ্টা করলেও সেইসব ওয়েবসাইট সরাসরি বন্ধ করা সম্ভব হয় না।

৩. প্রচুর মুনাফা: অনলাইন জুয়া ব্যবসায় মুনাফা সবচেয়ে বেশি। কেননা এখানে বিনিয়োগ করতে হয় একবার। কিন্তু লাভ হয় বিনিয়োগের কয়েকশ গুণ বেশি। যে কারণে অধিক মুনাফার ফলে এই ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বন্ধ করার কারোরই শক্তি নেই।

৪. বিশাল আর্থিক বিনিয়োগ: অনলাইন জুয়ার পেছনে বিশাল এক অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করে। যারা এই ব্যবসা পরিচালনা করে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুষের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে। যাতে করে ব্যবসা বন্ধ না হয়। ফলে নিয়মনীতির মাধ্যমে সরকার যতই এই ব্যবসা বন্ধ করতে চায় না কেন, কোনোভাবেই সফল হতে পারে না।

৫. প্রলোভন: যারা অনলাইনে জুয়া পরিচালনা করে, তারা বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সাহায্যে টার্গেট গ্রাহকদের লোভনীয় টাকার অফার দেয়। তারা মেসেজ দেয় যে, আপনার অ্যাকাউন্টে ১৭০০ টাকা জমা হয়েছে, টাকাগুলো তুলতে চাইলে রেজিস্ট্রেশন করুন। এই বলে তারা একটা জুয়ার লিংক দেয়। এখন এই ফাও টাকার লোভে অধিকাংশ মানুষ ঐ সাইটে অ্যাকাউন্ট করে এবং একসময় জুয়া খেলা শুরু করে দেয়। ফলে যে জুয়া খেলতে চায় না কিংবা জুয়া সম্পর্কে যার ধারণাই নেই, সেও না চাইতে জুয়ায় জড়িয়ে পড়ে।

৬. রাজনৈতিক কারণ: জুয়া ব্যবসা বন্ধ না হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা। জুয়ার ব্যবসার সাথে সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জড়িত থাকে। ফলে সরকার যতই চাপ সৃষ্টি করুক না কেন, জুয়ার মূল হোতাদের কখনোই চিহ্নিত করা যায় না। এছাড়া সরকার বদল হলেও জুয়ার ভাগ সবাই সমানভাবে পেতে থাকে।

৭. অসৎ কর্মকর্তা: যাদের উপর জুয়া বন্ধের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা নিজেরাই এইসব জুয়ার সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে থাকে। ফলে মুখে কিংবা লোক দেখানো জুয়া বন্ধের ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা জুয়া বন্ধের জন্য আন্তরিক নয়।

৮. মোবাইল অপারেটরের অসহযোগিতা: দেশের মোবাইল অপারেটরগণ চাইলে জুয়া বন্ধে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এতে তাদের লাভ হবে না। কেননা অধিকাংশ মানুষ জুয়া খেলার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তাই মোবাইল অপারেটররা ব্যবসা হারানোর ভয়ে জুয়ার সাইট বন্ধ করে না।

৯. সচেতনতার অভাব: আমাদের দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম হলেও তাদের অধিকাংশ মানুষ সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। তাই জুয়া খেলাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা দিলেও অধিকাংশ মানুষ জেনে না জেনে জুয়া খেলছে। এছাড়াও অধিকাংশ নব্য জুয়াড়ি জুয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা না জানার কারণে জুয়ায় জড়িয়ে পড়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তাহলে সমাধান কী?
যেভাবে অনলাইনে জুয়া ছড়িয়ে পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশের জনগণের একটি কর্মক্ষম অংশ জুয়ায় জর্জরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আমাদের অবশ্যই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

ক. ধর্মীয় অনুশাসন: পৃথিবীর যেকোনো পাপ বন্ধের একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে জুয়া হারাম এবং এই দেশ ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ, সেহেতু আমরা যদি ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মীয় অনুশাসন শুরু করতে পারি, তাহলে জুয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি।

খ. সচেতনতা সৃষ্টি: অনলাইন জুয়া বন্ধের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে জুয়ার ক্ষতিকর দিক নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেননা এই শ্রেণির ছেলেরাই সবচেয়ে বেশি জুয়ায় জড়িত।

গ. জাতীয় কর্মশালা: জুয়ার বিরুদ্ধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মশালা পরিচালনা করতে হবে। যাতে সারা দেশের মানুষ জুয়া সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে পারে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে জুয়ার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে।

ঘ. আইন শক্তিশালী করা: অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করে জুয়া বন্ধের চেষ্টা জোরেশোরে চালিয়ে যেতে হবে।

ঙ. অনলাইন ব্যাংকিং-এর নজরদারি: অনলাইন জুয়ার টাকা আদানপ্রদান হয় অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে। তাই অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমে কঠোর নজরদারি বাড়াতে পারলে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা পেলে অনলাইন জুয়া বন্ধ করা সম্ভব।

চ. রাজনৈতিক সদিচ্ছা: জুয়া বন্ধ না হওয়া এবং জুয়ার প্রচার-প্রসার বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব। শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া কোনো দেশেই জুয়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সত্যিকারভাবে জুয়া বন্ধ করতে চাইলে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির সদিচ্ছা থাকতে হবে।

ছ. প্রযুক্তি ব্যবহার: আধুনিক শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটগুলোকে শনাক্ত করে বন্ধ করতে হবে। শক্তিশালী প্রযুক্তি ছাড়া অনলাইন জুয়া বন্ধ করা যাবে না।

জ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: কোনো দেশই এককভাবে অনলাইন জুয়া বন্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ না অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত দেশগুলো একে অপরকে সহযোগিতা না করে। তাই অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সকলে একসাথে লড়াই করতে হবে।

ঝ. মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতা: দেশের যে কয়টি মোবাইল অপারেটর রয়েছে, তারা যদি সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে, তাহলে দেশ থেকে অনলাইন জুয়া বন্ধ করা সম্ভব। কোন কোন সাইট থেকে জুয়া খেলা হয়, তা প্রতিটি মোবাইল অপারেটরের কাছে তথ্য থাকে। একইসাথে কোন কোন নাম্বারে জুয়ার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তারও তথ্য থাকে মোবাইল কোম্পানির কাছে। তাই তারা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে দেশ অনলাইন জুয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ঞ. খেলাবান্ধব যুবসমাজ গড়ে তোলা: কিশোর ও যুবকদের অনলাইন জুয়া থেকে মুক্তি দিতে হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে মাঠে আনতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ মাঠ না থাকার কারণে আমাদের দেশের যুবসমাজ মোবাইলবন্দী হয়ে গেছে। ফলে তারা মোবাইল থেকে ভালো কিছুর বদলে খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই কিশোর-যুবকদের জুয়ার নেশা থেকে বের করে আনতে হলে তাদেরকে মাঠে ফিরিয়ে নিতে হবে।

অনলাইন জুয়া থেকে মুক্তির উপায়:

অনলাইন জুয়ার ভয়াল থাবায় বাংলাদেশের যুবসমাজ জর্জরিত। এইসব জুয়াড়িদের শনাক্ত করতে এবং তাদেরকে জুয়া থেকে দূরে রাখতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

ক. ইসলামের অনুশাসন: অনলাইন জুয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই পরিবারে সর্বপ্রথম দ্বীনের সঠিক অনুশীলন করতে হবে। কেননা একমাত্র ইসলামী অনুশাসন ছাড়া কোনো কিছুই পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

খ. অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা: অনলাইন জুয়াসহ যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কেননা অধিকাংশ মানুষ খারাপ হয় তার অসৎ বন্ধুর কারণে।

গ. পরিবারের নজরদারি: পরিবারের অভিভাবকদের অবশ্যই তার সন্তানের খোঁজখবর নিতে হবে। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, তার সঠিক তথ্য অভিভাবকের থাকতে হবে। এজন্য সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

ঘ. জবাবদিহিতা: অভিভাবকদের কাছে অধীনদের টাকা-পয়সাসহ সবকিছুর বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি স্ত্রীর কাছে স্বামীরও জবাবদিহি করতে হবে অন্যায় কিছু হলে। পরিবারগুলোতে সঠিক জবাবদিহিতা না থাকার কারণে সংসারগুলোতে জুয়া নেশার মতো গ্রাস করে ফেলে।

ঙ. পারিবারিক সুসম্পর্ক: পরিবারে একে অপরের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকলে সেখানে খারাপ কোনো কিছুই স্থান পেতে পারে না। তাই যত দুঃখ-বেদনা হতাশা থাকুক না কেন, পারিবারিক বন্ধন শক্ত হলে সেখানে জুয়া স্থান নিতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে অনলাইন জুয়া একটি গুরুতর সমস্যা এবং এটির সমাধান খুব সহজ নয়। যেভাবে অনলাইন জুয়া দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া কোনোভাবেই একে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই আসুন! ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলামের চর্চা করে জুয়াসহ যাবতীয় পাপাচার বন্ধে সচেষ্ট হই।

ডেঙ্গুর ছোবল ফের তীব্র: বাঁচতে চাই সচেতনতা

*-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ**

ডেঙ্গুর বর্তমান চিত্র:

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতি বছরই বাড়ছে। গরমের সঙ্গে সঙ্গে এডিস মশার বিস্তার ঘটে। আর এর ফলেই ডেঙ্গু সংক্রমণ ভয়াবহ আকার নেয়। চলতি বছর (২০২৫) এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২,৯৮৬ জন। এর মধ্যে ৬০.৫% পুরুষ এবং ৩৯.৫% নারী। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,৭৩৫ জন আর মারা গেছেন ২১ জন।

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগজনক।

- ২০২৪ সালে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০১,২১৪ জন; মারা গেছেন ৫৭৫ জন।
- ২০২৩ সালে রেকর্ড গড়ে আক্রান্ত হন ৩,২১,১৭৯ জন; মারা যান ১,৭০৫ জন।
- ২০২২ সালে মারা যান ২৮১ জন; আক্রান্ত ৬২,৩৮২ জন।
- করোনা মহামারির সময় (২০২০) সংক্রমণ তুলনামূলক কম হলেও, ২০২১ সালে আক্রান্ত হন ২৮,৪২৯ জন এবং মারা যান ১০৫ জন।

কেন বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রভাব বেশি?

ডেঙ্গুর মূল বাহক এডিস মশা উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে এর জন্য অনুকূল পরিবেশ সবসময়ই বিরাজমান। এর পাশাপাশি—

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

২. অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও পানি নিষ্কাশনের অভাব।

৩. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি।

এসব কারণ ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডেঙ্গুর লক্ষণ:

ডেঙ্গুর উপসর্গ হালকা থেকে মারাত্মক হতে পারে—

১. সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর: হঠাৎ উচ্চ জ্বর, মাথাব্যথা, চোখে ব্যথা, বমি, লাল ফুসকুড়ি, পিঠব্যথা।

২. রক্তক্ষরা ডেঙ্গু: উচ্চ জ্বরের পাশাপাশি রক্তপাত, ত্বকে দাগ, রক্তের প্লাটিলেট হ্রাস, শক।

৩. ডেঙ্গু শক সিনড্রোম: রক্তচাপ হ্রাস, তীব্র দুর্বলতা, পেটব্যথা, বমি, ঘাম, শীতলতা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধই প্রধান করণীয়:

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই সর্বোত্তম। এজন্য—

১. বাড়ির আশপাশে পানি জমতে দেবেন না।

২. পরিত্যক্ত টায়ার, বোতল, ডাবের খোসা, ফুলের টব ইত্যাদি সরিয়ে ফেলুন।

৩. মশা জন্মানোর সম্ভাব্য স্থান পরিষ্কার রাখুন।

৪. সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ—দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, আপনার বাড়ির পাশের মশা আপনাকেই আক্রমণ করবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সহায়ক ঘরোয়া উপায়:

যদিও ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, তবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কিছু প্রাকৃতিক উপায় সহায়ক হতে পারে—

১. মধু– ইমিউন সিস্টেম উন্নত করে।

২. কালিজিরা তেল– পরিমিত সেবন উপকারী (ডাক্তারের পরামর্শসহ)।

৩. নিমের তেল– মশা তাড়াতে পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে বা ত্বকে লাগানো যায়।

৪. নারকেল তেল– মশা প্রতিরোধে সহায়ক।

৫. হলুদ – রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৬. দুধ, কলা, ডিম– পুষ্টি জোগায়, ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে।

৭. পেঁপে পাতা ও পাকা পেঁপে– প্লাটিলেট বৃদ্ধি করে।

৮. ড্রাগন ফল– রক্তের সাদা কণিকা (WBC) বৃদ্ধি করে।

৯. মিষ্টি কুমড়া ও বীজ– প্লাটিলেট তৈরিতে সহায়ক।

১০. লেবু– ভিটামিন সি সরবরাহ করে, প্লাটিলেট রক্ষা করে।

১১. দেশি মাছ– রক্ত বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ডেঙ্গু রোগীর যত্ন:

১. শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন।

২. প্রচুর পানি ও ওরস্যালাইন দিন।

৩. রক্তক্ষরা ডেঙ্গুর রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করুন।

৪. নিজে থেকে ওষুধ সেবন না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন:

ডেঙ্গু মোকাবিলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরী। প্রতিটি পরিবার ও সমাজ যদি নিজের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে ডেঙ্গুর ছোবল অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। সচেতনতাই হতে পারে ডেঙ্গু প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র।

* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

নববী দু‘আ পেয়েছেন যারা

*-মাজহারুল ইসলাম আবির**

ভূমিকা: মনে মনে কল্পনা করুন— নবীকুলের শিরোমণি, রহমাতুল্লিল আলামীন, জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, মুছত্বফা, মুজতাবা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর যমযমে ধোয়া পরিশুদ্ধ অন্তর থেকে আপনার জন্য দু‘আ করছেন। তাঁর একক রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আপনার জন্য মাগফেরাত চাচ্ছেন বা আপনার বিদ্যা বৃদ্ধির ফরিয়াদ করছেন কিংবা আপনার জন্য বলছেন, ‘আল্লাহ! তুমি একে ভালোবাসো’। এক জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি কিছু হতে পারে! নববী বরকতময় দু‘আ পাওয়ার পর পৃথিবীর বুকে আপনার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ কি হতে পারে! ছাহাবা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম -এর মাঝে বেশ কিছু ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যবান থেকে দু‘আ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। সেই দু‘আর বরকতে তাঁদের একেকজনের জীবন হয়ে উঠেছিল একেক দিক থেকে বিস্ময়কর সুন্দর। যারা দু‘আ পেয়েছিলেন, তাঁরা বাস্তব জীবনে সেই দু‘আর প্রতিফলন দেখেছেন। যা স্পষ্টত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মু‘জিযার সাক্ষী। এই আলোচনায় আমরা নববী দু‘আপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাহাবীর কথা জানব ইনশা-আল্লাহ।

১. আয়েশা বিনতু আবী বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা: একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রফুল্ল মনে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা -এর কাছে ছিলেন। এমন এক অন্তরঙ্গ সময়ে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা তাঁর এই খুশি মন দেখে নম্র অনুরোধে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য একটু দু‘আ করুন’। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দু‘আ করলেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ ‘হে আল্লাহ! আয়েশার পূর্বের-পরের সব পাপ ক্ষমা করো। সে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যা করেছে, সব তুমি মাফ করো’। প্রিয়তম স্বামী ও জগতের সর্বোত্তম মানবের কাছ থেকে এমন সুন্দর দু‘আ পেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা আনন্দে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তাঁর মাথা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মমতাময় কোলে জায়গা করে নিল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমার এই দু‘আর কারণেই কি তুমি এত খুশি হয়েছ?’ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বললেন, ‘এমন দু‘আ পেয়ে খুশি না হয়ে থাকা যায়’। উম্মতপ্রেমী রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, وَاللهِ إِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ ‘আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক ছালাতে আমি এই দু‘আ করি’।[১]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা: উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা -এর খালা ছিলেন। একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা -এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। সেসময় সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা ও ছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওযূ করতে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা তাঁর জন্য ওযূর পানি রেখে দেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পানি দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওযূর পানি কে এনে দিল?’ মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বললেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আপনার জন্য এই পানি রেখেছে’। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে দু‘আ দিয়ে বললেন, اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ‘হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং তাফসীর বা ব্যাখ্যার জ্ঞান প্রদান করো’।[২]

অন্য রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ ‘হে আল্লাহ! তাঁকে হিকমাহ তথা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষা দাও’।[৩]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর এই দু‘আর বরকতে তিনি হয়ে উঠেন ‘রাইসুল মুফাসসিরীন’ তথা ‘তাফসীরকারকদের সেরা’। তাঁকে বলা হতো ‘হাবরুল উম্মাহ’ তথা ‘উম্মাহর পণ্ডিত’। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক বেশি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যার সংখ্যা প্রায় ১৬৬০টি। শ্রেষ্ঠ ছাহাবী উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু পর্যন্ত বড় কোনো মাসআলাতে তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

৩. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু: সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী হলেন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু। তিনি প্রায় ৫৩৭৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কোনো হাদীছ তিনি ভুলে যেতেন না। যদিও ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাঁর এই অসাধারণ স্মরণশক্তির পিছনে আছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দু‘আর বারাকাহ। একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বিনীত স্বরে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু পরক্ষণেই তা ভুলে যাই’। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার চাদরটা বিছিয়ে দাও’। আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু’হাত ভরে তা চাদরের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললেন, ‘জড়িয়ে নাও’। আমি চাদরটি বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি আর কখনো কোনো হাদীছ ভুলিনি।[৪]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু ইসলামগ্রহণের পরও তাঁর মা মুশরিক থেকে যান। এমনকি তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে নিয়ে অশ্রাব্য কথাবার্তা বলতেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন কিন্তু তিনি কোনোমতেই ইসলামে রাজি হচ্ছিলেন না। একদিন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু ভাঙা মনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অনুনয়

* শিক্ষার্থী, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনে হিব্বান, হা/৭১১১; হাকেম, হা/৬৭৩৮; মাজমাউল যাওয়ায়েদ, ৯/২৪৬, ‘হাসান’।

২. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৯৭, ‘ছহীহ’।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৪৬।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১১৯।

করে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মা কিছুতেই ইসলাম মেনে নিচ্ছেন না! আপনি একটু আমার মায়ের জন্য দু'আ করুন'। রাসূল ﷺ আল্লাহকে বললেন, 'হে রব! তুমি আবূ হুরায়রার মাকে হেদায়াত দাও'।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে দু'আ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। দরজার কাছাকাছি আসতেই তাঁর মা তাঁকে সেখানেই থেমে যেতে বলেন। গোসল করলেন, জামা পরলেন এবং তাড়াহুড়োতে খিমার না পরেই দরজা খুলে দিয়ে কালেমা শাহাদাহ পাঠ করে মুসলিমা হয়ে গেলেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে আত্মহারা হয়ে আনন্দাশ্রু ছাড়তে ছাড়তে রাসূল ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন। মায়ের ইসলাম কবুল করার সুসংবাদ দিয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহকে একটু বলুন না, তিনি যেন আমাকে ও মাকে সকল মুমিনদের কাছে প্রিয় করে দেন। আর তাঁদেরকেও আমাদের প্রিয়ভাজন করে দেন'। রাসূল ﷺ তাঁর এই আবেদন রাখলেন এবং দু'আ করলেন। যে দু'আর ফলে এমন কোনো মুমিন নেই, যিনি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছেন কিংবা তাঁর কথা শুনেছেন কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেননি।[৫]

৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু: আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আনছারী ছাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। যেখানে অন্য আবাদীতে বছরে একবার ফসল হতো, সেখানে তাঁর বাগানে বছরে দু'বার ফল ধরত।[৬] শুধু তাই নয়, তাঁর ছিল ১০০টিরও বেশি সন্তানসন্ততি। ছাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বেশি হায়াত পেয়েছিলেন, তিনি হলেন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। ১০৩ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। তাঁর এমন দীর্ঘ হায়াত, শতাধিক সন্তান ও অঢেল ধনদৌলতের পিছনে ছিল রাসূল ﷺ-এর দু'আ। ছোটবেলায় তাঁর মা উম্মু সুলাইম তাঁকে রাসূল ﷺ-এর কাছে এনে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই হলো আনাস, আমার ছেলে, সে আজ থেকে আপনার খাদেম। তাঁর জন্য একটু দু'আ করুন'। রাসূল ﷺ দু'আ করে দিলেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ 'আল্লাহ! তাঁকে অঢেল সম্পদ দাও ও সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। তুমি তাঁকে যা দিয়েছ, তাতে বারাকাহ দাও'।[৭]

৫. উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু: ইসলামগ্রহণের পূর্বে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। এমনকি তিনি রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে বের হয়েছিলেন। আবূ জাহলের মতো ক্ষমতাধর ছিলেন তিনি। বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম কবুলের কথা শুনে তিনি ছুটে গিয়ে তাঁদের আঘাতও করেছিলেন।[৮] কিন্তু পরবর্তীতে তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে মুসলিম হন। তাঁর এই ইসলামগ্রহণ ও ইসলামের একজন কিংবদন্তি ব্যক্তি হওয়ার পিছনে ছিল রাসূল ﷺ এর দু'আ। তিনি দু'আতে বলেছিলেন, اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 'হে আল্লাহ! আবূ জাহল আর উমারের মধ্যে যে তোমার কাছে প্রিয়, তাঁর দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো'।[৯] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দ্বীনের জন্য উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বেছে নিয়েছিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের জন্য হয়ে উঠেছিলেন শক্ত মযবূত প্রাচীরের মতো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর যবানে ও অন্তরে হক্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলামগ্রহণ ছিল বিজয়, হিজরত ছিল সহায়তা আর খেলাফত ছিল রহমত'।[১০] নববী দু'আর বারাকাতে তাঁর দ্বারা ইসলাম সর্বদা আগে বাড়তে থেকেছে।

৬. আলী ইবনু আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু: আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুভূতি ছিল খুবই আশ্চর্যজনক। তাঁর শরীরে ঠাণ্ডা, গরমের কোনো প্রভাব পড়ত না। অসহ্য গরম তাঁকে ঘামাতে পারত না। জ্বলন্ত রোদ তাঁকে পুড়াতে পারত না। হাড় কাঁপানো শীত তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। যার শীত নেই, নেই গরমের আতিশয্য। যার অনুভব সবসময় নাতিশীতষ্ণ। প্রচণ্ড গরমে তিনি শীতের মোটা পোশাক পরতেন আর মাঘের শীতে তিনি গরমের পাতলা পোশাক পরতেন। তাঁর কাছে এই অদ্ভুত ক্ষমতার রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'একবার আমার চোখ উঠেছিল। রাসূল ﷺ চোখে একটু থুথু ছিটিয়ে দিয়ে চোখ খুলতে বললেন। চোখ খোলার পর থেকে অদ্যাবধি আর কখনো সেখানে ব্যথা অনুভব করিনি। এরপর রাসূল ﷺ আমার জন্য দু'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ 'আল্লাহ! আলীকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিরাপদে রাখো'। এই দু'আর পর থেকে আর কখনো আমি ঠাণ্ডা, গরম অনুভব করিনি'।[১১]

৭+৮. হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা: রাসূল ﷺ-এর আদরের দু'নাতি ছিলেন হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। রাসূল ﷺ তাঁদের এত বেশি ভালোবাসতেন যে, কোলে তুলে আদুরে চুমু এঁটে দিতেন তাঁদের গালে। কখনো বা ছালাতে তাঁদেরকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁদেরকে এত মমতা

---

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৯১।
৬. আল-ইছাবাহ ফি তাময়িযিছ ছাহাবা, ১/২৭৭।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪, ৬৩৭৮।
৮. আর-রাহীকুল মাখতূম (সমকালীন প্রকাশনী), পৃ. ১৫৮। তারিখু উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, পৃ. ৭, ১০, ১১।
৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬৯৬; তিরমিযী, হা/৩৬৮১।
১০. ইবনু আসাকির, তারীখু দেমাশক, পৃ. ৪২।
১১. সুনান ইবনে মাজাহ, হা/১১৭; আহমাদ, হা/৭৭৮, 'হাসান'।

করতেন যে, তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا 'হে আল্লাহ! আমি এদের দুজনকে ভালোবাসি। তুমিও তাঁদেরকে ভালোবাসো'।[১২] সুবহানাল্লাহ! জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি যাদের বলেন 'ভালোবাসি', তাঁদের আর কীসের অভাব! ভালোবাসার নয়নমনি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে ডেকে বলছেন, 'তুমি তাঁদের ভালোবাসো', এর চেয়ে বড় পাওয়া আর এই জীবনে কী হতে পারে!

শুধু কী তাই! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে বাক্য দিয়ে তাঁর দু'সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাক্ব আলাইহিমাস সালাম-এর জন্য দু'আ করতেন, ঠিক একই বাক্য ব্যবহার করতেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় দুই স্নেহের দুলালের জন্য। তিনি তাঁদের মাথায় হাত রেখে বলতেন, أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ 'আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণীর মাধ্যমে শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৩] সুবহানাল্লাহ! নবীকুলের শিরোমণির এমন দু'আর পরও কোন অশুভ দৃষ্টি আছে, তাঁদের দিকে তাকাতে পারে? কোন শয়তান আছে, তাঁদের ক্ষতি করতে পারে? কোন বিষদাঁত আছে, তাঁদেরকে ছুঁতে পারে?

এমনকি কলিজার নাতিদের ভালোবাসাকে তিনি নিজের ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন, 'যারা তাঁদেরকে ভালোবাসল, তারা আমাকে ভালোবাসল। আর যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করল, তারা আমাকে ঘৃণা করল'।[১৪]

৯. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু: বদরের তুমুল যুদ্ধে যখন আকাশ-বাতাস থমকে স্তব্ধ, যখন ছাহাবীদের একমাত্র শক্তি ঈমান আর একমাত্র সম্বল আল্লাহর সাহায্য, ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে এক বীর মুজাহিদ ছাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তির ছুঁড়ছিলেন শত্রুবাহিনীর উপর। তূণীর থেকে তির বের করে ধনুকের সুতাই লাগাতে লাগাতে তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! কাঁপিয়ে দাও শত্রুর পা, ভয় ঢুকিয়ে দাও তাদের অন্তরে, ধ্বংস করো তাদের সব পরিকল্পনা'। তাঁর এই দু'আ শুনে পাশ থেকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বারবার বলছিলেন, 'আল্লাহ! তুমি সা'দের দু'আ কবুল করো'। সেইদিন থেকেই শুরু হলো সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর দু'আ কবুলের যাত্রা। তিনি যে দু'আই করতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করে নিতেন। তিনি এই মহান তাওফীক্ব পেয়েছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর বারাকাতে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন, 'হে রব! সা'দের দু'আগুলো তুমি কবুল করে নিয়ো'।[১৫]

১০. উরওয়া ইবনু আবিল জা'দ আল-বারেক্বী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ছাগল কেনার জন্য এক দীনার দেন। তিনি সেই দীনার দিয়ে দুটি ছাগল কিনেন। দুটির মধ্যে একটিকে আবার এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করেন। এরপর সেই দীনার ও আগে কেনা ছাগলটি নিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেন। এই দু'আর পর থেকে ব্যবসায় লাভবান হতে থাকলেন তিনি। এমনকি তিনি যদি মাটি ক্রয়বিক্রয়ও করতেন, তাতেও তাঁর মুনাফা হতো।[১৬]

১১. উক্কাশাহ ইবনে মিহছান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু: একদিন ছাহাবীদের মাঝে বসে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কাছে সব উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। তাদের মাঝে বড় একটি দল আমার উম্মত। আর আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার বিনা হিসেবে, বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

এই বলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মজলিস থেকে উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম বলাবলি শুরু করলেন, 'কারা হবে এই সৌভাগ্যবান ৭০ হাজার মানুষ?' রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে তাঁদের এমন উদ্বিগ্নতা দেখে বললেন, 'তাঁরা হলো, যারা কখনো রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) করবে না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে'। মসলিজের মধ্য থেকে উক্কাশাহ ইবনে মিহছান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু দাঁড়িয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার জন্য একটু দু'আ করুন না, আল্লাহ যেন আমাকে সেই সৌভাগ্যবানদের একজন করেন'। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আ দিয়ে বললেন, 'তুমি তাঁদের একজন'।[১৭]

উপসংহার: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখের প্রতিটি বাক্য ছিল অহীর ছায়ায় ঘেরা। ছাহাবা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম-এর জন্য তাঁর ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আ শুধু কল্যাণজনকই নয়, বরং সেগুলো তাঁদের উচ্চ মর্যাদার সনদ। নববী দু'আ পাওয়ার ভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ঈমান, আনুগত্য, ইবাদতের উজ্জ্বল উদাহরণ। নিজেদের আদর্শ ও নববী দু'আ সাথে নিয়ে তাঁরা এপার-ওপারে হয়ে উঠেছেন ঝলমলে নক্ষত্র। আমাদের উচিত—জীবনকে তাঁদের মতো করে সাজানো। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ ও ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। তাঁর ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে আত্মাকে ছাহাবীদের মতো পরিশুদ্ধ করে 'নববী দু'আ পেয়েছেন যারা', তাঁদের কাতারে শামিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে রাখা।

---

১২. তিরমিযী, হা/৩৭৮২।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১।
১৪. ইবনে রজব, ফাতহুল বারী, ১/৬৫।
১৫. তিরমিযী, হা/৩৭৫১।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৪২।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭০৫।

আল-ইতিছাম

-আনিছুর রহমান
নামাজগড়, বগুড়া।

আল ইতিছাম তুমি এগিয়ে যাও,
জাতিকে ছহীহ পথ দেখাও।
যেখানে দ্বন্দ্ব, হচ্ছে না সমাধান,
তুমি দেখাও হক্বের সন্ধান।
মোরা তোমার কলম সৈনিক,
লিখি কম-বেশি দৈনিক।
তোমার বুকে দিয়েছ ঠাঁই,
সত্য, সঠিক কথা যেন লিখতে পাই।
জাহেল, যালেম, বাতিলের সাথে,
আপস করো না তাদের পথে।
শিরক, বিদআত, কুফরের সাথে,
লড়ে যাও দিনরাত।
জাতিকে ইছলাহ করো,
কুরআন সুন্নায় জীবন গড়ো।
শিরক, বিদআত, ছূফিবাদ,
পীর, দরবেশ যত মতবাদ
সব তরক করে।

পচা লাশ

-ইবনু মাসঊদ
সহকারী পরিচালক, তামীরুল মিল্লাত সাহিত্য ফোরাম।

মাইকে এলান হবে ফাউড়া বানাবে কবর,
বরই পাতার গোসল হবে আবুলও নিবে খবর।
কেউ হাসবে না—সবাই শুধু কাঁদবে,
জ্বলন্ত স্মৃতির ফুটন্ত দৃশ্য অন্তরে ভাসবে।
জানাযা শেষে লাশের বেশে সাড়ে তিন হাত ঘর!
দু'আ আর কান্না শেষে লাশ সবার পর!
পর না হলে লাশের বাড়ি, লাশের সব সম্পদ—
দিন শেষে ভোগ করি, আবার হইয়া উঠি চতুষ্পদ।
লাশের জন্য কান্না— তা যেন আবেগ,
একবারও বাঁশ তলার খোঁজ—না নেওয়া কীসের বিবেক?
বাঁশ তলার পচে যাওয়া দেহ সেটাও একদিন হব আমি,
মনে রাখবে না কেউ ভুলে যাবে প্রিয়তমা তুমি।
মানব শব্দটির অপর নাম লাশ—তবে এত কীসের উপহাস?
বুঝলেও মানলে না, দিনশেষে আমি আর তুমিও পচা লাশ!

করছে পরকীয়া

-শামসুল আরেফীন
শ্রীপুর, গাজীপুর।

ঘরের মাঝে স্বামী রেখে পরকীয়ায় ব্যস্ত
পর পুরুষের সাথে তারা প্রেমে আসক্ত।
অন্তর তাদের ভীষণ কালো চক্ষু তাদের মন্দ
বিবেক তাদের তালা দেওয়া চোখ থেকেও অন্ধ।
এসব নারীর জন্য আজি পুরুষ লোকের কষ্ট,
তাদের জন্য একটা সমাজ যাচ্ছে হয়ে নষ্ট।
পরকীয়া করে যারা দুকূল দুখে ভাসে,
শান্তি পায় না কারও কাছে জীবন থাকে নাশে।
পুরুষ লোকে এই কাজেতে হচ্ছে অগ্রগামী,
নোংরা থেকে বাঁচতে পারলে হবে ভীষণ দামী।

ছালাত

-শামসুন্নাহার সুমনা
শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ছালাত হলো জান্নাতের চাবি—ছালাত মানে সুখ
পড়লে ছালাত পাঁচ ওয়াক্ত ঘুচবে সকল দুখ।
আযান হলে ছালাত আগে—নয়তো কোনো কাজ,
রোজ হাশরে মিলবে তবে জান্নাতীদের সাজ।
আলসেমিতে করবে নাকো—ছালাত কভু ক্বাযা,
করলে ক্বাযা অকারণে আল্লাহ দেবেন সাজা।
ছালাত হলো ফরয বিধান—সময়মতো পড়ো,
সঠিকভাবে ছালাত পড়ে সঠিক জীবন গড়ো।

মা আছে যার

-মিজানুর রহমান
মাওনা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।

মা আছে যার এই ভবেতে
দুঃখ বলো কীসে,
মায়ের দু'আয় কঠিন বিপদ
যায় যে হাওয়ায় মিশে।
মা আছে যার শান্তি যে তার
নেই তো পেরেশান,
বরকতে ফের কত কিছু
করেন প্রভু দান।
মা আছে যার পায় সে দু'আ
নিরিবিলি থাকে,
দিবানিশি মায়ের আদর
তার শরীরেই মাখে।

বাংলাদেশ সংবাদ

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ড. ইউনূসের ৭ দফা প্রস্তাব

আট বছর আগে রাখাইনে সেনা ও জঙ্গিদের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গারা। পেছনে ফেলে এসেছিল জ্বলন্ত গ্রাম ও স্বজনদের লাশ। তারপর থেকে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও তাঁদের দেশে ফেরা হয়নি। ২০১৭ সালের সেই গণহত্যার স্মরণে প্রতিবছর ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গারা পালন করে 'গণহত্যা দিবস'। এবারও কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতারা বলেন, 'আমরা দেশে ফিরতে চাই, নিরাপত্তা চাই, সহায়-সম্পত্তি ফেরত চাই'। তারা সতর্ক করেন, রাখাইনে শান্তি নিশ্চিত না হলে নতুন সংকট দেখা দেবে। ইতোমধ্যে সংঘাতের কারণে নতুন করে আরও ১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে।

এ পরিস্থিতিতে ২৫ আগস্ট কক্সবাজারে এক আন্তর্জাতিক আলোচনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সাত দফা প্রস্তাব দেন। এর মধ্যে রয়েছে— রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের রোডম্যাপ তৈরি, দাতাদের ধারাবাহিক সহায়তা, মিয়ানমার সেনা ও আরাকান আর্মির সহিংসতা বন্ধ, রোহিঙ্গাদের অধিকার নিয়ে সংলাপের প্ল্যাটফর্ম গঠন এবং আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন।

ড. ইউনূস সতর্ক করে বলেন, 'শেষ রোহিঙ্গা রাখাইন ছেড়ে যাওয়ার আগে ব্যবস্থা না নিলে সেটা হবে এক ঐতিহাসিক ভুল'। বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করছে, যা কক্সবাজারকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে পরিণত করেছে। তাঁর মতে, সমাধান খুঁজতে হবে মিয়ানমারেই।

সিলেটের সাদাপাথর: প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাটের নীরব দুর্যোগ

সিলেটের জাফলং, ভোলাগঞ্জ ও বিছনাকান্দিসহ বিভিন্ন এলাকায় অবাধে চলছে সাদাপাথর উত্তোলন। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বছরে অনুমোদিত ১৫ লাখ ঘনফুটের বিপরীতে প্রায় ৫০-৬০ লাখ ঘনফুট পাথর অবৈধভাবে উত্তোলিত হয়। এতে সরকারের প্রতি বছর ২০০-২৫০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক সরাসরি এবং আরও ৫০ হাজার মানুষ পরোক্ষভাবে এই খাতে যুক্ত হলেও স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। অবৈধ খননের ফলে নদীর প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, ভাঙন ও মাটি ধস বাড়ছে। পিয়াইন ও ধলাই নদী এবং পাহাড়ি খালগুলো মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। কৃষকরা অভিযোগ করেছেন, নদীর তলদেশ গভীর হয়ে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

পরিবেশবিদদের মতে, সাদাপাথর প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলন দীর্ঘমেয়াদে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে। যদিও নীতিমালায় বৈজ্ঞানিকভাবে উত্তোলনের বিধান আছে, বাস্তবে তা মানা হয় না। প্রশাসনের অভিযানও সাময়িকভাবে কার্যকর হয়।

স্থানীয় পরিবেশকর্মীরা বলছেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া এই লুটপাট রোধ সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষায় এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ও মুসলিম অধিকার: বৈষম্যের প্রতিবাদে আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার রক্ষায় নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কেবল মুসলিম হওয়া বা বাংলায় কথা বলার কারণে অনেককেই 'বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে অপমান ও হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাস করেও বহু মুসলিম পরিবার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে প্রায় ২৫ হাজার পরিবার বাংলাদেশি সন্দেহে তদন্তের শিকার হয়েছে, যার ৯০% বাংলাভাষী মুসলিম। স্কুল-কলেজে ভর্তি, সরকারি চাকরি বা ভোটার তালিকা হালনাগাদেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা।

বাংলা ভাষা রক্ষা কমিটির মতে, রাজ্যের ৮৬% মানুষ বাংলাভাষী হলেও সরকারি দপ্তরে বাংলার ব্যবহার এখনো ৫০% এর নিচে। আন্দোলনকারীদের দাবি, মুসলিম পরিচয় ও বাংলা ভাষার কারণে তারা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলায় ছাত্র-যুব সংগঠন ও মুসলিম অধিকারকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। 'বাংলা আমাদের অধিকার, বৈষম্য নয় স্বীকৃতি চাই'—এই স্লোগানে মুখরিত হয়েছে রাজপথ।

সমাজবিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য চলতে থাকলে সমাজে বিভক্তি বাড়বে এবং বাংলার ইতিহাস-সংস্কৃতিই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

মুসলিম বিশ্ব

গাযায় ২৩৩ ইমামকে হত্যা করেছে দখলদার সেনারা

হামাস উৎখাত ও যিম্মী মুক্তির অজুহাতে টানা ২২ মাস ধরে গাযায় ইসরাঈলি আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই বেড়ে চলছে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞ। নারী-শিশু, মসজিদ ও ধর্মীয় নেতা—কেউই রেহাই পাচ্ছেন না।

আনাদোলু এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে দখলদার বাহিনী গাযায় ২৩৩ জন ইমাম ও ইসলাম প্রচারককে হত্যা করেছে। ধ্বংস করেছে ৮২৮ মসজিদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আরও ১৬৭টি মসজিদ। একইসঙ্গে তিনটি চার্চ ধ্বংস ও ২১ জন ফিলিস্তীনি খ্রিষ্টানকে হত্যা করেছে তারা।

গাযার মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাঈল আল থাওয়াবতেহ জানিয়েছেন, ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের ওপর পরিকল্পিত হামলার মাধ্যমে প্রতিরোধের মূলভিত্তি দুর্বল করা হচ্ছে। ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তীনিদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা করছে ইসরাঈল।

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি

গত ৩১ আগস্ট (রোববার রাতে) আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের জালালাবাদ শহরের কাছে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর পরপরই ৫.২ ও ৪.৫ মাত্রার দুটি আফটারশক অনুভূত হয়। প্রদেশটির দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান এহসানউল্লাহ এহসান জানান, এখন পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৪০০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে; সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে।

কুনারের অধিকাংশ বাড়িঘর কাঁচা ইটে নির্মিত হওয়ায় হাজারো ঘরবাড়ি ধসে পড়ে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী যুক্ত হয়েছে এবং আহতদের স্থানীয় হাসপাতাল ছাড়াও নানগারহার ও রাজধানী কাবুলে পাঠানো হয়েছে।

এহসান জানান, দেশি-বিদেশি মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে মাঠে নেমেছে। খাদ্য ও ত্রাণের অভাব নেই; শীঘ্রই সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

চীনে প্রথমবারের মতো এক হিউম্যানয়েড রোবট ভর্তি হলো পিএইচডি প্রোগ্রামে!

সাংহাই থিয়েটার অ্যাকাডেমিতে নাট্যকলা, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিষয়ে ডক্টরাল শিক্ষার্থী হিসেবে জায়গা পেয়েছে সুয়ে বা-০১ নামের রোবটটি। ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় ২০২৫ ওয়ার্ল্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কনফারেন্সে।

রোবটটির নির্মাতা সাংহাই ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ও ড্রয়েডঅ্যাপ প্রতিষ্ঠাতা লি লিংতু এবং নকশাকারী সাংহাই থিয়েটার অ্যাকাডেমির অধ্যাপক ইয়াং ছিংছিং। ২০২১ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো এমন এক পারফর্মার তৈরি করা, যে মানুষের আবেগ বুঝে দর্শকের সামনে আবেগপূর্ণ অভিনয় উপস্থাপন করতে পারবে।

চার বছরের এই প্রোগ্রামে রোবটটি অভিনয়শৈলী, মানবিক আবেগ, কগনিটিভ মডেলিংসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবে। ক্লাসে অংশগ্রহণ ও গবেষণার পাশাপাশি রোবটটি নাট্যকলার তত্ত্বও শিখবে। গবেষকরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পারফর্মিং আর্টস সংযুক্ত নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

দাওয়াহ সংবাদ

সাঈদ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা : ব্যাচ নং- ০৯

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য সালাফী শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। গত ৯ই আগস্ট, ২০২৫ ইং থেকে ২৮শে আগস্ট, ২০২৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা '২০ দিন মেয়াদী' বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ২৩ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ, যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেন এবং উপকৃত হন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেধাতালিকা তথা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। সকল প্রশিক্ষণার্থী ও মেধাতালিকার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে কোর্সটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে আব্দুল আহাদ স্যার উপস্থিত ছিলেন। তারা তৃণমূল মাঠ পর্যায়ে দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতা নেন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে রাজশাহীর মোহনপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর গোমস্তাপুর উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেন।

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ২৩

'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ২রা আগস্ট, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ৭ই আগস্ট, ২০২৫ ইং পর্যন্ত '৬ দিনব্যাপী' ২৩তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহীম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৩৪ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শেখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম-দের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম-দের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): হাদীছে শাসকের আনুগত্যের যে হুকুম এসেছে (যেমন- ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৩), তা কি কেবল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একক খলীফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাকি বর্তমান রাষ্ট্রভিত্তিক মুসলিম শাসকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

-রাজু আহমেদ
নোয়াখালী।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের’ (আন-নিসা, ৪/৫৯)। কাজেই এর দ্বারা উম্মাহর একক খলীফা থাকলে সেক্ষেত্রে তার ও তার নিয়োজিত গভর্নরদের আনুগত্য উদ্দেশ্য। আর একক খলীফার অবর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম শাসকদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে (মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ২৫/৩৭৪)। এলাকার নেতা বা কোনো সংগঠনের নেতার ক্ষেত্রে এসব হাদীছ প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন (২): একটি মুসলিম দেশ যদি অন্য দেশের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সহায়তা করে, তা কি ‘খুরূজ’ (বিদ্রোহ) হিসেবে গণ্য হবে?

-রাজু আহমেদ
নোয়াখালী।

উত্তর: কাফের শাসকের অধীনস্থ মুসলিমদের রক্ষা এবং বিজয়ী করতে সহায়তা করলে সেটা বৈধ হবে। তবে অপর মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে দুনিয়াবী, কূটনৈতিক, আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য বাগাওয়াত তথা বিদ্রোহে সাহায্য করা বৈধ নয়, এটি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। আরফাজাহ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘অচিরেই নানা প্রকার ফিতনা-ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাবে, তোমরা তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, সে যে কেউ হোক না কেন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫২)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার পরে তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৭৭)। এতে সেই দেশের ভেতর যারা অংশ নেবে, তারা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩): শুধু ঈমান কি জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

-আব্দুল খালেক
গাজীপুর।

উত্তর: ঈমান হলো আত্মিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের সামষ্টিক নাম, এটি বাড়ে ও কমে (ছহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ৭/১৪)। কাজেই ঈমান দিয়ে যদি এই ঈমান উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রে এর মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে। যারা জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী’ (আল-বাকারা, ২/৮২)। আল্লাহ আরও বলেন, ‘তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ’ (আল-ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬/২৪)।

প্রশ্ন (৪): যদি কোনো ব্যক্তি মাতুরিদী আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে তার ইবাদত কি কবুল হবে অথবা সে কি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে? এই আক্বীদা থাকলে সে কি জান্নাতে যেতে পারবে?

-রাজু আহমেদ
নোয়াখালী।

উত্তর: যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আবূল মানছূর মাতুরিদীর অনুসারী তাদেরকে মাতুরিদী বলা হয়। আর তারা আল্লাহর গুণাবলির দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে। যে সকল লোক মাতুরিদী আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদের আমল যদি শরীআহসম্মত হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় তা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে কেউ এমন আমল করল যা আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। আর যদি তা শরীআহ অনুযায়ী না হয়, তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা নতুন জিনিস আবিষ্কার করা হতে বিরত থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিসই হলো বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টাতা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; মিশকাত, হা/১৬৫)। তাদের মাঝে এমন কোনো কর্ম পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সুতরাং তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করা যাবে না। তবে তাদের কিছু আক্বীদা শরীআহ বিরোধী হওয়ায় তারা পাপী হিসাবে গণ্য হবে, যা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। যদি আল্লাহ চান মাফ করবেন, অন্যথায় শাস্তি দিবেন। তাদের জান্নাত-জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টিও অনুরূপ।

প্রশ্ন (৫): অনেকেই বাংলাদেশের সালাফী আলেমদেরকে 'মাদখালি', 'পেট্রো ডলারের গোলাম' বা 'সঊদী আরবের দালাল' বলে কটূক্তি করে। এ ধরনের বক্তব্যের মোকাবেলায় আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? এবং এমন আচরণের পরিণতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

-রাজু আহমেদ
নোয়াখালী।

উত্তর: হক্বপন্থী ও তাওহীদপন্থী আলেমদের যুগে যুগে এরকম বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে আর আগামীতেও হবে। এমনকি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বিভিন্ন সময় পাগল, গণক, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে ট্যাগিং করা হয়েছে। একজন আলেম বা মুসলিমকে অপর কোনো মুসলিম কটূক্তি করতে পারবে না, এটা সালাফী মানহাজের বিরোধী। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে' (আল-হুমাযা, ১০৪/১)। এভাবে ট্যাগিং করে আলেমদেরকে ও দ্বীনী দাওয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ইসলামী শিষ্টাচার বহির্ভূত হারাম কাজ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে খুন করা, তার মাল গ্রাস করা এবং সম্মানে আঘাত দেওয়া হারাম' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪)। আমাদের করণীয় হচ্ছে উত্তম পন্থায় সংশোধনের জন্য তাদেরকে উত্তম জবাব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো' (আন-নাহল, ১৬/১২৫)। যদি তাদের বুঝাতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তর্ক পরিহার করবেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী ঘরের যিম্মাদার, যে হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে' (আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০, হাসান)।

প্রশ্ন (৬): ভারতে মুসলিম নারীরা হিন্দু ছেলেদের প্রেমের ফাঁদে পড়ে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তরুণ সালাফী যুবকরা কি তাওহীদ ও ছহীহ আক্বীদার দাওয়াতে থাকব, নাকি মুরতাদ নারীদের দ্বীনে ফেরানোর জন্য আলাদা চেষ্টা করব? আমাদের জন্য করণীয় কী?

-মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ
কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: একজন মুসলিম নারী কোনো ব্যক্তি বা অর্থের প্রতারণায় পড়ে ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ হওয়া নেহায়েত বড় অপরাধ। এমন পুরুষ ও নারীকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হত্যার আদেশ দিয়েছেন। অতএব, এমন নারীর মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ফাঁদ থেকে বাঁচানোর জন্য মুসলিমদের জীবনবাজি রেখে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক তার দ্বীন বদলে ফেলে, তাকে হত্যা করে ফেলো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩০১৭)। তাই তাওহীদ ও ছহীহ আক্বীদার দাওয়াতের পাশাপাশি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে উক্ত নারীদের দ্বীনে ফেরানোর জন্য। এক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজ্ঞ আলেম এবং দাঈদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের জন্য সহজ করুন এবং মুসলিম নারীদের হেফাযত করুন- আমীন! (আন-নাহল, ১৬/১২৫; আলে ইমরান, ৩/১৫৯)।

প্রশ্ন (৭): কিছু দাঈ আলেম না হলেও ইসলামবিধ্বংসী ষড়যন্ত্র ফাঁস করে উম্মাহকে সতর্ক করছেন। যদিও অনেকে আক্বীদা বা মাসআলার আলোচনায় যান না, তবু কিছু আলেম তাদের বক্তব্য শুনতে নিষেধ করেন— এর কারণ কী? আর বর্তমান সময়ে উম্মাহর সবচেয়ে জরুরী করণীয় কী?

-মুহসিন বিন ইমামুদ্দীন
টোক, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তর: এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে- ১. সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর শঙ্কা। কিছু দাঈ যদিও নেক উদ্দেশ্যে কথা বলেন, কিন্তু আক্বীদা বা মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তাই আলেমগণ সতর্ক করেন যেন সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে' (বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৬)। ২. আত্মপ্রচার বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা। অনেক সময় ষড়যন্ত্র উন্মোচনের নামে অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন বা নির্ভরযোগ্য উৎস ছাড়া তথ্য প্রচার হয়, যা ভয় বা ঘৃণা উসকে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে), তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত বড় নেয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি

তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্য যে, যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এজন্য যে, যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কারী। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮১৭)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় (ছহীহ বুখারী, হা/১০৭)। ৩. শরীআতের সীমালঙ্ঘন করা। কেউ কেউ এমন ভাষা বা ভঙ্গিতে কথা বলেন যা আদব, হিকমত বা ইসলামী শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এতে ইসলাম ও দাঈ উভয়ের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত' (আলে ইমরান, ৩/১৫৯)। ৪. জ্ঞান ছাড়াই ফতওয়া দেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার ভয় করি। যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই তাদের নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০০)। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (বিখ্যাত তাবেঈ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ ইলম হলো দ্বীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছে তা যাচাই করে নাও (ছহীহ মুসলিম মুকাদ্দামা, ১/১১)। ৫. বিদআতীদের থেকে জ্ঞান অর্জনে সতর্ক করা। ইবনু সীরীন রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু পরে যখন ফেতনা (হাদীছের নামে মিথ্যা কথার আমদানি) দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীছ বর্ণনাকারীদেরকে বলল, তোমরা যাদের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বলো। তারা এ কথা এ কারণে জানতে চাইত, যাতে দেখা যায় যে, তারা আহলে সুন্নাত কি-না? যদি তারা এ সম্প্রদায়ের হয়, তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি দেখা যায় তারা বিদআতী, তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হবে না (ছহীহ মুসলিম মুকাদ্দামা, ১/১১)। এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমান সময়ে উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করণীয়গুলো নিম্নরূপ- ১. ইলম ও শুদ্ধ আক্বীদা অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থাৎ 'জ্ঞান অর্জন করুন যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই' (মুহাম্মাদ, ৪৭/১৯)। ২. আল্লাহ তাআলাকে অর্থাৎ তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে, সে অবশ্যই সরল পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' (আলে ইমরান, ৩/১০১)। ৩. কলহ ও মতবিরোধ বর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন (আল-আনফাল, ৮/৪৬)। ৪. মুসলিমদের ভালোবাসা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল (আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য সে জিনিস পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২)। ৬. দু'আ ও আল্লাহর উপর ভরসা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে' (গাফির, ৪০/৬০)।

প্রশ্ন (৮): মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল এর ক্ষেত্রে অনেক আলেম নিজের ফতওয়ার উপরে শক্ত অবস্থানে থাকেন, এক্ষেত্রে আলেমদের ভেতরেই মতপার্থক্য দেখা দেয়। এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের করণীয় কী?

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য করণীয় হলো এমন আলেমে দ্বীনের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি যোগ্যতাসম্পন্ন, তাক্বওয়াবান এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাধান দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়,

তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম' (আন-নিসা, ৪/৫৯)।

প্রশ্ন (৯): আমি সাধারণ শিক্ষিত একজন ছাত্র। দ্বীনের উপর থাকতে চাইলেও নফসের তাযকিয়া করতে পারছি না, ইবাদতে ইখলাছও আসছে না। আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো কার্যকর পন্থা বা মাধ্যম আছে কি?

-মাইয়াদ মাহমুদ
শমশেরনগর, মৌলভীবাজার, সিলেট।

উত্তর: আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হলো- ১. পরকাল ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, ২. কবর যিয়ারত করা, ৩. লাশ কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা, ৪. সৎ সঙ্গীদের সাথে থাকা, ৫. নিয়মিত নফল ছিয়াম আদায় করা ২. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা (আলে ইমরান, ৩/১৬৪)। ৩. সবর্দায় তাসবীহ, তাহলীল ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে' (বায়হাকী, হা/৬৫২৬)। ৪. ফরযের পাশাপাশি নফল ছালাত বেশি বেশি আদায় করা। কারণ ছালাত যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে (আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)।

প্রশ্ন (১০): অনেক সালাফী আলেম বিক্ষোভ ও মিছিলকে জায়েয মনে করেন না। তাহলে অন্যায়ের প্রতিবাদ কীভাবে করা উচিত?

-সাকিব
সোনাগাজী, ফেনী।

উত্তর: এদেশে অনেক অমুসলিম সংগঠন, এনজিও বা ভিন্ন মতাদর্শী গোষ্ঠী আছে যারা বিক্ষোভ বা মিছিল ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ও কৌশলগত উপায়ে সফলভাবে তাদের লক্ষ্য পূরণ করছে এবং তাদের দাবিগুলো আদায় করে নিচ্ছে। তারা সভা, সেমিনার, গবেষণা, গণমাধ্যমে উপস্থিতি এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে তাদের মিশন বাস্তবায়ন ও দাবি আদায় করে। তাই মুসলিমদেরও এমন সংলাপ, জ্ঞানচর্চা ও যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো ও তাদের দাবিগুলো আদায় করে নিতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে; যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা; যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১১): যারা ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করে (যা বিদআত), তাদের ওযূ কি বাতিল হয়ে যায়? আর ওযূ বাতিল মানে কি ছালাতও বাতিল? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মিজানুর রহমান ভূইয়া
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: ওযূর সময় ঘাড় মাসাহের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল। কাজেই ওযূর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে এ হাদীছ পেশ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। ওযূতে ঘাড় মাসাহ উজ্জ্বল শরীআতে স্পষ্ট বিদআত। আর বিদআতের পরিণতি হলো, বিদআতীর ইবাদত কবুল হবে না এবং বিদআতী জাহান্নামে যাবে (আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এখানে যে বিদআত করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ এবং সকলের লা'নত বা অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয আমল এবং কোনো নফল আমল কবুল করা হবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৫)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا 'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে লা'নত করেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৮)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবাকে আটকিয়ে রাখেন যতক্ষণ সে বিদআত পরিত্যাগ না করে' (আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৪২০২; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৫৪)। ওযূতে ঘাড় মাসেহ করলে পাপ হবে। কিন্তু এটি এমন বিদআত নয় যাতে সরাসরি ছালাত বাতিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন (১২): ওযূর সময় কুলি ও নাকে পানি একসাথে দেওয়া জরুরী নাকি আলাদাভাবে দিলেও চলবে?

-মুহাম্মদ শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কাজটি এক অঞ্জলি পানি দিয়ে একসাথে করাই উত্তম। কেননা তা বহু সংখ্যক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক খাবল (অঞ্জলি) পানি দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯১)। এক্ষেত্রে আগে কুলি করবে, তারপর নাকে পানি দিবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন পানি দিয়ে আলাদাভাবেও করা যায়। আবূ হাইআ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন এবং ভালোভাবে পরিষ্কার করলেন, তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত

করলেন, একবার মাথা মাসাহ করলেন এবং উভয় পা গোছা পর্যন্ত ধৌত করলেন (তিরমিযী, হা/৪৮)।

ছালাত

প্রশ্ন (১৩): ছালাতে যখন মনোযোগ থাকে না, তখন শুধু রুকনগুলো আদায়ের জন্য কি কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে?

-সুমাইয়্যা আতিক
ঢাকা।

উত্তর: ছালাতের আরকান ও ওয়াজিবসমূহ ঠিকমতো আদায় করলে ছালাত আদায় হয়ে যায় ও ফরয আদায়ের মূল ছওয়াব পাওয়া যায়। তবে ছালাতে একাগ্রতা তথা খুশূ থাকা কাম্য। মুমিনের সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে ছালাতে একাগ্রতা থাকা (আল-মুমিনূন, ২৩/২)। খুশূ যত বেশি হবে ছওয়াব তত বেশি হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা এমন ছালাতও পড়ে যার বিনিময়ে তার জন্য কেবল ছালাতের এক-দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ লিখিত হয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৮৯৪, হাসান)।

প্রশ্ন (১৪): জনৈক ব্যক্তি ভুল করে ফরয ছালাতে ইমামের আগে সিজদা থেকে মাথা তুলে ফেলে, পরে ইমাম ওঠার আগেই আবার সিজদা দিয়ে তাসবীহ পড়েন। এ অবস্থায় তার ছালাত কি ছহীহ হয়েছে, নাকি পুনরায় আদায় করতে হবে?

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: এক্ষেত্রে মুক্তাদীর ভুল ধর্তব্য নয়। কেননা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কোনো ভুল হলে সাহু সিজদা দিতে হবে না (আল-ইজমা লি-ইবনে মুনযিরী, পৃ. ৪০)। ছাহাবী শাদ্দাদ বিন আল হাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘ সিজদার কারণে মাথা তুলে ফেলেছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সিজদায় দেখে পুনরায় সিজদায় ফিরে যান (নাসাঈ, হা/১১৪১, ছহীহ)।

প্রশ্ন (১৫): চীনে পড়াশোনা শেষে এখন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে মেহমান হিসেবে আছি। এ অবস্থায় কি কছর করব, নাকি পূর্ণ ছালাত আদায় করব? আর জাহাজে নাবিক অবস্থায় ছালাতের হুকুম কী?

-নাফিজ ইফরান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর: প্রশ্ন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনি চীনে পড়াশোনার জন্য মুকীম ছিলেন, এখন পড়াশোনা শেষ; তবে কবে দেশে ফেরত আসবেন এটা এখনো অনির্ধারিত। সেক্ষেত্রে আপনি এখনো চীনে মুকীম হিসেবেই আছেন। আপনি ছালাত পূর্ণ করবেন। আর একজন নাবিক চলন্ত জাহাজে টানা সফরের ওপরেই থাকেন। এমতাবস্থায় যতদিন সফরে থাকবেন কছর করবেন। কোথাও মুকীম না হলে এই বিধান চলমান থাকবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করেন, এসময় তিনি ছালাতকে কছর করেন (আবূ দাঊদ, হা/১২৩৫, ছহীহ)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আজারবাইজানে জিহাদের জন্য ৬ মাস অবস্থান করেন, এসময় তিনি কছর করেন (আস-সুনানুল কুবরা, হা/৫৪৭৬)।

প্রশ্ন (১৬): ছালাতের সময় খারাপ চিন্তা আসলে করণীয় কী? তখন কি কিছু পড়া জায়েয আছে, যেমন- আস্তাগফিরুল্লাহ?

-সালাউদ্দিন চৌধুরী বাবু
লক্ষ্মীপুর সদর।

উত্তর: এটা এক ধরনের শয়তানের ওয়াসওয়াসা। হাদীছে এদেরকে খিনযাব বলা হয়েছে। এরকম ওয়াসওয়াসা আসলে সুন্নাহসম্মত করণীয় হচ্ছে আঊযুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করতে হবে। উছমান ইবনু আবূল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! শয়তান আমার, আমার ছালাত ও কিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সবকিছুতে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা এক (প্রকারের) শয়তান, যার নাম খিনযাব। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে, তখন (আঊযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুথু ফেলবে'। তিনি বলেন, তারপরে আমি তা করলাম আর আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০৩)। এসময়ে আস্তাগফিরুল্লাহ বলা সুন্নাহসম্মত আমল নয়।

প্রশ্ন (১৭): হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিতর ছালাতের পদ্ধতি কি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বা ছাহাবীরা কখনও আদায় করেছেন? নাকি এটি পরবর্তীকালে তৈরিকৃত, তাই বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত?

-মিজানুর রহমান ভূইয়া
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: একটানা তিন রাকআত বিতর পড়তে হবে, এ হাদীছই ছহীহ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বের দুই রাকআতসহ সর্বমোট তোরো রাকআত ছালাত আদায় করতেন। দুই দুই রাকআত করে ছয় রাকআত এবং বিতর পাঁচ রাকআত, এর সর্বশেষ রাকআত ছাড়া তিনি মাঝখানে বসতেন না (আবূ দাঊদ, হা/১৩৫৯)। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তিন রাকআত বিতর পড়তেন, এর সর্বশেষ রাকআত ছাড়া মাঝখানে বসতেন না

(বায়হাকী, হা/৪৮৬৬)। আর বিতরে দুই রাকআত পড়ার পর বৈঠক করা ও মাগরিবের ছালাতের ন্যায় আদায় করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। বরং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাতকে মাগরিবের ছালাতের মতো করে আদায় করতে নিষেধ করেছেন (দারাকুৎনী, হা/১৬৫০)।

প্রশ্ন (১৮): সিজদা থেকে ওঠার সময় কি হাতের তালুর উপরেই ভর দিয়ে উঠতে হবে, না মুঠিবদ্ধ করেও ওঠা যাবে?

-সাদেক হোসেন
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা থেকে উঠতেন, তখন যমিনের উপর ভর দিয়ে উঠতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৮২৪)। হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে ওঠা সুন্নাত (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ৩/৪২২)। আর মুষ্টিবদ্ধ করে উঠার হাদীছগুলো দুর্বল। তাই মুষ্টিবদ্ধ করে উঠা যাবে না।

প্রশ্ন (১৯): ছালাতরত অবস্থায় মাসিক শুরু বুঝে ছালাত ছেড়ে দিলে, মাসিক শেষে কি ওই ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে?

-শুয়াইব আহমদ
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: কোনো মহিলার ফরয ছালাতরত অবস্থায় মাসিক শুরু হলে, তাকে সেই ছালাত কাযা আদায় করতে হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ছালাতের এক রাকআত পেল, সে ছালাত পেল' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০৭)।

প্রশ্ন (২০): অনেক মুছল্লী ফরয ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেও সুন্নাত ছালাত বসে আদায় করেন, বিশেষ করে এশার নফল ছালাত। শরীরে গুরুতর অসুস্থতা ছাড়া বসে এভাবে ছালাত পড়া কি শরীআতসম্মত?

-মিজানুর রহমান ভূইয়া
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে ছালাত পড়া উচিত। তবে কোনো ওযর ছাড়াও সুন্নাত (নফল) ছালাত বসে আদায় করা যায়। কিন্তু তা ছওয়াবের দিক থেকে অর্ধেক হয়ে যায়। ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বসে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল, সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক ছওয়াব আর যে শুয়ে ছালাত আদায় করল, তার জন্য বসে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৫)।

প্রশ্ন (২১): জামাআতে ছালাত আদায়কালে (বিশেষ করে যখন ইমাম কিরাআত করেন না) মুক্তাদী সূরা ফাতিহা শেষ করার আগেই যদি ইমাম রুকূতে চলে যান, তাহলে কি ফাতিহা শেষ করে রুকূতে যাবে, নাকি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই রুকূতে যাবে?

-মো. তানভীর হাসান রায়হান
অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম।

উত্তর: মুক্তাদী যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সূরা ফাতিহা ছেড়ে রুকূতে চলে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তোমরা তার বিরোধিতা করো না। তিনি যখন রুকূ করবেন, তখন তোমরাও রুকূ করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২২)।

প্রশ্ন (২২): যে ইমামের আক্বীদা ছহীহ নয়, শিরকী কথা বলে এবং বিদআতে জড়িত, তার পেছনে ছালাত পড়া কি জায়েয? পড়লে ছালাত ছহীহ হবে কি?

-আল-আমিন
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: উক্ত ইমামের শিরকী কথাগুলো যদি বড় শিরক না হয়, যেমন- কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় এবং বিদআতগুলো কাফেরে পরিণত না করে তথা আক্বীদাগত বিদআত না হয়, যেমন- আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করা, তাহলে তার পিছনে ছালাত পড়া বৈধ হবে। আর যদি বড় শিরক হয় ও বিদআতগুলো কুফরীতে পরিণত করে দেয়, তাহলে সেই ইমামের পিছনে ছালাত পড়া বৈধ হবে না এবং ছালাত বিশুদ্ধ হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ইমামতি করে, যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে, তাহলে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব আছে আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪)।

প্রশ্ন (২৩): অনেকে নিয়মিত ছালাত আদায় করলেও সিগারেট ও জর্দা-পান খাওয়া ছাড়েন না, নিষেধ করলেও মানে না। এ অবস্থায় তাদের ছালাত কি কবুল হবে?

-আব্দুস সাত্তার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: বিড়ি, সিগারেট, গুল-জর্দা খেলে ৪০ দিন ইবাদত কবুল হবে না। কেননা এগুলোর মূল উপাদান হলো তামাক। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মাদকতা আছে, এটা সর্বজনস্বীকৃত। কোনো বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকলে সেটা

সুস্পষ্ট হারাম। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ‘যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম’ (তিরমিযী, হা/১৮৭১)। তাছাড়া রাসূল ﷺ প্রত্যেক নেশার উদ্রেককারী বস্তুকে خَمْرٌ তথা মদ নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‘প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩)। আর خَمْرٌ তথা মদ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ‘যে ব্যক্তি خَمْرٌ তথা মদপান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হয় না’ (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭৭; তিরমিযী, হা/১৮৬২)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): অনলাইন একটা কোর্স/পিডিএফ একজন কিনে কয়েকজন মিলে পড়া কি জায়েয হবে?

-ফাহিম শাহরিয়ার
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: কোর্সগুলো সাধারণত এভাবেই বিক্রয় করা হয় যেন ক্রেতা কেবল নিজেই এর দ্বারা উপকৃত হয়। সাধারণত কোর্স বিক্রেতা তাঁর কোর্সকে ও কোর্সের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন- লেকচার নোট, প্রশ্নব্যাংক ইত্যাদি বিতরণকে অনুমোদন করে না। কাজেই এ ধরনের লেকচার রেকর্ডিং ও সহায়ক ম্যাটেরিয়াল অন্যদেরকে দেওয়া বৈধ হবে না, এটা বিক্রেতার সাথে ক্রয়চুক্তির লঙ্ঘন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আর মুসলিমগণ তাদের একে অপরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য’ (তিরমিযী, হা/১৩৫২)। তবে যদি বিক্রেতা নিজে অন্যদেরকে দেওয়ার অনুমতি দেন বা কোর্সের লেকচার শিট বা প্রশ্নব্যাংক ও অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল নিজেই উন্মুক্ত করে দেন বা অন্যকে দেওয়ার অনুমতি দেন, সেক্ষেত্রে তা অন্যদের দেওয়া বৈধ হবে।

প্রশ্ন (২৫): বিভিন্ন সময় দেখা যায়, জনসাধারণের রাস্তায় মঞ্চ বানিয়ে অনেকে সভা-সমাবেশ করে, এগুলো কি বৈধ? এমন সভায় যোগ দেওয়া কি বৈধ হবে?

-শৈকত
ঢাকা।

উত্তর: রাস্তাকে একদম আটকে পথচারী ও গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এরকম সভা-সমাবেশ আয়োজন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও’। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কেননা এটাই আমাদের বসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী ﷺ বললেন, ‘যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক্ব আদায় করবে’। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি ﷺ বললেন, ‘দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৫)। তবে খোলা মাঠ না পাওয়া গেলে নিতান্তই জরুরী কারণে যদি করতে হয়, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বজায় রেখে সাময়িকভাবে করতে পারে। তা হলো, পথিককে পথ দেখিয়ে দেওয়া, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা। রাসূল ﷺ বলেন, ‘পথ দেখিয়ে দেওয়া ছাদাকা (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯১)। আর যদি সমাবেশ বৈধ কারণে, বৈধ পদ্ধতিতে করা হয়, সেক্ষেত্রে এমন সমাবেশে যোগদান করা বৈধ হবে, নয়তো বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২৬): হলের ডাইনিংয়ের খাবার খেতে সমস্যা হওয়ায় আমি রুমে ডিম ভাজার জন্য ইলেকট্রনিক কুকার এনেছি। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী রুমে এসব ব্যবহার নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ব্যবহার করলে কি গুনাহ হবে?

-মেহেদী
সিলেট।

উত্তর: হ্যাঁ, গুনাহ হবে। কর্তৃপক্ষের বৈধ নির্দেশনা মান্য করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের’ (আন-নিসা, ৪/৫৯)। এছাড়া কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুন মান্যের শর্ত গ্রহণ করেই একজন ছাত্র হলে উঠে থাকে, এক্ষেত্রে সেই শর্ত লঙ্ঘনের গুনাহও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো’ (আল-মায়েদা, ৫/১)। তবে কোনো নিরুপায় অবস্থা হলে অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করাই উচিত।

প্রশ্ন (২৭): বর্তমানে ‘Kaaba Umrah Savings Box’ নামে এমন একটি টাকা রাখার বাক্স বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যা কা‘বার হুবহু আদলে তৈরি এবং সেটিকে উমরাহ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটি কি শরীআতের দৃষ্টিতে কা‘বার মর্যাদাহানিকর নয়? কা‘বার আদলে বস্তু বানিয়ে বাণিজ্য করা কি বৈধ?

–মো. আল আমিন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: কা'বার আদলে কোনো কিছু তৈরি করা যাবে না। কারণ মানুষ সেটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে, এমনকি অজান্তেই সেটিকে কেন্দ্র করে ইবাদত শুরু করে দিতে পারে। এতে তাদের শিরকের মতো গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এধরনের রেপ্লিকা বানানো একটি পরিত্যাজ্য বিদআত (ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১১/১৪)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। কাজেই এই ধরনের বস্তু বানিয়ে বাণিজ্য করাও বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২৮): আমাদের মেডিকেল কলেজে হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য একটি সূদী ব্যাংক থেকে ডোনেশন নেওয়া হয়েছে, টিকা কেনাও শেষ। এই টিকা নেওয়া কি জায়েয হবে?

-মোশতাক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

উত্তর: হেপাটাইটিস একটি মারাত্মক অসুখ। এজন্য অসহায় মানুষেরা সহযোগিতা নিতে পারে এবং সম্পদশালীদের এতে সহযোগিতা করা উচিত। তবে সূদী ব্যাংকের অর্থ থেকে ডোনেশন দেওয়া হলে তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (২৯): ঘরে ছবির অ্যালবামে বা বাক্সে মৃত ও জীবিত মানুষের ছবি সংরক্ষণ করা যাবে কি? করলে কি গুনাহ হবে?

-সাদেক হোসেন
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর: এরকম অপ্রয়োজনীয় ছবি, মূর্তি থাকলে তা ভেঙে ফেলতে হবে বা ছিঁড়ে ফেলতে হবে। মৃত বা জীবিত মানুষের ছবি সংরক্ষণ করা হারাম এবং তা সংরক্ষণ করলে গুনাহ হবে। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, 'কিয়ামতের দিন ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এসব ছবি নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তাকে জীবিত করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৮)।

প্রশ্ন (৩০): বর্তমানে অনেক ওয়ায-নছীহতের ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ডে নাশিদ বা সুর যোগ করা হয়। এসব ভিডিও কি আমরা শুনতে পারি, নাকি এড়িয়ে চলা উচিত? শরীআতের দৃষ্টিতে করণীয় কী?

-মো. শাহাদাত হোসেন
হড়মা, দেবীনগর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: মিউজিক হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০)। তবে ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকমুক্ত ইসলামী নাশীদ যুক্ত করা এবং ভিডিও দেখা যাবে। পক্ষান্তরে যদি মিউজিক বা গান যুক্ত করা থাকে, তাহলে দেখা যাবে না। (লুকমান, ৩১/৬; তাফসীরে কুরতুবী, ১৪/৫১; ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০)।

প্রশ্ন (৩১): নতুন ২০ টাকার নোটে ষাট গম্বুজ মসজিদের পরিবর্তে কান্তজির মন্দিরের ছবি রয়েছে। এই নোট পকেটে রেখে কি ছালাত আদায় করা বা মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয?

-মো. রুহুল আমীন
শাহজাহানপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে টাকার নোটে শিরকী উপাসনালয়ের ছবি স্থান পাওয়া খুবই উদ্বেগজনক বিষয়। তবে এমন নোট দ্বারা লেনদেন করা বা এটা পকেটে রাখা প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; এর প্রতি সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং এমন নোট পকেটে রেখে ছালাত আদায় করা বা মসজিদে প্রবেশ করা যায় (আল-হাজ্জ, ২২/৭৮; ছহীহ বুখারী, হা/১)।

প্রশ্ন (৩২): একজন কর্মচারীর সঙ্গে মালিকের চুক্তি মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা, তবে মাস শেষ হওয়ার ৫-১০ দিন আগে নিলে ৮,০০০ টাকা দেওয়া হবে। এমন শর্ত জায়েয কি?

-মাওলানা আব্দুল্লাহ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: এমন চুক্তি যদি মালিক ও কর্মচারী উভয়ের সম্মতিতে হয়, তাহলে তা জায়েয। আর যদি শুধু মালিকের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তা যুলম হবে। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর অত্যাচারকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর অত্যাচার করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৭)।

প্রশ্ন (৩৩): হালাল ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্যে মানুষ বা পশুর AI-Generated (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি) ছবি ব্যবহার করা কি জায়েয, যদি তা শুধু সহজ উপস্থাপনার জন্য হয়?

-মো. ওমর ফারুক
চাঁদপুর।

উত্তর: দ্বীনী প্রয়োজনে জরুরী কারণে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে গাছ কাটা নিন্দনীয় কাজ এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণ পরিস্থিতিতে তা নিষেধ করলেও মুমিনদের সুরক্ষার প্রয়োজনে বনূ কুরায়যার যুদ্ধের সময় কৌশলগত কারণে তিনি তাদের খেজুর গাছ কাটার নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করেন' (আল-হাশর, ৫৯/৫)।

প্রশ্ন (৩৪): আমি একটা বাহিনীতে চাকরি করি। সেখানে দাড়ির দৈর্ঘ্য ঠোঁটের নিচ থেকে চার আঙুল পর্যন্ত নির্ধারিত, এর বেশি হলে কর্তৃপক্ষ কাটতে বাধ্য করে। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? সেখানে চাকরি করা কি জায়েয?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দাঁড়ি রাখা ও ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। দাঁড়ি কাটা হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, মোচ ছেঁটে ফেলো আর দাঁড়ি ছেড়ে দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২)। কাজেই কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেও দাড়ি কাটা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর অবাধ্যতা করতে মাখলূকের আনুগত্য করা যাবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭)। কর্তৃপক্ষের কাছে শরীআতসম্মত পন্থায় দাঁড়ি রাখার জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে, এরপরও তারা এই গুনাহে বাধ্য করলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো হালাল উপার্জনের উপায় খুঁজতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোনো না কোনো পথ বের করে দিবেন' (আত-তালাক, ৬৫/২)।

প্রশ্ন (৩৫): আমার কাছে অজান্তে ছেঁড়া টাকা এসেছে। এ টাকা অজান্তে লেনদেন করা কি জায়েয?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: গ্রহীতাকে না জানিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেঁড়া টাকা প্রদান করা জায়েয নয়। কারণ এটা প্রতারণার শামিল। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। এছাড়াও কোনো ব্যক্তি অজান্তে ছেঁড়া টাকা আসাকে নিজের জন্য পছন্দ করবে না, তাহলে সে কীভাবে অন্যের জন্য এটা পছন্দ করতে পারে? আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩)।

প্রশ্ন (৩৬): ঘরের দেয়ালে অনেকেই সূরা ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য কুরআনের আয়াত ফ্রেমে টাঙিয়ে রাখেন। এটি কি শরীআতসম্মত?

-মুহাম্মদ শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য (আল-বাকারা, ২/১৮৫)। সুতরাং এর ওয়াযীফা হচ্ছে তিলাওয়াত, অনুধাবন ও আমল (আল-বাকারা, ২/১৫১)। শুধু দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা এর ওয়াযীফা নয়। ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুরআনের কোনো সূরা বা আয়াতকে ব্যবহার করা জায়েয নয়। বিশেষ কোনো সূরা বা আয়াতের যে ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা তিলাওয়াত করার সাথে সম্পৃক্ত; দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার সাথে নয় (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১)। সাথে সাথে এগুলো পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যাতে কুরআনের অসম্মান করা হয় এবং যা ব্যক্তিকে ঈমান নষ্টের দিকে ধাবিত করে।

প্রশ্ন (৩৭): বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব বা ফুটবলারদের জার্সি পরিধান করা যাবে কি?

-মুহাম্মদ শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: না, পরিধান করা যাবে না। কারণ পেশাদার ফুটবলের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শরীআত পরিপন্থী বিষয় যুক্ত থাকে। সুতরাং নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফুটবলারের জার্সি পরিধান করা উক্ত শরীআত পরিপন্থী বিষয়গুলোর প্রচার বা সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৮): চুক্তিতে ৩ বছরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে লিচু বা আম বাগান ক্রয় করা কি শরীআতসম্মত?

-আবূ সাঈদ সাকিব
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর: উল্লেখিত পদ্ধতিতে বাগান ক্রয় করা (ভাড়া নেওয়া) শরীআত সম্মত নয়। এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করাকে المعاومة

মুআওয়ামাহ বলা হয়। মুআওয়ামাহ হলো কোনো জমি, খেজুর গাছ বা ফলমূল ইত্যাদির উৎপাদনকে এক বা একাধিক বছরের জন্য কারো সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থ বা ফসলের অংশ বিনিময়ে দেওয়া, যা জাহেলী যুগে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুহাকালাহ, মুযাবানাহ, মুআওয়ামাহ ও মুখাবারাহ নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬)। অত্র হাদীছে মুআওয়ামাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৯): আমার কম্পিউটারের দোকান আছে। বিদেশগমনকারীদের পক্ষ থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করি এবং ফি নিই। এর মধ্যে পুলিশকে কিছু ঘুষ দিতে হয়, বাকিটা লাভ হিসেবে রাখি। জনগণ সরাসরি গেলেও অনেক সময় ঘুষ দিতে হয়। এভাবে আয় করা অর্থ কি হালাল?

-মাহদী ইবনে হানিফ
ফেনী।

উত্তর: ঘুষের লেনদেনে অংশ নেওয়া কাবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে অভিশম্পাত করেছেন' (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। কাজেই আপনি শুধু ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করবেন এবং এর ফি নেবেন এটা হালাল হবে এবং গ্রাহককে তা স্পষ্ট করে দিতে হবে। কিন্তু ঘুষের কাজে অংশ নেবেন না, সেটা হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। ক্লিয়ারেন্সে যদি ঘুষ দিতেই হয়, তাহলে যে আবেদন করছে এটা সে আদায় করবে, বাধ্য হয়ে ঘুষ দেওয়ায় তার গুনাহ হবে না; বরং যে ঘুষ নেবে তার গুনাহ হবে।

প্রশ্ন (৪০): আমি কোম্পানিতে চাকরি করি। কিছু টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেছি। এখন যদি কোম্পানির কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে কি সে টাকা হালাল হয়ে যাবে?

-তাহমিদ
নোয়াখালী।

উত্তর: না। এক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে টাকা ফেরত দিতে হবে। যদি তাদের কাছে ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে ছওয়াবের আশা ব্যতীত তাদের নামে দান করে দিতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি করবে বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)।

প্রশ্ন (৪১): আমি একটা বাহিনীতে চাকরি করি। বিভিন্ন সরকারি দিবসে বড় খানার আয়োজন করা হয় এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ভাতা দেওয়া হয়। এসব খাবার ও টাকা কি আমার জন্য হালাল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এসব দিবস পালন করা কুসংস্কার ও বিধর্মীদের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৫২; আবূ দাঊদ, হা/৪২৫২)। বিধর্মীদের সাথে সংশ্লিষ্ট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত খাবারে অংশগ্রহণ করা যাবে না, পহেলা বৈশাখকেন্দ্রিক কোনো আয়োজনে অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং বৈশাখী ভাতার কোনো অংশ এই উপলক্ষে ব্যয় করা যাবে না। বৈশাখী ভাতা গ্রহণ করে অন্য কোনো বৈধ খাতে ব্যয় করতে পারে (আল-মায়েদা, ৫/২; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

প্রশ্ন (৪২): একটি অ্যাপে টাকা বিনিয়োগ করে প্রতিদিন ভিডিও দেখে আয় করা যায়। কোনো পণ্য বা সেবা নেই, শুধু বিনিয়োগ ও ভিডিও দেখার মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়। এই উপার্জন কি হালাল?

-তাহমিদ
নোয়াখালী।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত উপার্জন বৈধ নয়। কারণ- ১. প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত অ্যাপের কোনো পণ্য বা সেবা নেই; সুতরাং শুরুতেই যে টাকা বিনিয়োগের নামে নেওয়া হয়, তার বিনিময়ে কিছুই প্রদান করা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 'তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না' (আল-বাকারা, ২/১৮৮)। ২. যেসব ভিডিও দেখার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোতে কখনো গায়রে মাহরামের প্রদর্শন অথবা অবৈধ পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে। সুতরাং এমন ভিডিও দেখা নাজায়েয আর নাজায়েয কাজের বিনিময়ও নাজায়েয (আন-নূর, ২৪/৩০-৩১; আল-মায়েদা, ৫/২)। ৩. বিজ্ঞাপন সংবলিত ভিডিও দেখার উদ্দেশ্য থাকে শুধুই ভিউ বাড়ানো, পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে না। ফলে আসল ক্রেতা বেশি পরিমাণ ভিউ দেখে প্রতারিত হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক লেনদেন থেকে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪৩): আমি ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে বিয়ে করি। পরে স্ত্রীর পিতা তা মেনে নেন এবং আমাদের ঘরে সন্তানও আছে। এখন জানতে চাই, এই বিবাহ কি শরীআতসম্মত হয়েছে? না হলে বৈধভাবে জীবনযাপনের কী উপায় আছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: স্ত্রীর ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে করা বৈধ নয়, এমন বিয়ে বাতিল। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল’ (আবূ দাঊদ, হা/৩০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭৯)। কাজেই ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া আপনারা যে বিয়ে করেছেন তা শারঈভাবে বাতিল। এজন্য আপনাদেরকে তওবা করতে হবে। বৈধভাবে জীবনযাপন করতে এখন ওয়ালীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি নিয়ে সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে বিয়ে করতে হবে।

প্রশ্ন (৪৪): স্বামী ও স্ত্রী অমুসলিম অবস্থায় বিবাহ করেছে। পরে দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদের পূর্বের বিবাহ কি বহাল থাকবে? বিস্তারিতভাবে দলীলসহ জানতে চাই।

-সাদিকুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর: স্বামী-স্ত্রী অমুসলিম অবস্থায় বিবাহ করার পর উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলে উভয়ের পূর্বের বৈবাহিক সম্পর্কই বহাল থাকে, নতুন করে বিয়ে করাতে হবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় যত ছাহাবী দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রত্যেকের পূর্বের বৈবাহিক সম্পর্ককেই বহাল রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কন্যা যয়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর স্বামী আবুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলে ছয় বছর পর যয়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতেই স্বামীর কাছে ফেরত পাঠানো হয়, নতুন করে বিয়ে পড়ানো হয়নি (আবূ দাঊদ, হা/১১৪৩, ছহীহ)।

প্রশ্ন (৪৫): ছেলে পিতামাতার অজান্তে বিবাহ করেছে। পরে তারা বউকে মেনে না নিয়ে তালাক দিতে বলেন। এমতাবস্থায় ছেলে কি পিতামাতার কথাতে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ছেলে তার স্ত্রীকে পিতামাতার কথায় তালাক দিতে বাধ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত না হচ্ছে। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনোরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪০)। তবে প্রতিটি সন্তানের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করে বিবাহ করা উচিত।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৬): রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করার ফযীলত কী?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছালাত পাঠ আল্লাহর আদেশ। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ নবীর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দুআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর ছালাত পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)। আর এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীছে অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে, যেমন- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে আমার উপর একবার ছালাত পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশ বার রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা দশ ধাপ বৃদ্ধি করেন’ (নাসাঈ, হা/১২৯৭, ছহীহ)। হাদীছে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যে আপনার প্রতি ছালাত পাঠ করে, আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করি; যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, আমি তাকে শান্তি দান করি’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/ ১৬৬২, হাসান)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার জন্য যত ছালাত পাঠ করবে, ফেরেশতা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চায় তা কম করুক বা বেশি করুক’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৬৮০, হাসান)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, ‘যে আমার প্রতি যত বেশি ছালাত পাঠ করবে, সে (জান্নাতে) মর্যাদার দিক দিয়ে আমার তত নিকটবর্তী হবে’ (সুনানুল কুবরা, হা/৫৯৯৫, হাসান)।

প্রশ্ন (৪৭): আমাদের এলাকার অধিকাংশ যুবক মাদক ও যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত, ইসলাম থেকে অনেক দূরে। বই-পুস্তক দিলেও তারা পড়তে চায় না। এমন যুবকদের ইসলামের পথে ফেরানোর উপায় কী?

-সিয়াম খান
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: প্রথমত তাদেরকে মাদক ও ব্যভিচারের বিধান, ভয়াবহতা এবং মৃত্যু পরবর্তী কঠিন শাস্তির ব্যাপারে ভালোভাবে অবহিত করতে হবে। এরপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে দাওয়াতী কাজ চলমান রাখতে হবে- ১. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মাসজিদে আদায় করা। কারণ ছালাত

যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে (আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)। ২. মিথ্যা বলা পরিহার করা। কারণ মিথ্যা পাপের পথ দেখায় (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯৪)। ৩. সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা এবং অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করা (আত-তাওবা, ৯/১১৯; ছহীহ বুখারী, হা/২১০১)। ৪. অপ্রয়োজনীয় মোবইল ব্যবহার ও অপ্রয়োজনীয় আড্ডা পরিহার করতে হবে।

প্রশ্ন (৪৮): আমি জেনারেল লাইনের ছাত্র, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেক। আমি জেনারেল লাইনে থেকেও একজন ইসলামী দাঈ হতে চাই। এটা কীভাবে সম্ভব?

-সিয়াম খান
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: দাওয়াতী কাজ করার জন্য 'দ্বীনী ইলম' এবং প্রশিক্ষণ জরুরী (ইউসুফ, ১২/১০৮)। আর ইলম অর্জনের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো 'তাআল্লুম' পদ্ধতি অর্থাৎ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ উস্তাদের নিকট নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করা (ছহীহ বুখারী, ১/২৪)। আপনি আপাতত ইলম অর্জনে মনোযোগ দিন। আল্লাহ আপনার চাওয়া পূরণ করবেন, ইন-শা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (৪৯): কারো শরীরে পা লাগলে বা বই হাত থেকে পড়ে গেলে কি উঠিয়ে সালাম করতে হয়?

-হাসান মোল্লা
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: কারো শরীরে পা লাগলে ভদ্রতার খাতিরে 'মাফ করবেন', 'দুঃখিত' বা 'ক্ষমা করবেন' বলা উত্তম। আর কুরআন মাজীদ বা ইসলামী বই পড়ে গেলে সম্মানের সাথে তুলে নেওয়া উচিত। উভয়ে ক্ষেত্রে সালাম করা বা মুখে নিয়ে চুম্বন দেওয়ার নির্দেশ শরীআতে নেই। এগুলো কুসংস্কার যা পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন (৫০): হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের ইসলামী উপায় কী কী?

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর: হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়গুলো নিম্নরূপ- ১. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। ২. আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রাখা (আত-তালাক, ৬৫/০৩)। ৩. আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফিল বা উদাসীন না হওয়া (ত্ব-হা, ২০/১২৪)। ৪. উক্ত বিষয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দু'আগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করা। তন্মধ্যে একটি দু'আ হলো, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান। অর্থ: 'হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি বর্তমান এবং অতীত সংক্রান্ত যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬৯)।

'সম্পাদকীয়'-এর বাকী অংশ

বিশাল ইকোসিস্টেমের অংশ—যেখানে রয়েছে মাইক্রোফাইন্যান্স, রিটেইল ও কর্পোরেট ব্যাংকিং, হাউজিং ফাইন্যান্স, বীমা এবং এনবিএফআই খাতের শক্ত অবস্থান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিকাশের হাতে ক্রেডিট ব্যুরো লাইসেন্স, যা তাদেরকে গ্রাহকের বিপুল ক্রেডিট তথ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিয়েছে। এখন যদি ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্সও তাদের হাতে যায়, তবে কার্যত বাংলাদেশে জমা, ঋণ, বীমা, পেমেন্ট থেকে শুরু করে ক্রেডিট ডেটা পর্যন্ত সবকিছু একক কনগ্লোমারেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসকে ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। এটি সর্বপ্রথম বিকাশকেই দেওয়া হচ্ছে। এই একচেটিয়া অবস্থা প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করবে। বিকাশ তার বিশাল মোবাইলকেন্দ্রিক গ্রাহক ভিত্তি ব্যবহার করে খুচরা ব্যাংকিং, কার্ড ব্যবসা এবং এসএমই খাত দখল করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক ও নতুন ফিনটেক প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। গ্রাহকের বিকল্প কমে যাবে, ঋণের সুদ বাড়বে, আমানতের মুনাফা কমে যাবে, আর ডেটা গোপনীয়তা থাকবে ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে। আরও উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী একক স্পনসর সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শেয়ার রাখতে পারে এবং কোনো বিদ্যমান ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের স্পনসর হতে পারে না। অথচ ব্র্যাক ব্যাংক বিকাশের অর্ধেকের বেশি মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। শুধু বিকাশ ও ব্রাককে এই অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার জন্য নতুন ডিজিটাল ব্যাংক নির্দেশিকায় এই সীমা শিথিল করা হয়েছে, যা স্পষ্টতই নীতিগত সংঘাত এবং অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়ার নজির।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, শিক্ষা ও অর্থ এই দুই ক্ষেত্রেই এনজিও-কেন্দ্রিক একক আধিপত্য গড়ে উঠলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা হুমকির মুখে পড়বে। অতএব, এখুনি সময় এই বিষয়ে শক্ত আওয়াজ উঠানোর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া যায় না। এই মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ইনশা-আল্লাহ। *(প্র. স.)*

বর্ষসূচি-৯ম

(৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর' ২০২৪ ইং হতে ৯ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর' ২০২৫ ইং পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী হতাশা ও আমাদের করণীয়	নভেম্বর'২৪	৭	ভারত ও ইসরাঈল বনাম বাংলাদেশ ও ফিলিস্তীন	মে'২৫
২	আমেরিকায় ট্রাম্প, বাংলায় ইসকন: নতুন স্বাধীনতা কি হুমকির মুখে?	ডিসেম্বর'২৪	৮	নারী সংস্কার না ধর্ম, সমাজ ও পরিবার বিনাশের ষড়যন্ত্র?	জুন'২৫
৩	সুন্নীদের দামেশক বিজয়: জেরুযালেমে বিজয়ে এক ধাপ এগিয়ে মুসলিম উম্মাহ	জানুয়ারি'২৫	৯	মধ্যপ্রাচ্যে জ্বলছে বারুদ: ইরান-ইসরাঈল উত্তেজনা কি বিশ্বযুদ্ধের দ্বার খুলছে?	জুলাই'২৫
৪	মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার: বাংলাদেশকে বিভক্ত করার ভারতীয় বয়ান	ফেব্রুয়ারি'২৫	১০	উপনিবেশের শিকলে আফ্রিকা: ত্রাওরের বিপ্লব ও মুসলিমদের বাস্তবতা	আগস্ট'২৫
৫	রামাযান: ভালো অভ্যাস গঠনের অনন্য সুযোগ	মার্চ'২৫	১১	মানবাধিকার: জাতিসংঘ বনাম ইসলাম	সেপ্টেম্বর'২৫
৬	গণতন্ত্রের ব্যর্থতা: ইসলামী খেলাফতের উত্থান	এপ্রিল'২৫	১২	দেশের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে এনজিওদের একক দৌরাত্ম্য: ভয়াবহ কিছুর ইঙ্গিত	অক্টোবর'২৫

দারসে কুরআন

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	জানুয়ারি'২৫ (শেষ পর্ব)
২	মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	মে'২৫-আগস্ট'২৫ (১-৪ পর্ব)

দারসে হাদীছ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন!	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	এপ্রিল'২৫
২	হৃদয়ের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় এবং উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	সেপ্টেম্বর'২৫

প্রবন্ধ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ইসলামে বায়'আত	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	নভেম্বর'২৪-ডিসেম্বর'২৪ (৬-৭ পর্ব)
২	আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ	ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ	নভেম্বর'২৪-জানুয়ারি'২৫ (২-৪ পর্ব)
৩	কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	নভেম্বর'২৪ (শেষ পর্ব)
৪	ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	নভেম্বর'২৪-ফেব্রুয়ারি'২৫ (২-৫ পর্ব)
৫	বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফীদের ভূমিকা	অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	নভেম্বর'২৪
৬	বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান	নভেম্বর'২৪
৭	ট্রান্সজেন্ডার: অভিশপ্ত জাতির পুরোনো গোনাহের নতুন রূপ	রাকিব আলী	নভেম্বর'২৪
৮	মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	নভেম্বর'২৪ (শেষ পর্ব)
৯	ছবি-মূর্তির ভয়াবহতা	মাহবুবুর রহমান মাদানী	ডিসেম্বর'২৪
১০	ব্যভিচার-ধর্ষণ: সমাধান কোন পথে	মুস্তফা মনজুর	ডিসেম্বর'২৪
১১	ইসলাম বিদ্বেষীদের একাল-সেকাল	মো. মাযহারুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২৪
১২	সাম্যবাদের ইতিকথা	মুগনিউর রহমান তাবরীজ	ডিসেম্বর'২৪
১৩	অনুপ্রেরণা	সাঈদুর রহমান	ডিসেম্বর'২৪
১৪	শিশু-কিশোরদের দ্বীনের দাওয়াত	রাকিব আলী	ডিসেম্বর'২৪
১৫	নারীদের ক্ষমতা	মো. আব্দুল বারী	ডিসেম্বর'২৪
১৬	ইসকনের মতলব কী?	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	জানুয়ারি'২৫
১৭	নববর্ষ ও কিছু কথা	মুস্তফা মনজুর	জানুয়ারি'২৫
১৮	রজব মাসের বিধান	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	জানুয়ারি'২৫
১৯	রিযিক্ব সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ	অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ	জানুয়ারি'২৫
২০	রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়	আব্দুল্লাহ আল-আমিন	জানুয়ারি'২৫
২১	মানবজীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা	মো. আকরাম হোসেন	জানুয়ারি'২৫
২২	নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গিকার	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	জানুয়ারি'২৫

২৩	বাহ্যিক আমলের পূর্বেই অন্তরের আমল	এ. এইচ. হাসান	জানুয়ারি'২৫
২৪	মাসিক আল-ইতিছাম: শততম সংখ্যার গৌরব ও অগ্রযাত্রার অঙ্গীকার	মো. আকরাম হোসেন	ফেব্রুয়ারি'২৫
২৫	আমার মাযহাব-ভাবনা	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	ফেব্রুয়ারি'২৫
২৬	সমাজে জাল ও যঈফ হাদীছের কুপ্রভাব	মো. মাযহারুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২৫
২৭	শা'বান মাসের করণীয় আমল	আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস	ফেব্রুয়ারি'২৫
২৮	শবেবরাত সম্পর্কে আলোচনা	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ফেব্রুয়ারি'২৫
২৯	বিপথগামী যুবসমাজ: হুমকির মুখে বিশ্ব মানবসভ্যতা!	শুআইব বিন আহমাদ	ফেব্রুয়ারি'২৫
৩০	আই অ্যাম ইন অ্যা রিলেশনশিপ! (I am in a relationship)	রাকিব আলী	ফেব্রুয়ারি'২৫
৩১	আমার সংগঠন-ভাবনা	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	মার্চ'২৫
৩২	কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী)	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	মার্চ'২৫-অক্টোবর'২৫ (১-৮ পর্ব) [চলবে...]
৩৩	রামাযানের পূর্বপ্রস্তুতি: আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের পথনির্দেশনা	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	মার্চ'২৫
৩৪	ভালোবাসার রামাযান: ফিরে এলো তাক্বওয়ার মাস	আবদুল্লাহ বিন হাদী	মার্চ'২৫
৩৫	রামাযানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তেলাওয়াত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	মার্চ'২৫
৩৬	ক্বিয়ামুল লায়ল আদায়ের সহজ উপায়	মো. মাযহারুল ইসলাম	মার্চ'২৫
৩৭	ছিয়াম ও তাক্বওয়ার সমীকরণ	মেরাজুল ইসলাম প্রিয়	মার্চ'২৫
৩৮	যাকাতের বিধান	মাহবূবুর রহমান মাদানী	মার্চ'২৫
৩৯	ছাদাক্বাতুল ফিতরের আদ্যোপান্ত	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	মার্চ'২৫
৪০	ইবাদত হোক আল্লাহর জন্য নিবেদিত	মাহমুদ হাসান ফাহিম	মার্চ'২৫
৪১	কীভাবে ইসলাম ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে এবং প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে	নাফিউল হাসান	মার্চ'২৫
৪২	বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আল-কুরআন	মো. জোবাইদুল ইসলাম	মার্চ'২৫
৪৩	রামাযানের ইফতারী: কত নারীর দুশ্চিন্তার এক নাম	রাকিব আলী	মার্চ'২৫
৪৪	ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	এপ্রিল'২৫-অক্টোবর'২৫ (১-৭ পর্ব) [চলবে...]
৪৫	ঈদের মাসায়েল	আল-ইতিছাম ডেস্ক	এপ্রিল'২৫
৪৬	শাওয়ালের ছিয়াম রাখার আগে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা কি আবশ্যক?	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	এপ্রিল'২৫
৪৭	খাবার গ্রহণের নববী তরীকা	আব্দুল্লাহ আল-আমিন	এপ্রিল'২৫
৪৮	বিদ্যুৎ: আল্লাহর একটি মহান দান	নাফিউল হাসান	এপ্রিল'২৫
৪৯	মুসলিমদের প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ: সময়ের অপরিহার্য দাবি	আবু হিসান নাঈম	এপ্রিল'২৫
৫০	ফিলিস্তীনিদের উচ্ছেদ করা ইয়াহূদীদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মিসর সংকট	অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	এপ্রিল'২৫
৫১	অনৈক্যের ফলে বিশ্ব মুসলিমের পরিণতি	মোস্তফা ইউসুফ আলম	এপ্রিল'২৫
৫২	রবের নিকট প্রকৃত সফলতা	আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয	এপ্রিল'২৫
৫৩	যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী	মে'২৫
৫৪	ডিভোর্সের মূল কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	মে'২৫
৫৫	আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়	মিজানুর রহমান	মে'২৫
৫৬	হে পবিত্র ভূমি আল-আক্বছা!	হাফীযুর রহমান	মে'২৫
৫৭	কেন আমরা গোলাম?	এহসান বিন কাশেম	মে'২৫
৫৮	ফিলিস্তীন শব্দে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা!	ইবনু মাসউদ	মে'২৫
৫৯	ঈদ শোভাযাত্রার নামে তামাশা!	মুস্তফা মনজুর	মে'২৫
৬০	বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	মে'২৫ ও জুন'২৫ (১-২ পর্ব)
৬১	ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না!	রাকিব আলী	মে'২৫
৬২	কুরবানীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: গুরুত্ব ও মর্যাদা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জুন'২৫
৬৩	মুহাররম মাসের তাৎপর্য ও কারবালার ইতিহাস	মাহবূবুর রহমান মাদানী	জুন'২৫
৬৪	মুমিনের পরিচয় ও তার গুণাবলি	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	জুন'২৫ ও জুলাই'২৫ (১-২ পর্ব)
৬৫	মুসলিম বিভাজন: অমুসলিমদের লাভের সুযোগ	মো. শাহাবুদ্দিন	জুন'২৫
৬৬	ফিলিস্তীন সংকটে মুসলিম উম্মাহর করণীয়	মেহেদী হাসান সাকিফ	জুন'২৫
৬৭	ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের ডাক ও প্রসঙ্গ কথা	মুস্তফা মনজুর	জুন'২৫
৬৮	মার্চ ফর গাযা এবং কেরানীগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	জুন'২৫
৬৯	মনীষীদের জীবনী: প্রফেসর ড. সাজিদ মীর রাহিমাহুল্লাহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুন'২৫
৭০	আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুলাই'২৫
৭১	শারঈ দৃষ্টিকোণে পিতামাতার অধিকার ও সদাচরণ	মাহবূবুর রহমান মাদানী	জুলাই'২৫

৭২	মুসলিমদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ	মোস্তফা ইউসুফ আলম	জুলাই'২৫
৭৩	আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	জুলাই'২৫-অক্টোবর'২৫ (১-৪ পর্ব) [চলবে...]
৭৪	জাতির অধঃপতনের পাঁচ সিঁড়ি	মাহমুদ হাসান ফাহিম	জুলাই'২৫
৭৫	ইসলামে বৃক্ষ	শফিক নোমানী	জুলাই'২৫
৭৬	আলোর সন্ধানে!	মো. কায়সার আলম	জুলাই'২৫
৭৭	সম্পত্তিতে নারীর অধিকার	রাকিব আলী	জুলাই'২৫
৭৮	ইসলামের দৃষ্টিতে বায়তুল মাক্বদিস: মর্যাদা, গুরুত্ব ও ফযীলত	মাহবুবুর রহমান মাদানী	আগস্ট'২৫
৭৯	টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করার ভয়াবহতা	আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস	আগস্ট'২৫
৮০	গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি	সাঈদুর রহমান	আগস্ট'২৫
৮১	রহস্যময় মানব মস্তিষ্ক	মো. হারুনুর রশীদ	আগস্ট'২৫
৮২	জীবনের মূল্যবান বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হোন	অনুবাদ: আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয	আগস্ট'২৫
৮৩	আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমাদের জীবন	আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান	আগস্ট'২৫
৮৪	মনীষীদের জীবনী: শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৩-২০২৫)	সংগৃহীত ও পরিমার্জিত: ড. যায়নুল আবেদীন বিন নুমান মাদানী	আগস্ট'২৫
৮৫	ঈদে মীলাদুন নবী: পরিচয়, উৎপত্তি, শারঈ হুকুম ও করণীয়	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	সেপ্টেম্বর'২৫
৮৬	কালো যাদু ও বদনযর নিয়ে কিছু কথা	সাঈদুর রহমান	সেপ্টেম্বর'২৫
৮৭	উকিল বাবা কালচার	মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন	সেপ্টেম্বর'২৫
৮৮	হতাশা থেকে মুক্তির মেডিসিন	রাকিব আলী	সেপ্টেম্বর'২৫
৮৯	শরীআতের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব	আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক	অক্টোবর'২৫
৯০	সূরা আল-মুনাফিকূন থেকে পাঁচটি শিক্ষা	রাকিব আলী	অক্টোবর'২৫
৯১	যৌবনকাল	অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	অক্টোবর'২৫
৯২	সতীত্বের সুরক্ষা ও অপবাদ রটানোর প্রতিকূলতা	হাফেয শাকিরুল ইসলাম	অক্টোবর'২৫
৯৩	দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা	আব্দুল্লাহ আল-নুমান	অক্টোবর'২৫

হারামাইনের মিম্বার থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	পরকালীন উপদেশ ও সতর্কতা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	নভেম্বর'২৪
২	বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের উপকারিতা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ডিসেম্বর'২৪
৩	জিহ্বাকে হেফাযতের গুরুত্ব	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জানুয়ারি'২৫
৪	দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ফেব্রুয়ারি'২৫
৫	শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল: জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উপলব্ধি ও শিক্ষা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	মার্চ'২৫
৬	আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের উপায়	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	এপ্রিল'২৫
৭	হে বিপদগ্রস্ত! ধৈর্য ধরো এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা রাখো	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	মে'২৫
৮	জীবন-মৃত্যু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুন'২৫
৯	আল্লাহর নৈকট্য লাভ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুলাই'২৫
১০	প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	সেপ্টেম্বর'২৫
১১	তীব্র গরম: শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	অক্টোবর'২৫

উসওয়াতুন হাসানাহ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	কঠিন বিপদে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন	হাসান আল-বান্না মাদানী	আগস্ট'২৫
২	রাগ প্রশমনের নববী পদ্ধতি	হাসান আল-বান্না মাদানী	সেপ্টেম্বর'২৫
৩	বিবাদ-বিদ্বেষ	হাসান আল-বান্না মাদানী	অক্টোবর'২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সময় যেমন আপন নয়, ক্ষমতা তেমন চিরস্থায়ী নয়!	তাবাসসুম আরোবী	নভেম্বর'২৪
২	উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্র: লাভ ট্র্যাপ	ইবনু মাসউদ	ডিসেম্বর'২৪
৩	ইসকনের স্পর্ধা এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী আস্ফালন	মো. হাসিম আলী	জানুয়ারি'২৫
৪	পহেলা বৈশাখের আড়ালে যত কথা	ইবনু মাসউদ	এপ্রিল'২৫
৫	রক্তাক্ত গাযা: পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে এক ভূখণ্ড, এক জাতি	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মে'২৫
৬	যুদ্ধ নাকি ভয়ংকর নাটক?	ইবনু মাসউদ	জুন'২৫
৭	উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: ইতিহাসে ভয়াবহতার নতুন সংযোজন	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	সেপ্টেম্বর'২৫
৮	নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ায় জর্জরিত বাংলাদেশ	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	অক্টোবর'২৫

হেলথ কর্নার

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	তীব্র গরমে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব: প্রয়োজন সাবধানতা ও সচেতনতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মে'২৫
২	গরমে বাড়ছে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি: প্রয়োজন জনসচেতনতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জুন'২৫
৩	অটোইমিউন ডিজিজ	মোছা. রহিমা খাতুন	জুলাই'২৫
৪	ডেঙ্গুর ছোবল ফের তীব্র: বাঁচতে চাই সচেতনতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	অক্টোবর'২৫

জামি'আহ পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	আত্মার খোরাক তাঁরই স্মরণে	হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী	ডিসেম্বর'২৪
২	হারাম দৃষ্টিপাত	সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ	ফেব্রুয়ারি'২৫
৩	তারা কেন অবহেলিত?	মোছা. সুমাইয়া শোভা	এপ্রিল'২৫
৪	ভ্রাতৃত্ববোধ	এম. এফ. রহমান বিন সিরাজ	মে'২৫
৫	আত্মশুদ্ধি: ইসলামী জীবনের অপরিহার্য অংশ	আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর	জুলাই'২৫
৬	ধৈর্যশীল হোন!	মমিনুল ইসলাম বিন আলী আকবর	আগস্ট'২৫
৭	আক্বল ও নাফস: অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব ও সত্য পথে চলার সংগ্রাম	আদিল বিন ফোরকান	সেপ্টেম্বর'২৫
৮	নববী দু'আ পেয়েছেন যারা	মাজহারুল ইসলাম আবির	অক্টোবর'২৫

হাদীছের গল্প

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	পাঠশালায় একদিন...	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	আগস্ট'২৫

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	পাগলের মেলা	অনুবাদ : মাজহারুল ইসলাম আবির	নভেম্বর'২৪
২	নয়নতারা	মুগনিউর রহমান তাবরীজ	জানুয়ারি'২৫
৩	রামাযানের প্রস্তুতি	সীমা বিনতে সিরাজুল ইসলাম	মার্চ'২৫
৪	কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জুন'২৫
৫	সবুজ পাখি	মাজহারুল ইসলাম আবির	জুলাই'২৫

কবিতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ফতওয়া প্রদান	তাসনীম আল-আমান	নভেম্বর'২৪	৩২	নছীহত	মুগনিউর রহমান তাবরীজ	এপ্রিল'২৫
২	বলো দেখি?	আশরাফুল হক	নভেম্বর'২৪	৩৩	বইয়ের মূল্য	সাদিয়া আফরোজ	এপ্রিল'২৫
৩	মহাকাল	মাহফুজুর রহমান	নভেম্বর'২৪	৩৪	বাংলাদেশ	রুম্মান ইসলাম	এপ্রিল'২৫
৪	রবের সন্তুষ্টি	মারইয়াম বিনতে হাফিজুল ইসলাম	নভেম্বর'২৪	৩৫	আর কতকাল জ্বলবে আগুন	আনিছুর রহমান	মে'২৫
৫	নতুন দেশ	আনিছুর রহমান	নভেম্বর'২৪	৩৬	সোনার জীবন	মো. আবু জার গিফারী জিহাদ	মে'২৫
৬	রবের রহমত	আবুল বাশার শেখ	ডিসেম্বর'২৪	৩৭	হয়ে গেছে পেশা	শামসুল আরেফীন	মে'২৫
৭	ভোরের কাব্য	মাজহারুল ইসলাম আবির	ডিসেম্বর'২৪	৩৮	আওয়াজ তুলো সবে	সাদিয়া আফরোজ	মে'২৫
৮	প্রভুর হুকুম	সাদিয়া আফরোজ	ডিসেম্বর'২৪	৩৯	ঈদের খুশি	শফিকুল ইসলাম	জুন'২৫
৯	বৈচিত্র্যময় হেমন্ত	এম. আবু বকর সিদ্দিক	ডিসেম্বর'২৪	৪০	চাঁদ উঠেছে	এইচ. এম. মাহমুদুল হাসান আযীযী	জুন'২৫
১০	পরকালের প্রস্তুতি	আশরাফুল হক	ডিসেম্বর'২৪	৪১	কুরবানী	মিনারুল ইসলাম বিন ইউসুফ আলী	জুন'২৫
১১	পড়ো	মো. জোবাইদুল ইসলাম	জানুয়ারি'২৫	৪২	ফিলিস্তীনের ঈদ	মুহাম্মাদ মইন	জুন'২৫
১২	ইবাদতে মগ্ন থাকো	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জানুয়ারি'২৫	৪৩	ক্ষমা করুন	কুলসুম বিবি	জুন'২৫
১৩	ক্যালেন্ডার বদল	সাদিয়া আফরোজ	জানুয়ারি'২৫	৪৪	রক্তাক্ত গাযা	হাফেয রফীকুল ইসলাম বিন আমজাদ	জুন'২৫
১৪	নতুন বছর	মো. সামিউল ইসলাম রাসেল	জানুয়ারি'২৫	৪৫	ফিরে এসো রবের পথে	শাহরিয়া নাফীস	জুন'২৫
১৫	এলো শীতকাল	রমজান বিন শামসুল	জানুয়ারি'২৫	৪৬	দহনজ্বালা	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি	জুন'২৫

১৬	ছালাত পড়ো	মোখতারুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২৫	৪৭	বিদায়ের যাত্রা	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	জুন'২৫
১৭	মুহাম্মাদ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম	আব্দুল্লাহ আল আসিফ	ফেব্রুয়ারি'২৫	৪৮	আর্তনাদ	সাদী মুহাম্মাদ গাউসুল হুদা	জুলাই'২৫
১৮	শহীদদের শ্রদ্ধা	মিজানুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৫	৪৯	আহ্বান	শামসুন্নাহার সুমনা	জুলাই'২৫
১৯	শীতের দিনে	আনিছুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৫	৫০	বৃষ্টি যখন আসে	শামসুল আরেফীন	জুলাই'২৫
২০	৩৬ জুলাই	আনোয়ার সাদেক	ফেব্রুয়ারি'২৫	৫১	হিংসা	সুমাইয়া আক্তার	আগস্ট'২৫
২১	রামাযানের নূর	সীমা বিনতে সিরাজুল ইসলাম	মার্চ'২৫	৫২	ধন্য জীবন	আব্দুল বারী	আগস্ট'২৫
২২	রামাযানের চাঁদ উঠলে	আনিছুর রহমান	মার্চ'২৫	৫৩	ঘুমপাড়ানি রাষ্ট্র	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	আগস্ট'২৫
২৩	দাবানল	মো. রাফি উদ্দিন মুনির	মার্চ'২৫	৫৪	রক্তাক্ত গাযা	মুসাফির বাসার	সেপ্টেম্বর'২৫
২৪	ছালাত	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	মার্চ'২৫	৫৫	মাইলস্টোনের দাবানল	তাহমিদুল্লাহ সারাসিনী	সেপ্টেম্বর'২৫
২৫	লাশখেকো	ইবনু মাসউদ	মার্চ'২৫	৫৬	গণতন্ত্র, তুই কে?	মো. আরিফ	সেপ্টেম্বর'২৫
২৬	রামাযান	মইন আলী	মার্চ'২৫	৫৭	ফুটবে না আর ফুলের হাসি	মো. সামিউল ইসলাম রাসেল	সেপ্টেম্বর'২৫
২৭	প্রকৃতি	শাহরিয়ার আরিফ সিয়াম	মার্চ'২৫	৫৮	আল-ইতিছাম	আনিছুর রহমান	অক্টোবর'২৫
২৮	ঈদুল ফিতর	এম. আবু বকর সিদ্দিক	এপ্রিল'২৫	৫৯	পচা লাশ	ইবনু মাসউদ	অক্টোবর'২৫
২৯	ফিরে এসো রবের ভালোবাসায়	মো. রাকিব সরদার	এপ্রিল'২৫	৬০	করছে পরকীয়া	শামসুল আরেফীন	অক্টোবর'২৫
৩০	কবর	মো. আলমগীর হোসেন	এপ্রিল'২৫	৬১	ছালাত	শামসুন্নাহার সুমনা	অক্টোবর'২৫
৩১	প্রভুর ধ্যানে	সামিউল ইসলাম রাসেল	এপ্রিল'২৫	৬২	মা আছে যার	মিজানুর রহমান	অক্টোবর'২৫

বি. দ্র. মাসিক আল-ইতিছাম **'সওয়াল-জওয়াব'** বিভাগে প্রতি মাসে ৫০টি করে ১২ মাসে মোট ৬০০টি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। **'সওয়াল-জওয়াব'**-এর পুরো লিস্টটি একসাথে দেখতে www.al-itisam.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الاعتصام 9th Year, 12th Part, October 2025, Price : 30.00

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রতিপাদ্য
ইসলামী রাজনীতি
প্রেক্ষিত
বাংলাদেশ

মুক্তির একমাত্র অবলম্বন
সালাফী মানহাজের অনুসরণ

সালাফী কনফারেন্স
২০২৫-২৬

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

৯ম বার্ষিক
রাজশাহী
৬ ও ৭ নভেম্বর ২০২৫
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

১০ম বার্ষিক
ঢাকা
২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

৫ম বার্ষিক
দিনাজপুর
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সময়: জুম'আর খুতবার মধ্য দিয়ে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

বক্তব্য পেশ করবেন:

সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

আয়োজনে
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

ব্যবস্থাপনায়
আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫